দশ বর্ষ [অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪] অষ্টম উপন্যাস

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

'রহস্য-লহরী'

উপন্যাস-মালার

১১৮ নং উপন্যাস

যমালয়ের ফেরত

[প্রথম সংস্করণ]

২নং, অক্রুর দত্ত লেন, কলিকাতা

'রহস্য-লহরী' বৈদ্যুতিক মেসিন প্রেসে'

শ্রীদিব্যেন্দ্রকুমার রায় কর্ত্তৃক

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

'রহস্য-লহরী' কার্য্যালয়—

মেহেরপুর, জেলা নদীয়া।

রাজ সংস্করণ পাঁচ শিকা,—সুলভ সংস্করণ বার আনা।

যমালয়ের ফেরত

প্রথম তরঙ্গ

নিয়তির লেখা

লণ্ডনের 'রেডিও' নামক দৈনিক সংবাদ-পত্রের লেখক মিঃ স্প্যালাস্ পেজ তাঁহার আফিসে বসিয়া 'বৃটিস্ ট্রপিক্যালস্ এজেন্সি' কর্তৃক বেতারে প্রেরিত নিম্নলিখিত সংবাদটি অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেছিলেন।

"ক্রাকভ, সোমবার।—মাননীয়া রাজকুমারী সোনিয়া পেট্রোভার সহিত সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্লের শুভ পরিণয়-সম্বন্ধ স্থির হওয়ায়, বাগ্দানের সংবাদ বিঘোষিত হইয়াছে। এই সংবাদে সারোভিয়া-রাজধানী ক্রাকভের জনসাধারণ আনন্দোৎসবে মত্ত হইয়াছে। এই সুসংবাদ আজ রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি-সভায় প্রচারিত হইলে সকল দল মতবিরোধ ভুলিয়া এই রাজপ্রণয়ী-যুগলের (the Royal lovers) মিলন সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

"রাজপ্রণয়ী-যুগলের পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রণয়ই এই আকস্মিক বাগ্দানের প্রকৃত কারণ। শুভবিবাহের যাবতীয় অনুষ্ঠান যথাসময়ে সুসম্পন্ন করিবার জন্য ইতিমধ্যেই বিরাট আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। বিশেষতঃ, শুভদিনের আর অধিক বিলম্ব নাই; কারণ সারোভিয়া-রাজপরিবারের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বাগ্দানের পর দশ দিনের মধ্যেই পরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রাচীন যুগে যেরূপ বিপুল আড়ম্বর ও সমারোহ সহকারে রাজার পরিণয়োৎসব সম্পন্ন হইত, বর্ত্তমান উৎসবেও সেইরূপ আড়ম্বর ও সমারোহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। ক্রাকভের প্রাচীন ভজনালয়ে রাজকুমারী পেট্রোভা রাজা পঞ্চম কার্লের সহিত পরিণীতা হইবেন। এই উৎসবে যোগদানের জন্য নানা দিগ্দেশ হইতে বহুসংখ্যক রাজবংশীয় ও সম্ভ্রান্ত অতিথির সমাগম হইবে।"

মিঃ পেজ এই সংবাদটি পাঠ করিয়াই চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িলেন। তিনি 'রেডিও'র সম্পাদক মিঃ জুলিয়স জোন্সের কামরায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সম্পাদকপ্রবর মুখে একটি 'পাইপ' গুঁজিয়া একরাশি ভিজা 'প্রুফ-সীটে' লেখনী-চালনা করিতেছেন।

মিঃ জোন্স মাথা তুলিয়া মুহূর্তের জন্য মিঃ পেজের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর তাঁহার সম্মুখস্থিত কাগজগুলির উপর দৃষ্টি সন্নিবিষ্ট করিয়া বলিলেন, "খবর কি পেজ? দেখিতেছ ত কাজের—কি বলিব—সমুদ্রে পড়িয়া নাকানি-চুবানি খাইতেছি,—এ সময়—"

মিঃ পেজ বাধা দিয়া বলিলেন, "নাকানি-চুবানি খাও—বা ঐ সাগরে একেবারে তলাইয়া যাও—তাহাতে আমার ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; যাহার উপর যে কাজের ভার আছে—তাহা তাহাকে শেষ করিতেই হইবে। আমি তোমার কৈফিয়ৎ শুনিতে আসি নাই। আমি কুড়ি মিনিটের মধ্যেই ক্রাকভে যাইব, অবিলম্বে এক শ পাউণ্ডের একখানি চেক চাই, আর—"

মিঃ জোন্স কলম তুলিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "জলপ্রপাতের মত অনর্গল বচনধারা বর্ষণ করিতেছ, কিন্তু আসল কথাটা তাহার তোড়ে চাপা পড়িয়াছে! ফিলিপ কারুর ফাঁসি বন্ধ হওয়া সম্বন্ধে সকল রহস্য তুমি এখনও লিখিয়া উঠিতে পার নাই; তাহার উপর কাল রবার্ট ব্লেককে সমাহিত করিবার দিন স্থির হইয়াছে; সে সম্বন্ধে একটি মনোরম বর্ণনাও তোমাকে—"

মিঃ পেজ বলিলেন, "সে কথা ভুলিয়া যাও জুলিয়স্! খাতাঞ্চীকে একখানা চিরকুট লিখিয়া দাও—টাকাটা যেন এখনই পাই। কাল সকালে আমাকে ক্রাকভে উপস্থিত হইতেই হইবে। আমি বিমানযোগে না যাইলে তাড়াতাড়ি সেখানে পৌঁছিতে পারিব না।"

মিঃ পেজ অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "ক্রাকভে যাইবে? কি সর্ব্বনাশ! সে যে বল্কানের অন্যতম রাজ্য সারোভিয়ায়! হঠাৎ সেখানে যাইবার কি প্রয়োজন হইল?"

মিঃ পেজ কোন উত্তর না দিয়া তারের সংবাদটি তাঁহাকে পাঠ করিতে

দিলেন। মিঃ জোন্‌স তাহা পাঠ করিতে করিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিলেন; তাহার পর মুখ তুলিয়া বলিলেন, "সেই রাজ্যের রাজার বিবাহ। যে দেশে রাজা আছে—সেই দেশেই রাজার বিবাহ হইয়া থাকে; কিন্তু সারোভিয়া-রাজের বিবাহ দেখিতে যাইবার জন্য তোমার এত আগ্রহ কেন? তুমি ত রাজা-রাজড়ার গন্ধ সহিতে পার না! তারে বা বে-তারে যথাসময়ে এই বিবাহের সংবাদ জানিতে পারিবে,—তবে কতকগুলা টাকা খরচ করিয়া তোমার এই কর্ম্মভোগ করিতে যাওয়া কেন?"

মিঃ পেজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "সে কথা তোমাকে বলিতে পারিব না জুলিয়স্! তুমি ত জান পরের কথা শুনিয়া কিছু লেখা আমার অভ্যাস নয়; তোমাকে এখন এইমাত্র বলিতে পারি—চার-ছুনো দলের প্রধান গুপ্ত রহস্য এখনও প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস ক্রাকভেই সেই রহস্যের বোমা ফাটিবে।"

মিঃ পেজের কথা শুনিয়া 'রেডিও'-সম্পাদকের মুখ প্রফুল্ল হইল। তিনি উৎসাহভরে বলিলেন, "তুমি ডুব দিয়া জল খাও পেজ! আমি তোমার মতলব বুঝিতে পারিয়াছি। আমি স্বীকার করিতে বাধ্য যে, তুমি 'রেডিও'তে যে রহস্য প্রকাশ করিয়াছ—বহুকাল সেরূপ কৌতূহলজনক ও বিস্ময়কর কাহিনী কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় নাই; কিন্তু এই রহস্য-কাহিনী এখনও সবিস্তার প্রকাশিত হয় নাই; যিনি ইহা প্রকাশ করিতে পারিতেন তিনি—ডিটেক্‌টিভপ্রবর মিঃ ব্লেক ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়াছেন।"

অতঃপর মিঃ জোন্‌স মিঃ পেজের সহিত বিগত কয়েক দিনের ঘটনার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। মিঃ পেজ চার-ছুনো দলের চাতুরী সম্বন্ধে যে সকল বিচিত্র রহস্য 'রেডিও'তে প্রকাশিত করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আর কি নূতন সংবাদ লিখিবার আছে—তাহাই জানিবার জন্য মিঃ জোন্‌স আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সেই সকল ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাঠকগণ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। এই জন্য এখানে আমরা তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্ল এক অজেয় দস্যুদল গঠন করিয়া স্বয়ং তাহাদের

পরিচালক হইয়াছিলেন। সেই অষ্ট দস্যু-সম্মিলিত চার-হুনো দলের দলপতি টেক্কা যে সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্ল, এ সংবাদ দুই চারি জন লোক ভিন্ন অন্য কেহই জানিত না। তিনি মিঃ ব্লেককে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তাহার যে ফল হইয়াছিল তাহা বাহিরের কোন লোক জানিতে পারে নাই, এমন কি, মিঃ ব্লেক মৃত্যু-কবল হইতে উদ্ধারলাভ করিয়া সারোভিয়া-রাজ্যে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন, পঞ্চম কার্ল তাহা জানিতে পারেন নাই; তাঁহার বিশ্বাস ছিল—ব্লেকের মৃত্যু-হইয়াছে, তিনি নিষ্কণ্টক হইয়াছেন, অতঃপর আর কেহই তাঁহার অনুষ্ঠিত কোন দুষ্কর্ম্মে বাধা দিতে পারিবে না।

মিঃ ব্লেক জীবিত আছেন এবং চার-হুনো দলের ধ্বংশের চেষ্টা করিতেছেন, ইহা মিঃ পেজের সুবিদিত থাকিলেও তিনি তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই; সুতরাং 'রেডিও' সম্পাদক মিঃ জোন্‌সও তাহা জানিতে পারিলেন না। অথচ চার-হুনো সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড রহস্য ক্রমে ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল—তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই জন্যই মিঃ পেজের কথা শুনিয়া তিনি আনন্দিত ও উৎসাহিত হইলেন।

মিঃ ব্লেক মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া চার-হুনো দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহার মৃত্যুসংবাদ সর্ব্বজন সমক্ষে প্রচারিত না হইলে তাঁহার সঙ্কল্পসিদ্ধির আশা নাই। স্কারলেট্‌ তাঁহাকে হত্যা করিতে সমর্থ হইয়াছে, এ বিষয়ে টেক্কা (পঞ্চম কার্ল) নিঃসন্দেহ হইয়াই—তাহাকে পুরস্কৃত করিয়াছিল। তাহার এই ধারণা দৃঢ়তর করিবার জন্য মিঃ ব্লেক মিঃ পেজকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুসংবাদ রেডিওতে ও অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশের ব্যবস্থা করিতে হইবে; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাঁহার গুপ্ত সঙ্কল্পের কথা যথাসময়ে হোম-সেক্রেটারীর ও ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌সের গোচর করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারাও তাঁহার মতের সমর্থন করিয়াছিলেন।

মিঃ জোন্‌স এ সকল কথা না জানিলেও মিঃ পেজের ক্রাকভে গমনের প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন। চার-হুনো দল কি উদ্দেশ্যে সারোভিয়া-রাজধানীতে

গমন করিয়াছে, এবং মিঃ পেজ সেখানে তাহাদের কি রহস্যভেদ করিবেন তাহা বুঝিতে না পারিয়া, মিঃ জোন্স তাহা শুনিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কিন্তু মিঃ পেজ আর কোন কথা প্রকাশ করিলেন না। অগত্যা মিঃ জোন্স তাঁহাকে একশত পাউণ্ড প্রদানের জন্য খাতাঞ্জীর নামে একখানি পত্র দিলেন, এবং তাঁহাকে বলিলেন, "এই হুকুমনামা লইয়া যাও, খাতাঞ্জীর নিকট টাকা পাইবে; কিন্তু তুমি ক্রাকভে পৌঁছিয়া এরূপ সংবাদ পাঠাইতে চাও— যাহা রেডিওতে প্রকাশিত হইলে কাগজের আদর নিশ্চয়ই বাড়িবে; এবং রেডিও পাঠের জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিবে। জানি না তুমি কিরূপ সংবাদ পাঠাইবে, তবে তোমার শক্তিতে আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করি; আর সেই বিশ্বাসেই আমি তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। আশা করি আমাকে ভবিষ্যতে অপদস্থ হইতে হইবে না।"

মিঃ পেজ টাকা প্রদানের আদেশপত্রখানি লইয়া বলিলেন, "অপদস্থ ?—না জুলিয়স্, আমার কথায় নির্ভর করিয়া তোমাকে নিশ্চয়ই অপদস্থ হইতে হইবে না; বরং আমি যে সংবাদ সংগ্রহ করিতে পারিব বলিয়া আশা করিতেছি—তাহা যদি পাঠাইতে পারি—তাহা হইলে কাগজের আকার আরও চার পৃষ্ঠা বাড়াইতে হইবে, আর তাহা পাঠের জন্য লক্ষ লক্ষ পাঠক ক্ষেপিয়া উঠিবে।"

মিঃ জোন্স বলিলেন, "কিন্তু ব্লেক বেচারার সমাধি-যাত্রার বর্ণনা-ভার কাহার উপর দেওয়া যায়? তাহাও যে একটা লিখিবার বিষয়।—তাহার একটা সরস বর্ণনা আমাদের কাগজে প্রকাশিত না হইলে—"

মিঃ পেজ বলিলেন, "ব্লেকের সমাধি-যাত্রায় আর আমার সমাধি-যাত্রায় কিছু তফাৎ আছে বলিয়া মনে করি না। তুমি সে জন্য ব্যস্ত না হইলেও ক্ষতি নাই।"

মিঃ জোন্স মিঃ পেজের কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না; মিঃ পেজ পরলোকগত ব্লেকের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিলেন ভাবিয়া তিনি ক্ষুব্ধ হইলেন। কারণ তিনি জানিতেন না যে, মিঃ ব্লেক সেই অপরাহ্নে ফরাসীর ছদ্মবেশে সারোভিয়া-রাজধানী ক্রাকভের একটি কাফেতে বসিয়া চা পান করিতে করিতে চার-দুনো দলের উচ্ছেদসাধনের ফন্দী স্থির করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় তরঙ্গ

তের নম্বর

ক্রাকভের সুবৃহৎ ভজনালয়ের সমুন্নত ধূসর চূড়া-সন্নিবিষ্ট ঘড়িতে ঢং ঢং শব্দে রাত্রি বারটা বাজিল। সেই সুগম্ভীর শব্দ বহুদূরে প্রতিধ্বনিত হইল; কিন্তু তখনও সেই ভজনালয়-সন্নিহিত পথ সম্পূর্ণ নির্জ্জন হয় নাই; দুই একজন পথিক সেই পথে চলিতেছিল, এবং দুই একখানি ড্রোকিয়ার চক্র-ধ্বনিতে রাজপথ মুখরিত হইতেছিল, আর পানোন্মত্ত আরোহীরা তাহাতে বসিয়া বেসুরো সঙ্গীতে হৃদয়োচ্ছ্বাস পরিব্যক্ত করিতেছিল। ড্রোকিয়া অশ্বযুগল-বাহিত শকট। ইহা সারোভিয়া রাজ্যের প্রাচীন কালের যান। ইউরোপের অন্যত্র ইহার অস্তিত্ব নাই।

ক্রমে পথে পথে জনসমাগম রহিত হইল। পথিপ্রান্তস্থ আলোক-স্তম্ভশিরে দীপরশ্মি নিষ্প্রভ হইয়া আসিল। ভায়া ক্রসি নামক রাজপথ সেই আলোকান্ধকারে মিশিয়া বিপুল শূন্যতা বক্ষে লইয়া নির্জ্জন শ্মশানের ন্যায় খা-খা করিতে লাগিল। বাজারের পথের দুই পাশে প্রাচীন যুগের আদর্শে গঠিত অট্টালিকাগুলি যেন কি এক রহস্যের আভাস ব্যক্ত করিতেছিল! (hinted of mystery) সেগুলি দেখিলে মনে হইত তাহাদের প্রবেশ-দ্বারগুলি ভূগর্ভস্থিত রহস্যান্ধকার-সমাচ্ছন্ন গুহার পথ! পার্থিব জগতের সহিত যেন তাহাদের সম্বন্ধ নাই।

একজন দীর্ঘদেহ লোক অসম্বৃত ভাবে সেই পথ দিয়া অগ্রসর হইতেছিল; তাহার মস্তকে আষ্ট্রাকান টুপি; গলার কৃষ্ণবর্ণ মেষ-লোমের গলাবন্ধ তাহার কাল চাপ দাড়ির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল। তাহার শুভ্র মুখ অত্যন্ত ফ্যাকাসে। সে স্খলিতপদে চলিতে চলিতে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতেছিল। পূর্ব্বোক্ত ভজনালয়ের পাশে আসিয়া সে একজন প্রহরীকে দেখিতে পাইল; তখন সে আর কোন দিকে না চাহিয়া তাড়াতাড়ি অদূরবর্ত্তী গলির ভিতর প্রবেশ করিল।

পথিক সেই গলির ভিতর দিয়া নিঃশব্দে প্রায় দুই শত গজ অগ্রসর হইল।

সহসা অদূরবর্ত্তী একটি অট্টালিকা হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল; পথিক সেই অট্টালিকার দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া নিম্নস্বরে কি একটা কথা বলিতেই বাঁশি থামিয়া গেল। অট্টালিকার দ্বারে কেরোসিনের ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। পথিক সেই দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া সেই দেশের ভাষায় মৃদুস্বরে বলিল, "সার্জি আছ না কি? সারনফ আর পিয়ালা পিটার আসিয়াছে কি?"

বিবর্ণ দ্বারের অন্তরালে কাহার পদশব্দ হইল। মুহূর্ত্ত পরে একজন লোক একবার কাশিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দিল। পূর্ব্বোক্ত পথিক সেই দ্বার দিয়া অট্টালিকার প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবামাত্র সম্মুখে একখানি ঠেলা-গাড়ী দেখিতে পাইল। সেই গাড়ীতে একটি লোক বসিয়াছিল; তাহার বিকৃত দেহ দেখিলে ভয় হয়। পথিক তাহাকে দেখিয়া চমকিয়া দুই এক পা পিছাইয়া গেল। যে ব্যক্তি গাড়ীতে বসিয়া ছিল, তাহার একখানি হাত দেখা যাইতেছিল; অন্য হাতখানি বাহুমূল পর্য্যন্ত কাটা, তাহা নেকড়া দিয়া বাঁধা ও তাহার উপর চামড়ার পটি আঁটা।

হাতের ত এই অবস্থা; পা দুইখানিও জানুর নিম্ন ভাগে বিচ্ছিন্ন, তাহাও চামড়ার পটি দ্বারা আচ্ছাদিত! কিন্তু তাহার মুখের অবস্থা আরও অধিক ভীষণ। তাহার গাল হইতে কপালের পাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত গভীর ক্ষত চিহ্ন; তাহার ভিতর হইতে হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার একটি চক্ষু অন্ধ। অন্য চক্ষুটি ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ দীপ্তিশীল; আগুনের ভাঁটার মত তাহা জ্বল জ্বল করিতেছিল।

এই লোকটির নাম সার্জি ড্রস্কি। এখানে ড্রস্কির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। এক সময় সে অত্যুৎসাহী নিহিলিষ্ট ছিল; রুসিয়ায় জারের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবার পর সে সারোভিয়া রাজ্যের বিপ্লববাদীগণের নেতৃত্বভার গ্রহণ করিয়াছিল। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে সার্জি বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিল। তাহার রূপে অনেক তরুণীর চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু তাহার প্রকৃতি বড়ই উদ্ধত ছিল। রাজতন্ত্রকে সে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিত। সারোভিয়া রাজ্যের অধঃপতিত উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে রাজশাসন হইতে মুক্তিদান করিবার জন্য সে জীবন পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল।

সার্জি নিহিলিষ্টগণের ন্যায় মনে করিত রাজার প্রাণ বিনাশই দেশোদ্ধারের প্রকৃষ্ট উপায়। তাহার বিশ্বাস ছিল রাজাকে কোনরূপে হত্যা করিতে পারিলেই প্রজা-সাধারণ সাম্য, স্বাধীনতা ও মৈত্রীর ধ্বজা উড়াইয়া সুখ ও শান্তি ভোগ করিবে। এই বিশ্বাসে সে সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্লের পিতা পিটারকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল। রাজা পিটার এক দিন রেলপথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, সেই দিন সার্জি তাহার সহযোগী বিপ্লববাদীগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজার ট্রেণখানি বিধ্বস্ত করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল; কিন্তু বিধাতার বিধান অন্যরূপ হইয়াছিল। সার্জি রসায়ন বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিল; রাজার ট্রেণ ধ্বংশের উদ্দেশ্যে তাহার লেবরেটরিতে বোমা প্রস্তুত করিতেছিল; সেই বোমা হঠাৎ ফাটিয়া যাওয়ায় তাহার দুইখানি পা ও একখানি হাত উড়িয়া গিয়াছিল, এবং সেই দুর্ঘটনায় তাহার প্রাণ রক্ষা হইলেও তাহার অবস্থা ঐরূপ শোচনীয় হইয়াছিল।

সাধ্বী স্ত্রীর চেষ্টা যত্নে ও সেবার গুণেই সার্জি ড্রস্‌কি দীর্ঘকাল পরে সুস্থ হইয়াছিল! তাহার পর এত দিন পর্য্যন্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া জীবিত থাকিলেও তাহার রাজবিদ্বেষ বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয় নাই। সারোভিয়া রাজ্যে বিপ্লবানল প্রজ্জ্বালিত করিবার জন্য সে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিল।

সার্জি ড্রস্‌কি আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কে কারিলফ্‌ আসিয়াছ ?"

আগন্তুক বলিল, "হাঁ আমি ত আসিলাম, কিন্তু অন্য সকলের খবর কি ?"

সার্জি বলিল, "সুসংবাদ আছে। আমাদের নূতন সহযোগী মসিয়ে বন্‌টেম ফ্রান্স হইতে আসিয়াছেন; সভাস্থলে অন্য সকলেই উপস্থিত। চল যাই।"

সার্জির ইঙ্গিতে কারিলফ্‌ তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিলে, সার্জি উভয় জানুতে ও লাঠিতে ভর দিয়া অদূরবর্ত্তী গৃহ-কক্ষে প্রবেশ করিল। কারিলফ্‌ তাহার অনুসরণ করিল।

সেই কক্ষে যে কয়েকজন বিপ্লববাদী বসিয়া ছিল, তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া সার্জি বলিল, "আমাদের বন্ধু কারিলফ্‌ আসিয়াছে। তাহার আসিতে বিলম্ব হইয়াছে বটে, কিন্তু বন্ধুকে পাইয়া আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি।"

সকলেই কারিলফকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। সে যে কক্ষে প্রবেশ করিল, তাহা বিদ্রোহীদের আড্ডা হইলেও দিবাভাগে তাহা কাফে বলিয়াই পরিচিত ছিল। সেই কক্ষটি তখন ভোজনাগারের পরিবর্ত্তে সভায় পরিণত হইয়াছিল, এবং সভার শোভাবর্দ্ধনের জন্য গৃহপ্রাচীরে যে দুইখানি বৃহৎ তৈলচিত্র সংরক্ষিত হইয়াছিল— তাহাদের একখানি বলসেভিক নায়ক লেনিনের, অন্যখানি কার্ল মার্ক্সের ছবি।

সেই সভায় প্রায় দ্বাদশটি সভ্য উপস্থিত ছিল, তাহাদের অধিকাংশ কৃষক; তিন চারিজন ভদ্রগৃহস্থও ছিল। তাহারা কোন্ সমাজের লোক, তাহা তাহাদের পরিচ্ছদেই প্রতিপন্ন হইতেছিল।

এইদলে তিনটি নারীও ছিল। একটি যুবতী পরমাসুন্দরী, তাহার সর্ব্বাঙ্গ লোহিত পরিচ্ছদে মণ্ডিত। তাহার বয়স প্রায় কুড়ি বৎসর। তাহার লাবণ্য-সমুজ্জ্বল মুখখানি যেন সদ্য-বিকশিত শ্বেত শতদল। অধরোষ্ঠ সুলোহিত। সে একটি যুবককে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কি বলিতেছিল। সেই যুবকের মুখে কটা দাড়ি গোঁফ, চক্ষু-তারকা নীল, এইং মাথার চুলগুলি কুঞ্চিত।

কারিলফ্ যুবতীকে সাদর সম্ভাসন করিয়া বলিল, "বিপ্লব-নন্দিনী (daughter of revolt) রেড রোজা কেমন আছেন?"

যুবতী হাসিয়া বলিল, "ইঙ্গিতের জন্য সে সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে বন্ধু!"

একটি দীর্ঘদেহ বৃষস্কন্ধ (broad shouldered) পুরুষ গুলিখোরের মত চক্ষু-দুটি মিট্ মিট্ করিতে করিতে কারিলফ্কে বলিল, "এস বন্ধু এস, তোমাকে আমাদের নবাগত বন্ধু জুলি বন্টেমের সহিত পরিচিত করিয়া দিই। ইনি প্যারিস হইতে আসিয়াছেন।"

কারিলফ্ মসিয়ে জুলি বনটেমের সহিত পরিচিত হইলে, জুলি বনটেম খুসী হইয়া বলিলেন, "আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমার চক্ষু সফল হইল বন্ধু! আমরা সে দেশে থাকিতে আপনার যথেষ্ট প্রশংসা শুনিয়াছি; মন্ত্রের সাধনের জন্য আপনি অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন।"

সার্জি ঘণ্টাধ্বনি করিয়া বলিল, "বন্ধুগণ, আমাদের সভায় সকল সভ্যই

উপস্থিত। আমাদের বিজ্ঞ বন্ধু সারনফকে সভার কার্য্য আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিতেছি।”

সারনফ তাহার ওয়েষ্টকোটের পকেট হইতে কাগজের একটা মোড়ক বাহির করিল। সেই মোড়কের ভিতর এক রকম সাদা চক্‌চকে গুঁড়া ছিল, সেই গুঁড়া সে বিন্দু-পরিমাণ হাতে তুলিয়া লইয়া মুখে ফেলিয়া দিল।

মসিয়ে বন্‌টেম মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “কোকেনের নেশা! বড়ই দুঃখের বিষয়। উঁহার এই অভ্যাসের কথা পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম বটে।”

কারিলফ্ হাসিয়া বলিল, “তা বটে, সকল মানুষেরই প্রকৃতিগত দুর্ব্বলতা থাকে; কিন্তু লোকটি আমাদের প্রকৃত হিতৈষী, কাজের লোক'ও বটে।”

সারনফ কোকেনের পুরিয়া পকেটে রাখিয়া কম্পিত হস্তে মুখ ও কপাল মুছিয়া ফেলিল। তাহার পর ফরাসী ভাষায় ভগ্নস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল, “সহযোগী-গণ, বিপ্লবের সন্তানসন্ততিবর্গ! আমি আজ এখানে তোমাদিগকে ফরাসী ভাষায় সম্বোধন করিতেছি—ইহার দুইটি কারণ আছে। প্রথম কারণ, আমাদের সারো-ভিয়ান ভাষা আমাদের দেশের শাসক-সম্প্রদায়ের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে অবনত হইয়াছে। তাহারা এই ভাষাকে মৃত ভাষায় পরিণত করিয়াছে; কারণ তাহারা জানে কোন জাতি মাতৃভাষার সাহায্য ব্যতীত বিদ্রোহ প্রচার করিতে পারে না।—দ্বিতীয়তঃ, আজ আমাদের যে সম্মানিত অতিথি ফরাসী দেশ হইতে এ দেশে আসিয়াছেন, তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ইহা কর্ত্তব্য মনে করি-তেছি। বিশেষতঃ, ইহা সেই ভাষা, যে ভাষায় ডান্টন, মারাট, রোবস্‌পেরী প্রভৃতি মহাপুরুষেরা স্বাধীনতার জন্য মুক্তির সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন।”

সারনফ ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ থাকিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিল, তাহার চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহার কথা শুনিয়া তাহার সহযোগীবর্গ আনন্দে উল্লাসধ্বনি করিল। মসিয়ে বন্‌টেম এইভাবে সম্মানিত হইয়া মৃদু হাস্য করিলেন।

সারনফ পুনর্ব্বার বলিতে লাগিল, “বন্ধুগণ, মসিয়ে বন্‌টেমের অভ্যর্থনা করিয়া আমি ব্যক্তিগত ভাবে গৌরব অনুভব করিতেছি; কারণ ফরাসী দেশে আমাদের

সাম্প্রদায়িক মন্ত্র প্রচারে উনি অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আমাদের মাতৃভুমির দুঃখ-রজনীর অবসান কালে উঁহাকে আমাদের সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া আমি আনন্দের সহিত উঁহার অভিনন্দন করিতেছি।

"আজ রাত্রে আমরা এই মহানগরীর বহু প্রাচীন সেণ্ট নিকোলাস্ ভজনালয় হইতে যে সমুচ্চ ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা গত সহস্র বৎসর হইতে এদেশের ধনাঢ্য সম্প্রদায়েরই উৎসব ও আনন্দের প্রতিধ্বনি তুলিয়াছে, ইহা তাহাদেরই হর্ষোচ্ছ্বাস দিগন্তে বিঘোষিত করিয়া আসিয়াছে; কিন্তু কুটীরবাসী দীন দরিদ্রের হৃদয় ভাবের প্রতি উহা চিরদিনই অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া আসিতেছে। আজ ঐ ভজনালয় হইতে যে ঘণ্টাধ্বনি উত্থিত হইয়াছে—উহা কোন্ আনন্দবার্ত্তা বিঘোষিত করিয়াছে তাহা তোমাদের অজ্ঞাত নহে। আমাদের দেশের লম্পট নরপতি পঞ্চম কার্ল বিবাহ করিবে—ভজনালয়ের ঘণ্টাধ্বনিতে তাহারই বিবাহের বাগ্দান-সংবাদ বিঘোষিত হইয়াছে। এই কামুক আত্মসর্ব্বস্ব যথেচ্ছাচারী দাম্ভিক রাজা তাহার বংশের ন্যায় আর একটি সম্ভ্রান্ত বংশে বিবাহ করিয়া প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জনের জন্য উৎসুক! ঘণ্টাধ্বনিতে তাহারই আসন্ন পরিণয়-বার্ত্তা আমাদের জ্ঞাপন করা হইয়াছে।"

সারনফের বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ চটাপট্ শব্দে করতালি দিয়া তাহার মন্তব্যের সমর্থন করিল। কেহ কেহ উৎসাহ ভরে বলিয়া উঠিল, "সাবাস্ দোস্ত! বলিহারী!"

সারনফ দ্বিগুণ উৎসাহে বলিতে লাগিল, "শোন বন্ধুগণ! এ দেশের এই সকল অভিজাত-কুলকলঙ্কগণ বোঁর্ব্বো বংশীয়গণের ন্যায় কিছুই শিক্ষা করে না, এবং কিছুই ভুলিয়া যায় না। সাধারণের ধারণা—দেশের জনসাধারণকে ভুলাইতে হইলে আড়ম্বর অপরিহার্য্য; জাঁকজমকের আতিশয্যে তাহাদের হৃদয় মুগ্ধ হয়, এবং তাহারা বিলাসী ধনী সম্প্রদায়ের দাসত্বই জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া মনে করে! সেকালে রোমের স্বেচ্ছাচারী নরপতিগণ তাহাদিগকে চির দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখিবার জন্য অবজ্ঞাভরে ঘোষণা করিত—'উহাদিগকে দাও রুটি, আর দাও

ক্রীড়া-কৌতুক।'—আর একালের স্বার্থপর লুব্ধ ভূপতিগণের ঘোষণা—'উহাদিগকে ভুলাইবার জন্য রাজার বিবাহে সমারোহ কর, শোভাযাত্রা বাহির কর।'—আমরা দুগ্ধপোষ্য (spoon-fed) শিশু নহি যে, উহাদের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইব।"

"সত্য কথা, সত্য কথা"—বলিয়া সার্জি ড্রস্‌কি সবেগে মস্তক আন্দোলিত করিল। আনন্দে তাহার কুৎসিৎ মুখ বীভৎস আকার ধারণ করিল।

সারনফ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিতে লাগিল, "বন্ধুগণ, এদেশের রাজা জন সাধারণকে মুগ্ধ করিবার জন্য আগামী সোমবার শেষ-চেষ্টা করিবে; কিন্তু আমরা যদি তাহাতে প্রতারিত হই—তাহা হইলে আমরা যে অত্যন্ত নির্ব্বোধ ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা রাজতন্ত্রের উপর এরূপ প্রচণ্ড বেগে দণ্ডাঘাত করিব যে, সেই আঘাতের শব্দ পৃথিবীর এই প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইবে। সুখের বিষয় আমাদের ষড়যন্ত্র পূর্ণতা লাভ করিয়াছে, এবং তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার প্রাক্কালেই আমাদের সহযোগী মসিয়ে বন্‌টেমকে আমাদের সহিত মিলিত হইতে দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছে।—সারোভিয়ার মুক্তিদাতাগণের নামের সহিত তাঁহার নাম স্বাধীনতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিবে। হে বন্ধু, হে মিত্র, হে সুহৃদ বন্‌টেম! এই সভায় আপনি বলুন, ফরাসী দেশে আমাদের যে সকল সহযোগী মুক্তিমন্ত্র-প্রচারে আমাদের পোষকতা করিতেছেন—তাঁহারা এই স্মরণীয় ঘটনা উপলক্ষে কিরূপে আমাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন?"

মসিয়ে বন্‌টেম বলিলেন, "বন্ধুগণ, আপনাদের এই গৌরবপূর্ণ দেশে আমার প্রথম আগমন উপলক্ষে আপনারা যে ভাবে আমার অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে আমার হৃদয় আনন্দে অভিভূত হইয়াছে। আমি এই আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ। আমি এ কথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে—"

মসিয়ে বন্‌টেমের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই অট্টালিকার বহির্দ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল। সেই শব্দে সভাস্থল সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করিল; কেহই কোন কথা বলিল না। অবশেষে সার্জি ড্রস্‌কি বলিল, "বন্ধুগণ, সকলে

নীরব থাক। আমার মনে হইতেছে পুলিশ প্রহরীদের কাপ্তেন আসিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেছে। কাপ্তেন জেরার্ডকে সংপ্রতি মধ্যে মধ্যে ভায়া ক্রুসিতে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা গিয়াছে।"

সারনফ অস্ফুটস্বরে বলিল, "পুলিশ!—পুলিশ এখানে আসিলে বোধ হয় একটা বিভ্রাট ঘটাইবে।"

দুম্-দাম্ শব্দে দরজায় পুনর্ব্বার ঘা পড়িতে লাগিল। সার্জি তাহার গাড়ীখানি ঠেলিতে ঠেলিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল; তাহার পর সে দ্বারপ্রান্ত হইতে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল, "কে বাহির হইতে দ্বারে ধাক্কা দিতেছ?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আমি লেভিনস্কি; বন্ধু, দ্বার খুলিয়া দাও। আমি একটা বড় জরুরি সংবাদ লইয়া আসিয়াছি।"

একথা শুনিয়া গুপ্ত সমিতির সভ্যগণ স্বস্তির নিশ্বাস (a sigh of relief) ত্যাগ করিল। সারনফ একটু হাসিয়া বলিল, "নির্ব্বোধ লেভিনস্কিটার আবার কি জরুরি কাজ? সে যেভাবে দরজায় ধাক্কা দিতেছিল—তাহা শুনিলে মরা মানুষও জাগিয়া উঠে!"

সার্জি দ্বার খুলিয়া দিলে একটি যুবক সেই আড্ডায় প্রবেশ করিল। এই যুবক পাঠক পাঠিকাগণের অপরিচিত নহে; রাজা পঞ্চম কার্লকে হত্যা করিতে গিয়া রফ হ্যান্সনের পিস্তলের গুলীতে তাহার হাত ফুটা হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে বিদ্রোহী সারোভিয়ানগণের সাহায্যে পুলিশের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিল। লেভিনস্কি ভিতরে প্রবেশ করিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সভ্যগণের মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর উত্তেজিত স্বরে বলিল, "বন্ধুগণ, তোমরা সতর্ক থাক, আমরা প্রতারিত হইয়াছি।"

লেভিনস্কির কথায় সভাস্থলে মৃদু গুঞ্জন-ধ্বনি আরম্ভ হইল; অবশেষে কারিলফ বলিল, "লেভিনস্কি, তুমি এ কি মূর্খের মত কথা বলিতেছ?—তুমি কি নেশা করিয়া আসিয়াছ?"

লেভিনস্কি বলিল, "নেশা! নেশাখোরের মত কি কথা বলিলাম?—আমি যে কথা বলিলাম তাহার অব্যর্থ প্রমাণ বর্ত্তমান। আমাদের এই সভায় একজন

ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ ছদ্মবেশে প্রবেশ করিয়াছে! আজ রাত্রে কাফে নইরে আয়ার-লেফের সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল, সে—"

রেড রোজা ঘৃণাভরে নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া, লেভিনস্কির কথায় বাধা দিয়া বলিল, "সেই কুকুরটার কথা বলিতেছ?—তোমার বন্ধু-বাছাই করিবার শক্তি প্রশংসনীয় বটে! যেমন তুমি—সে-ও সেই রকম!—সে চোর।"

লেভিনস্কি সক্রোধে বলিল, "থাম গো মেয়ে-মানুষটি! পরের সম্পত্তি সম্বন্ধে আয়ারলেফের ধারণা কিঞ্চিৎ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু সে জন্য তাহার দোষ দিতে পার না। সে কেবল ধনাঢ্য লোকেরই অর্থ অপহরণ করে। কেনই বা না করিবে? গত রাত্রে সে রু-রোমার একখানি বাড়ীতে গোপনে প্রবেশ করিয়া কি দেখিতে পাইয়াছিল জান?"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সে পকেট হইতে কৃষ্ণবর্ণ একটি ক্ষুদ্র বাক্স বাহির করিল, এবং তাহা উচু করিয়া ধরিয়া, দাঁত বাহির করিয়া হাসিয়া বলিল, "হাঁ, আমাদের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির কোন বিশিষ্ট সভ্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া সে তাহার বিছানার গদীর নীচে রাজনীতিক রহস্য-সংক্রান্ত কতকগুলি কাগজ এবং একখানি ফটো পাইয়াছিল। এই ফটোখানি যাহার, তাহার নাম কাপ্তেন আর্থর ক্রে। সে বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের প্রসিদ্ধ কর্ম্মচারী!"

সারনফ অধীর স্বরে চিৎকার করিয়া বলিল, "কি! তোমার একথা সত্য? শীঘ্র বল কে সেই ছদ্মবেশী বিশ্বাসঘাতক?"

সাজি সক্রোধে বলিল, "খুন কর, তাহাকে হত্যা কর। সে যেন আর এক দিনও জীবিত না থাকে।"

লেভিনস্কি দৃঢ়স্বরে বলিল, "হত্যা? হাঁ, আমিই স্বহস্তে সেই কুকুরটাকে হত্যা করিব। কারিলফ, তুমিই সেই কুকুর—ছদ্মবেশী ক্রে! আমার এই গুলীতেই তুমি নিপাত যাও।"

দুড়ুম শব্দে লেভিনস্কির পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল।

পিস্তলের মুখ হইতে ধূমাগ্নি নিঃসারিত হইতে দেখিয়া রেড রোজা কাতরকণ্ঠে চিৎকার করিয়া বলিল, "কে? কারিলফ!"

"হাঁ, কারিলফ্। যে—"

লেভিনস্কির কথা শেষ হইতে না হইতেই 'ডুড়ুম' 'ডুড়ুম' শব্দে পিস্তলের আওয়াজ হইল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষের ল্যাম্প দুইটি সহস্র খণ্ডে চূর্ণ হইল; এবং সেই অগ্নি মেঝের উপর পড়িয়া সুলোহিত লোল-জিহ্বা চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত করিল। অগ্নির লোহিতালোক বিপ্লববাদীগণের উত্তেজনা-চঞ্চল মুখে প্রতিফলিত হওয়ায় তাহাদের মুখ পিশাচের মুখের ন্যায় প্রতীয়মান হইল।

মসিয়ে বন্‌টেম ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "সারনফ, আর বিলম্ব করিলে চলিবে না। কারিলফ্ নিহত হইয়াছে, শীঘ্র পলায়ন না করিলে আমাদের রক্ষা নাই"

অগ্নিরাশিতে রেড রোজার একখানি হাত দগ্ধ হইল। সে কাতর স্বরে আর্ত্তনাদ করিতে করিতে সেই অগ্নিময় কক্ষ পরিত্যাগ করিল। সারনফ ও অন্য তিন জন বিপ্লববাদী তাহার পশ্চাতে সেই কক্ষের বাহিরে আসিল। অগ্নিরাশি কক্ষস্থিত পুরু পর্দ্দাগুলি ও অন্যান্য আসবাব-পত্র দগ্ধ করিতে লাগিল। ধূমে আকাশের বহু দূর পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হইল।

মসিয়ে বন্‌টেম বিকলাঙ্গ সাজিকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া, ধূম ও অগ্নিশিখার ভিতর হইতে পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সারনফ্ হতবুদ্ধি হইয়া সেই জ্বলন্ত গৃহের দিকে চাহিয়া রহিল। মসিয়ে বন্‌টেম সাজিকে সারনফের নিকট লইয়া গিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ইহাকে ধরুন মহাশয়! ঘরে আরও অনেকে আছে—তাহাদিগকেও উদ্ধার করিতে হইবে।—এখন হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কোন ফল নাই।"

সারনফ্ বলিল, "আপনিই বা কিরূপ বুদ্ধিমানের মত কাজ করিতে যাইতেছেন? ঐ বেড়া আগুনের ভিতর হইতে অন্য সকলকে উদ্ধারের চেষ্টা করিলে আপনার প্রাণরক্ষা হইবে না। আপনি চলিয়া আসুন, ওরকম পাগলামী করিবেন না।"

মসিয়ে বনটেম সারনফের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দ্রুতবেগে সেই অগ্নি-স্রোতের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি তাড়াতাড়ি একখানি রুমাল দিয়া নাক ঢাকিলেন, তাহার পর নিশ্বাস-রোধকারী নিবিড় ধূমরাশির অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

মসিয়ে বনটেম রুদ্ধ নিশ্বাসে ব্যাকুল স্বরে ডাকিলেন, "কারিলফ ! কারিলফ ! তুমি কোথায় ?"

অদূরবর্ত্তী একটি কক্ষের অভ্যন্তর হইতে সে অস্ফুটস্বরে সাড়া দিল। মসিয়ে বনটেমের ছাঁটা-দাড়ি ভাসাইয়া তখন ঘর্ম্মের স্রোত বহিতেছিল ; কিন্তু তিনি মুহূর্ত্ত-মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া সেই প্রজ্জ্বলিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন। সেই সময় অগ্নিরাশি শত শত লোহিত জিহ্বা প্রসারিত করিয়া বিকট গর্জ্জনে লাফাইতে লাফাইতে সেই কক্ষের সমুদয় আসবাব-পত্র লেহন করিতেছিল। প্রায় দশ ফিট উচ্চ অগ্নির একটি পর্দ্দা যেন মসিয়ে বনটেমকে আচ্ছাদিত করিতে উদ্যত হইল !

মসিয়ে বনটেম ইংরাজী ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ক্রে ! কোথায় তুমি ক্রে ?"

সেই অগ্নিময় কক্ষের মেঝে হইতে ক্রে ক্ষীণস্বরে বলিল, "আমি এই কক্ষের মেঝের উপর পড়িয়া আছি। শীঘ্র আমাকে বাহিরে লইয়া যাও, নতুবা আমার—আমার আর উদ্ধার নাই।"

মসিয়ে বনটেম নিবিড় ধূমরাশি ভেদ করিয়া চলিতে অসমর্থ হইলেন ; তখন তিনি অগত্যা হামাগুড়ি দিয়া, শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ ধরাশায়ী কোন ব্যক্তির পরিচ্ছদের এক প্রান্ত তাঁহার হাতে ঠেকিল। তিনি তৎক্ষণাৎ হাত বাড়াইয়া একটি অসাড় দেহ ক্রোড়ের কাছে টানিয়া লইলেন।—ইহা পূর্ব্বোক্ত কারিলফের দেহ।

কারিলফ বলিল. "আমাকে রাখিয়া যাও। কুকুর লেভিনস্কিটাই আমাকে এখানে লইয়া আসিয়াছিল।"—অতঃপর সে বক্ষঃস্থলে হস্তস্থাপন করিয়া শোণিতলিপ্ত হাতখানি মসিয়ে বনটেমের সম্মুখে উচু করিয়া ধরিল, এবং স্খলিত-স্বরে বলিল. "হাঁ, আমাকে এখানে আনিয়া আমার কি দুর্দ্দশা করিয়াছে—চাহিয়া দেখ। আমাকে লইয়া কোথায় যাইবে ?"

মসিয়ে বনটেম বলিলেন, "আমার হাত ধরিয়া থাক, তাহা হইলে তোমাকে কোনরকমে এখান হইতে বাহিরে লইয়া যাইতে পারিব। এখানে পড়িয়া থাকিয়া পুড়িয়া মরিয়া ফল কি ?"

মসিয়ে বনটেম কারিলফকে তুলিয়া লইয়া কাঁধে ফেলিলেন, তাহার পর সম্মুখে অগ্রসর হইতে গিয়া দেখিলেন—সম্মুখের দ্বার দিয়া বাহির হইবার উপায় নাই ; দ্বার তখন দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল।

কারিলফ্ মসিয়ে বনটেমের সঙ্কট লক্ষ্য করিয়া বলিল, "ও পথ রুদ্ধ, কিন্তু পশ্চাতের পর্দ্দার আড়ালে খিড়কি-দ্বার (back entrance) দেখিতে পাইবে ; চেষ্টা করিলে তুমি সেই দ্বার দিয়া—"

বনটেম তখন অগ্নির প্রচণ্ড তেজে হাঁপাইতেছিলেন ; তাঁহার চক্ষু জ্বালা করিতেছিল। চতুর্দ্দিক অন্ধকারাবৃত ; ধূমে তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইতেছিল। তিনি সম্মুখের দ্বার অগ্নিময় দেখিয়া কারিলফ্-নির্দ্দিষ্ট পর্দ্দার অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সেই পর্দ্দার অন্তরালে একটি ক্ষুদ্র দ্বার ছিল। মসিয়ে বন্‌টেম কারিলফ্‌কে কাঁধে লইয়া সেই দ্বার অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিলেন। দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া তিনি তাহার মরিচাধরা অর্গলটি সবলে আকর্ষণ করিলেন ; মুহূর্ত্তে সশব্দে দ্বার খুলিয়া গেল। সুশীতল নৈশ সমীরণ-প্রবাহ তাঁহার চোখে মুখে সঞ্চালিত হওয়ায় তাঁহার মৃতপ্রায় দেহে যেন নবজীবনের সঞ্চার হইল। তিনি সেই পথে একটি অপ্রশস্ত আঙ্গিনায় প্রবেশ করিলেন।

মসিয়ে বন্‌টেম আহত কারিলফকে ধীরে ধীরে তাঁহার স্কন্ধ হইতে সেই স্থানে নামাইয়া তাহাকে বলিলেন, "আমরা বাঁচিয়া গিয়াছি ! তোমার আর কোন ভয় নাই ক্রে ! এখন স্ফূর্ত্তি কর। আমার বিশ্বাস আমাদের সহযোগীবর্গ এই সুযোগে বহু দূরে প্রস্থান করিয়াছে। উহারা নিরাপদ হইবার জন্য কিরূপ ব্যস্ত হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।"

কারিলফ্ তাহার জীবন-রক্ষকের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিল, তুমি কে ? "তুমি নিশ্চয়ই মসিয়ে বন্‌টেম নহ ; আমি জানি প্যারিসে সংপ্রতি সে পাঁচ বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে।"

বন্‌টেম নামধারী লোকটি বলিলেন, "আমি তাহাদেরই দলভুক্ত—যাহারা

'হুকুম-তামিল দলে'র ('they who must be obeyed') সেবক। বৃটীশ গোয়েন্দা বিভাগে আমি ১৩ নম্বর বলিয়া পরিচিত।"

কারিলফ্—এই ছদ্মনামধারী কাপ্তেন ক্রে ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বড়ই অদ্ভুত কাণ্ড! লেভিনস্কি আমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছিল—ইহা আমার পরম দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমার এ কথা সত্য নহে কি? যাহা হউক, আপনার নামটি জানিবার জন্য আমার বড়ই আগ্রহ হইয়াছে।—কিন্তু আমার এই আগ্রহ পূর্ণ করিয়াই বা লাভ কি? আমার কাল পূর্ণ হইয়াছে। হাঁ, আমার সময় শেষ হইয়াছে; আমি ত চলিলাম, কিন্তু তাহাদের বলিবেন, আমি যে ভার গ্রহণ করিয়াছিলাম তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। ১৩নং আপনি? হাঁ বুঝিয়াছি আপনিই বোধ হয় সিরিও; কিন্তু উহারা আপনাকে সন্দেহ করিতে পারে নাই। আপনি আপনার কার্য্য অসম্পন্ন রাখিবেন না; তবে আমার দুঃখ এই যে, আপনার প্রকৃত নাম জানিতে পারিলাম না। আপনার মুখ আমার অপরিচিত নহে; হাঁ, চেনা মুখই বটে!"—কাপ্তেন ক্রে ওরফে কারিলফ্ মৃত্যুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাহার উদ্ধার কর্ত্তার মুখের দিকে চাহিল।

মসিয়ে বনটেম্ অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "আমি ব্লেক—রবার্ট ব্লেক।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া মরণাহত গোয়েন্দা বাম বাহু-মূলে ভর দিয়া একবার মাথা তুলিল, এবং আর একবার বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

মিঃ ব্লেক তাহার মুখের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "আমার নাম শুনিয়া কি বিস্মিত হইয়াছ?"

কারিলফ্ বলিল, "আপনিই মিঃ ব্লেক! রবার্ট ব্লেক, এ যুদ্ধে আপনার জয় অপরিহার্য্য! আপনি এই ভার গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বড়ই আনন্দের বিষয়।"

কারিলফ্ অর্থাৎ কাপ্তেন আর্থর ক্রে তাহার স্বদেশবাসীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া প্রশান্ত চিত্তে শান্তিধামে প্রস্থান করিল।

তৃতীয় তরঙ্গ

বামন টনি

তখন বেলা দশটা। সারোভিয়া-রাজধানী ক্রাকভের 'হোটেল ওরিয়েণ্টাল' নামক প্রসিদ্ধ হোটেলের সুপ্রশস্ত বারান্দা তখন প্রভাত-সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ-ধারায় পরিপ্লাবিত। হোটেলের নিম্নভাগ তখন জনকোলাহল-মুখরিত। হোটেলের সম্মুখভাগে একটি অস্থায়ী তোরণ নির্ম্মিত হইতেছিল। সেই তোরণ সুসজ্জিত করিবার জন্য মিস্ত্রীরা হাতুড়ী ঠুকিয়া কাঠের ফ্রেমে পেরেক বসাইতেছিল। তাহাদের হাতুড়ীর আঘাতের সহিত হোটেলবাসী বহুব্যক্তির কণ্ঠধ্বনি একত্র মিশিয়া যেরূপ কলরোল উঠিতেছিল, তাহা অন্য সময় সেখানে শুনিতে পাওয়া যাইত না। এই উৎসব-তোরণের কারণ—সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্লের সহিত রাজ-নন্দিনী পেট্রোভার অচিরসম্ভাবিত বিবাহ। রাজার বিবাহের আর অধিক বিলম্ব নাই, এজন্য সারোভিয়া-রাজধানীর সর্ব্বত্র উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু নীলবর্ণ ট্রাউজার ও শুভ্র কোটধারী যে কৃষ্ণাঙ্গ লোকটি ব্যস্তভাবে ওরিয়েণ্টাল হোটেলের দেউড়ির দিকে অগ্রসর হইতেছিল, হোটেলের সম্মুখবর্ত্তী সেই উৎসব-তোরণের দিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না।

এই লোকটির কাল মুখ দুশ্চিন্তায় মলিন হইয়া উঠিয়াছিল ;—সে যে সঙ্কল্প স্থির করিয়া সেই হোটেলে আসিতেছিল—সেই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করা কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা বুঝিয়া সে অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল। সে সেই হোটেলের বারান্দায় উঠিয়া চঞ্চল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিতে লাগিল। অবশেষে সে এক জন দীর্ঘদেহ বিশালবপু আমেরিকানকে বারান্দার এক কোণে উপবিষ্ট দেখিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল, এবং সেই ভদ্রলোকটিকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহাশয়, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।"

ভদ্রলোকটি আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমার সঙ্গে তোমার কথা আছে? তোমার মুখ চেনা বলিয়াই মনে হইতেছে; কিন্তু ঠিক চিনিতে পারিতেছি না। এখানে এক জন মাত্র নিগ্রোর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। তাহার নাম—"

আগন্তুক বলিল, "হানিবল নাপোলিয়ন ব্যাং। আমিই সেই ব্যাং—যাহাকে লইয়া সেদিন রাত্রে লোরেঞ্জোতে উইলিয়ম টেলের অভিনয় করিয়াছিলেন। আমি আপনার মুখ ভুলি নাই। আপনিই ত মিঃ রফ হ্যান্‌সন—যাঁহার পিস্তলের গুলী ছুঁচের ছিদ্রের ভিতর দিয়া পথ করিয়া লয়?"

মিঃ রফ হ্যান্‌সন বলিলেন, "বটে বটে, তুমিই ব্যাং—এ বিষয়ে আর আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু এই অসময়ে তুমি এখানে কেন? আর আমার সঙ্গে তোমার কি কথাই বা থাকিতে পারে?"

মিঃ রফ হ্যান্‌সন ও হানিবল নাপোলিয়ন ব্যাংএর পরিচয় পাঠকগণের অজ্ঞাত নহে; 'চার-দুনোর চাতুরী'তে তাহাদের কথঞ্চিৎ কার্য্যবিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্যাং নিগ্রো যুবক, মুষ্টিযুদ্ধের ও বাহুবলের খেলা দেখাইয়া নানা ক্রীড়া-প্রদর্শনীতে সে অর্থোপার্জ্জন করিত; অবশেষে ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকা মিত্রপক্ষাবলম্বন করিয়া যখন যুদ্ধক্ষেত্রে অবতরণ করে—তখন আমেরিকা হইতে কয়েক দল কৃষ্ণাঙ্গ (coloured) সৈনিক জর্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। ব্যাং এই সৈন্যদলে প্রবেশ করিয়া আমেরিকা হইতে ফ্রান্সে উপস্থিত হইয়াছিল; জর্ম্মানীর বিরুদ্ধে সে কোন কোন স্থলে যুদ্ধ করিয়াছিল।

যুদ্ধাবসানে ব্যাংকে সৈনিকের ব্রত পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু সৈনিকের বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তাহার দারিদ্র-দুঃখ দূর হয় নাই। সে স্বদেশ-প্রত্যাগমনের জন্য পাথেয় সঞ্চয় করিতে না পারায় ইউরোপের নানা স্থানে নানা কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিল; অবশেষে সে ক্রাকভ নগরে আসিয়া কাফে লোরেঞ্জোতে আর্দ্দালীর চাকরী গ্রহণ করে। এইস্থানে মিঃ রফ হ্যানসনের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছিল। রফ হ্যানসন ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া

এই সময় ক্রাকিভে আসিয়াছিলেন, তাহা অধিকাংশ পাঠকের সুবিদিত ; এই জন্য এখানে সেই কাহিনীর পুনরবতারণা নিষ্প্রয়োজন।

ব্যাং স্বদেশে প্রত্যাগমনের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। সে স্বদেশ হইতে বহুদিন পূর্ব্বে ইউরোপে আসিয়াছিল ; কিন্তু ইউরোপের নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াও সে কোন স্থানে স্বদেশের সুখ ও আনন্দ লাভ করিতে পারে নাই। দুই রাত্রি পূর্ব্বে কাফে লোরেঞ্জোতে রফ হ্যান্‌সনের সহিত তাহার পরিচয় হওয়ায় সে তাঁহার অনুকম্পা ও সহানুভূতি লাভ করিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিল, এবং মিঃ হ্যানসনও সেই স্বদেশীয় কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি সদয় হইয়াছিলেন।—এই জন্যই ব্যাং হোটেল ওরিয়েন্টালে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে সাহসী হইয়াছিল।

ব্যাংকে নিস্তব্ধ ভাবে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "তোমার মতলব কি ব্যাং ?—কি উদ্দেশ্যে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছ খুলিয়া বল।"

ব্যাং বলিল, "কথা আর কি ? তবে আপনি সেদিন দয়া করিয়া আমাকে যে কুড়ি ডলার পুরস্কার দিয়াছিলেন—তাহা আমি আপনার অনুগ্রহের স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছি। কিন্তু—কিন্তু—"

ব্যাং যে কথা বলিবার জন্য তাঁহার নিকট আসিয়াছিল, যে কথা বলিবার আশায় সে মনে মনে শত বার আবৃত্তি করিয়াছিল, সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে তাহার সাহস হইল না। সে কি ভাবে মিঃ হ্যানসনের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করিবে—তাহা স্থির করিতে পারিল না। সে কাতর ভাবে মিঃ হ্যানসনের মুখের দিকে চাহিয়া ঘামিতে লাগিল ; অবশেষে অনেক চেষ্টায় বলিল, "কথা এই যে মিষ্টার হ্যান্‌সন, দেশে যাইবার জন্য আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "কিন্তু আমি তোমার সেই ইচ্ছায় বাধা দিয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না ব্যাং ! তুমি অনায়াসে দেশে যাইতে পার, আমার সম্মতি প্রার্থনা নিষ্প্রয়োজন।"

ব্যাং বলিল, "আমার ও কথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি দেশে যাইবার সময় একজন চাকর সঙ্গে লইবেন না ?"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "চাকর সঙ্গে লইব! কেন? আমি কি চিররোগী, খোঁড়া না অন্ধ?—তবে কি জন্য একটা চাকর লেজে বাঁধিয়া সাগর ডিঙ্গাইব?"

ব্যাং বলিল, "কিন্তু কোন কানা খোঁড়াও আমার মত আটপিঠে চাকর জুটাইতে পারে না। আমি কেবল চাকরের কাজেই সুদক্ষ এরূপ নহি, আমি বিচক্ষণ বাবুর্চ্চি। ঘোড়ার সহিসী বলুন, গাড়ীর কোচোয়ানী বলুন, মোটর-কারের সোফেয়ারী বলুন, এমন কি, মদের গুদামের ভাণ্ডারীগিরি পর্য্যন্ত কোন কাজ আমার বাধে না; অধিক কি, আমি গরু দুইতে ও শুয়োর চরাইতেও জানি। আর যদি ভার বহিবার কথা বলেন, তাহা হইলে দুই হাতে দুই মন বোঝা কাঁধে তুলিয়া লইয়া তিন মাইল দৌড়াইতে পারি।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "তোমার কথাই আমি সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম; কিন্তু এবার দেশে ফিরিবার সময় কাহাকেও সঙ্গে লইবার আমার প্রয়োজন হইবে না।"

ব্যাং বলিল, "দেখুন মিঃ হ্যান্‌সন, আমার হাতে কিছু টাকা আছে—তাহাতেই আমার নিজের খরচ চালাইতে পারিব। আমি আপনার নিকট বেতন বা খোরাকী চাহি না। আমি আপনার চাকর হইয়া নিউইয়র্কে যাইব, আপনি কেবল আমার জাহাজ ভাড়াটা দিলেই চলিবে।"

মিঃ হ্যান্‌সন কোনও কথা না বলিয়া নিস্তব্ধভাবে ধূমপান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আকার প্রকারে-সহৃদয়তার চিহ্নমাত্র না থাকিলেও তাঁহার হৃদয়ে দয়ার অভাব ছিল না। ব্যাংএর কাতরতা তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিল। তিনি ভাবিলেন—যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া তিনি সারোভিয়া-রাজধানীতে আসিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল, পদে পদে তাঁহার বিপন্ন হইবার আশঙ্কা ছিল; এ অবস্থায় ব্যাংএর মত কাজের লোক তাঁহার পরিচারক নিযুক্ত হইলে—সে কি নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবে না?

কয়েক মিনিট চিন্তার পর মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "দেখ ব্যাং, তোমার মনের কথা কি তাহা আমি ঠিক জানি না। যদি আমার সঙ্গে কোন রকম চালাকি করা তোমার উদ্দেশ্য হয়—তাহা হইলে আমি তোমার পিঠে চামড়া রাখিব না;

কিন্তু যদি তুমি সত্যই দেশে যাইবার জন্য উৎসুক হইয়া থাক—তাহা হইলে আমি তোমাকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সম্মত আছি। তুমি আমার জুতা-জোড়াটা বুরুস করিয়া দাও, দেখি এ কাজে তুমি কেমন দক্ষ।"

ব্যাং মিঃ হ্যান্সনের প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া জুতা বুরুস করিয়া দিল।

মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "হাঁ তোমার কাজে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি।"

ব্যাং বলিল, "সকল কাজেই আমি আপনাকে এই ভাবে সন্তুষ্ট করিতে পারিব। আমাকে চাকর রাখিতে আপনার আপত্তি হইবে না ত ?"

মিঃ হ্যান্সন মনে মনে বলিলেন, "আমাকে যত দিন এ দেশে থাকিতে হইবে, তত দিন এ লোকটা আমার কাজে লাগিবে বলিয়াই মনে হইতেছে।"—কিন্তু তিনি তাঁহার মনের ভাব প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই একখানি হস্ত তাঁহার স্কন্ধ স্পর্শ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মিঃ হ্যান্সন শুনিতে পাইলেন, "বেশ মজার লোক ত তুমি রফ ! এখানে কি করিতেছ বল।"

মিঃ হ্যান্সন সবিস্ময়ে পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেই, তাঁহার ইংরাজ বন্ধু লণ্ডনের 'ডেলি রেডিও'র বিশেষ সংবাদদাতা স্প্যালাস্ পেজকে দেখিতে পাইলেন।

মিঃ হ্যান্সন ব্যাংকে তাঁহার ঘরে পাঠাইয়া মিঃ পেজকে বলিলেন, "তুমি ? পেজ তুমি এখানে ! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি ? তুমি কি মতলবে হঠাৎ এখানে আসিয়া পড়িয়াছ—তাহাই আগে বল শুনি। এ কি রকম তামাসা ?"

মিঃ হ্যান্সন কয়েক বার লণ্ডনে গিয়াছিলেন। সেই সময় মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব উপলক্ষে স্প্যালাস্ পেজের সহিতও তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের সেই পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছিল। স্প্যালাস্ পেজ মিঃ হ্যান্সনের পক্ষপাতী ছিলেন, এবং দুই তিন বার বিপদে পড়িয়া তাঁহারই সহায়তায় বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি মিঃ হ্যান্সনকে দুর্দ্দিনের বন্ধু মনে করিতেন।

মিঃ পেজ বলিলেন, "আজ সকালে এরোপ্লেনে এখানে আসিয়াছি। মিঃ বি—আমাকে বে-তারে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সংবাদ বোধ হয় তোমার নিকট প্রকাশ করেন নাই।"

মিঃ হ্যান্সন হাসিয়া বলিলেন, "ভাগাড়ে গরু মরিলে শকুনের নিকট সে সংবাদ গোপন থাকে না। তিনি শিকারের লোভেই এখানে আসিয়াছেন; শিকারও বোধ হয় ভালই জুটিবে। গত রাত্রে তিনি উৎসবের কিঞ্চিৎ গন্ধও পাইয়াছেন বোধ হয়। সম্ভবতঃ এখন তিনি তাঁহার শয়ন-কক্ষে ঘুমাইতেছেন।"

"নমস্কার, মহাশয়গণ!"—পশ্চাৎ হইতে কে ফরাসী ভাষায় এই কথা বলিবামাত্র মিঃ পেজ সেই দিকে চাহিয়া মসিয়ে বন্‌টেমের শ্মশ্রুল মুখ দেখিতে পাইলেন।

রফ্‌ হ্যান্সন চুম্‌কুড়ি ছাড়িয়া বলিলেন, "আমার বন্ধু মসিয়ে বন্‌টেমের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।"—তিনি একটা মক্ষিকাকে কানের কাছে গুঞ্জন করিতে দেখিয়া গজ-দন্তের হাতলওয়ালা (ivory hanndled) লাঠী আস্ফালন করিলেন; সেই এক লাঠীতেই মক্ষিকার পতঙ্গলীলার অবসান! (terminated the insect's existence) মসিয়ে বন্‌টেম মিঃ পেজের মুখের ভ্যাবাচ্যাকা ভাব (puzzled expression) দেখিয়া অত্যন্ত কৌতুক বোধ করিলেন, এবং উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ইংরাজী ভাষায় নিম্নস্বরে বলিলেন, "পেজ আসিয়াছ? তাহা হইলে তুমি আমার বে-তারের সংবাদ ঠিক সময়েই পাইয়াছিলে?—ঐ যে তোমার পকেটে একখান খবরের কাগজের ভাঁজ দেখিতে পাইতেছি। ও কি তোমাদের 'ডেলি রেডিও'? টাট্‌কা কাগজ না কি? নূতন সংবাদ কিছু বাহির হইয়াছে?"

মিঃ পেজ সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! আপনি ব্লেক? খাঁটী ফরাসী মসিয়ে বন্‌টেম কি না ডিটেক্‌টিভ রবার্ট ব্লেক! এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার!"

মিঃ ব্লেক মিঃ পেজের কথা শুনিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, এবং মিঃ হ্যান্সন তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হাস্যোদ্দীপক মুখভঙ্গি করিলেন।

মিঃ ব্লেক মিঃ পেজকে বলিলেন, "আসিয়াছ দেখিতেছি, কোথায় আছ?"

মিঃ পেজ বলিলেন, "সারোনিয়ায়। আপনিই আমাকে এখানে আসিতে বলিয়াছিলেন, এবং—"

মিঃ ব্লেক নিম্নস্বরে বলিলেন, "আস্তে, অত জোরে কথা বলিও না। রফ, চল তোমার ঘরে যাই। তোমার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরামর্শ আছে, শীঘ্রই তাহা শেষ

করিতে পারিব। শত্রুপক্ষ আমাদিগকে যদি কোন কারণে সন্দেহ করে তবে তাহার ফল সাংঘাতিক হইবে।"

অতঃপর তাঁহারা তিনজনে রফ হ্যান্সনের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেই সময় মিঃ হ্যান্সন তাঁহার বন্ধুদ্বয়কে জানাইলেন তিনি হানিবল নেপোলিয়ম ব্যাং নামক স্বদেশীয় নিগ্রোকে ভৃত্য নিযুক্ত করিয়াছেন। মিঃ হ্যান্সন, মিঃ ব্লেক ও পেজকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিলে ব্যাং তাঁহাদিগকে সসম্মানে অভিবাদন করিল।

মিঃ হ্যান্সন ব্যাংকে বলিলেন, "আমাদিগকে তিন গ্লাস পানীয় দিয়া তুমি ঘণ্টাখানেকের জন্য বাহিরে যাও। এক ঘণ্টা তোমার ছুটা।"

ব্যাং তাঁহার আদেশ পালন করিল। মিঃ ব্লেক তাঁহার সঙ্গীদ্বয়কে বলিলেন, "চার-দুনো দলের বিরুদ্ধে আমাদের যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার শেষ কোথায় এখনও বুঝিতে পারিতেছি না; কিন্তু এখন আমরা অত্যন্ত সঙ্কটজনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছি। এখন যদি আমরা জয় লাভ করিতে না পারি—তাহা হইলে আমাদের পরাজয় সুনিশ্চিত; সুতরাং আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে কার্য্য-ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।"

মিঃ পেজ একটা চুরুট ধরাইয়া-লইয়া বলিলেন, "আপনি জয় লাভের জন্য কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; অবস্থা অত্যন্ত জটিল বলিয়াই আমার মনে হইতেছে।"

মিঃ রফ হ্যান্সন বলিলেন, "পেজকে আপনি সকল কথা খুলিয়া বলুন।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চার-দুনোর দল কিরূপ চাতুরী করিয়া ফাঁসির আসামী কারুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল তাহা পেজ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে; তোমাকেও সে কথা বলিয়াছি রফ্! সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। উহারা কি উদ্দেশ্যে কারুর প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল, এখানে আসিয়া তাহা জানিতে পারিয়াছি। ('চার-দুনোর চাতুরী' দ্রষ্টব্য।) সারোভিয়া-রাজধানীতে রফ হ্যান্সনের আগমন দৈবের বিধান বলিয়াই আমার মনে হয়। আমেরিকার নিউ ইয়র্ক ও চিকাগো নগরে নরহন্তা দস্যু দলের অনুষ্ঠিত যে গুপ্ত হত্যার তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে,

তাহার সহিত ক্রাকভের কি সম্বন্ধ তাহা আবিষ্কার করিবার উদ্দেশ্যেই রফ হ্যান্‌সন এখানে আসিয়াছেন।

"হ্যানসন আমার ন্যায় গোয়েন্দাগিরি করিয়া ও টেকার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া বুঝিতে পারিয়াছেন নিউ ইয়র্ক ও চিকাগোর গুপ্ত হত্যাকাণ্ডগুলির সহিত এই চার-তুনো দলের সম্বন্ধ আছে। রফ তিন দিন পূর্ব্বে কাফে লোরেঞ্জোতে এক জন বিপ্লববাদীর কবল হইতে রাজা কার্লের প্রাণরক্ষা করেন। এই ব্যাপারে রফ লক্ষ্যভেদের যে দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে রাজা কার্ল বিস্মিত ও সন্তুষ্ট হইয়া উঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল।

"আমি চার-তুনো দলের লণ্ডনস্থ প্রধান আড্ডা ভাঙ্গিয়া দিলে, টেকা সদলে লণ্ডন হইতে অদৃশ্য হয়। আমি বুঝিতে পারিলাম—সে ক্রাকভে আসিয়া আড্ডা করিয়াছে। এই জন্যই আমি স্মিথকে লইয়া ক্রাকভে উপস্থিত হইলাম। আমার পরামর্শেই রফ চার-তুনো দলের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। উনি রাজার প্রাণরক্ষা করায় তাহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছেন। রফ চার-তুনো দলের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উহাদের সকল গুপ্ত কথাই আমি জানিতে পারিব।"

মিঃ হ্যানসন বলিলেন, "হাঁ, আমি উহাদের দলভুক্ত হইয়াছি; আমাকে উহাদের সকল নিয়ম মানিয়া চলিতে হইতেছে। যদি শেষরক্ষা করিতে পারি—তাহা হইলেই উহাদের দলে যোগদান করা সার্থক হইবে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কিন্তু আমাকে উহারা আর সন্দেহ করিতে পারিবে না; কারণ উহারা সকলেই জানে আমার মৃত্যু হইয়াছে। এখন উহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছে।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "হাঁ, আজ আপনার মৃতদেহ সমাহিত হইবার কথা। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স সেই ভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমি সংবাদপত্র সমূহে সংবাদ দিয়া আসিয়াছি—বিনা-আড়ম্বরে এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে; সাধারণের ইহাতে যোগদান বাঞ্ছনীয় নহে। এমন কি, সমাধির উপর ফুলের মালা প্রভৃতি স্থাপনও নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, আমি ঐরূপই বলিয়াছিলাম। স্মিথকে আমি

এরোপ্লেনে কাল লণ্ডনে পাঠাইয়াছি ; সে ও কুটস ভিন্ন অন্য কেহ সমাধি-ক্ষেত্রে শোক প্রকাশের জন্য উপস্থিত থাকিবে না। সমাধির সকল অনুষ্ঠান গোপনেই শেষ করা বাঞ্ছনীয়। আমি জীবিত আছি, এ সন্দেহ যেন কোন কারণে টেঙ্কার মনে স্থান না পায়। তোমরা জান টেঙ্কাকে সাধারণ দস্যুর ন্যায় গ্রেপ্তার করা অসম্ভব। সে এই স্বাধীন রাজ্যের নরপতি, এজন্য দণ্ডবিধি আইনের সাহায্যে তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার উপায় নাই; কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহাকে রাজমর্য্যাদার উচ্চ শিখর হইতে টানিয়া আনিয়া, জনসাধারণের সমশ্রেণীতে নামাইয়া ফেলিব; তাহার পর তাহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া কারাগারে পাঠাইব। এজন্য যদি আমাকে সারাজীবন যুদ্ধ করিতে হয়—তাহাতেও বিরত হইব না।

"আমার এই সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য আমি এখানে আসিয়া বিপ্লববাদীদের দলে যোগদান করিয়াছি। সারোভিয়ায় যদি প্রজাবিপ্লব আরম্ভ হয়—তাহা হইলে তাহা আমার সঙ্কল্পসিদ্ধির অনুকূল হইবে। সারোভিয়ার প্রজাসাধারণ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। রাজতন্ত্র ও জনসভা কলুষিত হইয়াছে; তাহাতে দুর্নীতির স্রোত বহিতেছে। অন্য দিকে বিপ্লববাদীরাও নানাপ্রকার দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহারা কি চাহে—তাহা জানে না, তাহাদের ধারণা রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিলেই তাহাদের সকল আশা পূর্ণ হইবে; কিন্তু ভবিষ্যতে কি উপায়ে রাজ্য শাসিত হইবে—সে চিন্তা প্রায় কাহারও মনে উদিত হয় নাই। তাহাদিগকে বিধ্বংশবাদী (annahilationalist) ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?—তাহারা বোমা ফাটাইয়া ও কামান দাগিয়া প্রচলিত শাসনপ্রণালী বিধ্বস্ত করিবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভাঙ্গিতে পারিবে বটে, কিন্তু গঠন করিতে পারিবে না। যাহাদের গঠন-শক্তি নাই, তাহারা কেবল ধ্বংশ-শক্তির সাহায্যে রাজ্য রক্ষা করিতে পারে না। তাহাদের কার্য্যে ও দস্যুর কার্য্যে কোন প্রভেদ নাই। প্যারিসের পুলিশ ফরাসী বিপ্লববাদী জুলি বন্‌টেমকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। আমি জানিতে পারিয়াছি জুলি বন্‌টেমের পরামর্শেই এদেশের বিপ্লববাদীরা পরিচালিত হইতেছিল। আমি প্যারিসের পুলিশের সহিত পরামর্শ করিয়া জুলি বন্‌টেমের গ্রেপ্তারের সংবাদ গোপন

রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছি, এবং স্বয়ং বন্‌টেমের ছদ্মবেশে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।

"এদেশে বনটেমের বিস্তর অনুচর বিপ্লববাদের সমর্থন করিতেছে; বন্‌টেম মনে করিয়া তাহারা আমাকে তাহাদের দলে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা আমার সহযোগিতা লাভ করিয়া অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছে। আমি বিপ্লববাদীদের গুপ্ত সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "আপনি এদেশে আসিয়া যে খেলা আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত বিপজ্জনক; তথাপি এদেশে আপনি নিজের জন্য একটা স্থান করিয়া লইয়াছেন, মিঃ হ্যান্‌সনও টেক্কার দলে মিশিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন; কিন্তু আমার এখানে স্থান কোথায়? আমার দ্বারা আপনাদের কি সাহায্য হইবে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি আমাকে যতটুকু সাহায্য করিয়াছ, তাহার তুলনা নাই; 'রেডিও'তে তুমি আমার মৃত্যুসংবাদ যেভাবে প্রকাশ করিয়াছ, তাহা আমার কার্য্যসিদ্ধির অত্যন্ত অনুকূল হইবে। আমি জীবিত থাকিলে যাহা করিতে পারিতাম, তোমার রচনাকৌশলে এখন তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আজ করিতে পারিব।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "কিন্তু কি করিতে পারিবেন তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারি নাই। বিশেষতঃ, কার্লের বিবাহের আয়োজনের ভিতর কি রহস্য আছে—তাহাও আমার অজ্ঞাত। আমি এই বিবাহের উৎসব দেখিতে এখানে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আপনি এই আকস্মিক বিবাহের কারণ স্থির করিতে পারিয়াছেন কি?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "রফ তোমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন। কারুর ফাঁসি রহিত করিবার সহিত রাজকুমারী সোনিয়া পেট্রোভাকে রাজার মহিষী করিবার সম্বন্ধ আছে।"

রফ হ্যান্‌সন বলিলেন, "হাঁ, সম্বন্ধ আছে। টেক্কার অনুচরেরা কারুর প্রাণদণ্ড রহিত করিবার কারণ জানিবার জন্য উৎসুক হইলে, এমন কি, টেক্কা অকারণে

তাহাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—এই অনুমানে তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিলে—টেক্কা কারুর জীবন রক্ষার কারণ তাহাদের নিকট প্রকাশ করিয়াছিল। কারু যখন এদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিল—সেই সময় সে সোনিয়া পেট্রোভার প্রেমে পড়িয়াছিল; সুতরাং টেক্কা সোনিয়াকে লাভ করিবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা করিয়াও তাহার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। টেক্কা তাহাদের গুপ্তপ্রণয় জানিতে পারিয়া কারুকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিল। টেক্কার ষড়যন্ত্রেই কারু লণ্ডনে নরহত্যার অভিযোগে প্রাণ-দণ্ডের আদেশ পাইল। টেক্কা সোনিয়া পেট্রোভাকে বলিল, 'যদি আমাকে বিবাহ কর—তাহা হইলে কারুর জীবন রক্ষা করিতে পারি।'—সোনিয়া পেট্রোভা কারুর প্রাণরক্ষার জন্য টেক্কাকে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে। কারুর প্রাণ রক্ষা হইয়াছে, সুতরাং সোনিয়া পেট্রোভার সহিত টেক্কার বিবাহ স্থির হইয়া হইয়া গিয়াছে। বাগ্দান উপলক্ষে রাজধানীতে উৎসব আরম্ভ হইয়াছে।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "কারুর জীবনরক্ষার কারণ এখন বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু এখন আপনি কার্য্যসিদ্ধির জন্য কোন্ পথে অগ্রসর হইবেন মিঃ ব্লেক?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমি সারনফ ও সার্জি দ্রস্কি নামক দুই জন বিদ্রোহী নেতার নিকট হইতে সংবাদের প্রতীক্ষা করিতেছি; কিন্তু গত রাত্রে তাহাদের ভায়া ক্রসির আড্ডায় একটি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। আমাদের বৃটিশ গোয়েন্দা বিভাগের একজন কর্ম্মচারী ছদ্মবেশে এই বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিয়া তাহাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিতেছিলেন; লেভিনস্কি নামক একজন রুস বিপ্লববাদী তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া গুলী করিয়াছিল। তাহাদের সেই গুপ্ত আড্ডাটিও অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হইয়াছে। আমি অগ্নিময় গৃহ হইতে আহত ডিটেক্টিভকে বহু কষ্টে বাহিরে লইয়া গিয়াছিলাম। কিন্তু গুলী তাঁহার বক্ষঃস্থলে প্রবেশ করিয়াছিল; সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। তাঁহার পকেটে যে সকল কাগজপত্র ছিল তাহা বাহির করিয়া লইয়া আমি বৃটিশ রাজদূত-ভবনে পাঠাইয়া দিয়াছি। তাঁহার মৃতদেহও সেখানে প্রেরিত হইয়াছে। তাঁহার আত্মার সদ্গতি হউক

ইহাই ঈশ্বরের নিকট আমার প্রার্থনা। ডিটেক্‌টিভ ক্রে বীরপুরুষ ছিলেন, তিনি বীরের ন্যায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছেন।”

মিঃ পেজ বলিলেন, “কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আপনি ছদ্মবেশে এখানে আসিয়াছেন—তাহা কিরূপে সফল হইবে? আমি রাজা কার্লের বিবাহের সংবাদ ‘রেডিও’তে প্রকাশের ভার লইয়া এদেশে আসিয়াছি—ইহাই সকলে জানে। এই বিবাহে মহা সমারোহ হইবে, এ সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধিবর্গ শীঘ্রই এখানে উপস্থিত হইবে; বিভিন্ন দেশের রাজ-পরিবার হইতেও অনেকে এই বিবাহোৎসবে যোগদান করিবে।”

রফ হ্যান্‌সন বলিলেন, “ইউরোপের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ-পরিবার হইতে রাজপুত্র ও রাজ-কন্যারা সত্যই এখানে আসিবে না কি?—এখানে তাহারা হীরক জহরতের অলঙ্কারে সজ্জিত হইয়া ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিবে। সুতরাং চার-তুনো দল দাঁও মারিবার একটা প্রকাণ্ড সুযোগ পাইবে! রাজ-পরিবারবর্গের মহিলা ও পুরুষেরা হীরক রত্নের অলঙ্কারগুলি পরিধান করিয়াই রাত্রে শয্যায় শয়ন করিবে—তাহার সম্ভাবনা অল্প। বিশেষতঃ, টেক্কার ধনভাণ্ডার এরূপ পূর্ণ নহে যে, তাহাতে আর অধিক হীরক রত্নের স্থান হইবার সম্ভাবনা নাই। রাজার বিবাহের উৎসব; ক্ষুধার্ত্ত প্রজাপুঞ্জ শূন্য উদরে হাত বুলাইয়া উচ্চ কণ্ঠে গাহিবে ‘ঈশ্বর রাজাকে রক্ষা করুন।’ নিমন্ত্রিত রাজ-অতিথির দল উৎসবের অবসানে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইবে। সেই সময় টেক্কার প্রধান অনুচরবর্গ—স্কারলেটি, লু তারাঁ, ক্রু, সামসন, বামন টনি তাহাদের সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া গোপনে অন্তর্দ্ধান করিবে। সুতরাং টেক্কা সোনিয়াকে বিবাহ করিয়া দীর্ঘকালের জন্য ‘মধু-চন্দ্র’ (honey-moon) যাপন করিতে যখন দেশান্তরে যাইবে—তখন অর্থাভাবে তাহাদিগকে কষ্ট পাইতে হইবে না। এদিকে সামসন ডার্টমুরের কারাগার হইতে লিনোকে উদ্ধার করিয়া অদৃশ্য হইবে ও দলে মিশিবে।—উৎসবের সকল অনুষ্ঠানই সুসম্পন্ন করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “রফ টেক্কার সকল মতলবই জানিতে পারিয়াছেন। এখন আমাদিগকে অত্যন্ত সতর্ক ভাবে চলিতে হইবে। চার-তুনোর দল জানে আমার

মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে আর তাহাদের ভয় করিবার কারণ নাই। আমার মৃত্যু-সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় আমার কাজ কর্ম্মের কত সুবিধা হইয়াছে—তাহা তোমরা ঠিক বুঝিতে পারিবে না। আমি স্মিথকে লণ্ডনে পাঠাইয়াছি, সে কুট্‌সের সহিত সম্মিলিত হইয়া চার-ডুনো দলের প্রধানকর্ম্মী কারারুদ্ধ লিনোর প্রতি দৃষ্টি রাখিবে। লিনো টেক্কার দক্ষিণ হস্ত; তাহার মুক্তির জন্য চার-ডুনো দল যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবে। এদিকে আমি বিপ্লববাদীদের সংস্রবে আসিয়া তাহাদের সকল ষড়যন্ত্রের সন্ধান লইতেছি। আমাদের পররাষ্ট্র বিভাগ সারোভিয়া রাজ্যের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছে; কারণ একটি ক্ষুদ্র অগ্নিস্ফুলিঙ্গের স্পর্শেও যে কোন মুহূর্ত্তে সমগ্র বলকান জ্বলিয়া উঠিতে পারে। প্রকৃত পক্ষে আমরা বারুদপূর্ণ পীপার উপর বসিয়া আছি; অগ্নিকণা স্পর্শে কখন তাহা ফাটিয়া আমাদিগকে উড়াইয়া দিবে তাহা বুঝিবার উপায় নাই!—তবে সুখের বিষয় রফ চার-ডুনো দলের সকল পরামর্শই জানিতে পারিতেছেন, কিন্তু যদি তাহারা কোন কারণে উঁহাকে সন্দেহ করে—তাহা হইলে—"

মিঃ হ্যান্‌সন বুক দেখাইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ আমার বুকে গুলী প্রবেশ করিবে।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "কিন্তু আমার উপর কি কাজের ভার দিবেন? বিবাহোৎসব সন্দর্শন ত আমার এখানে আগমনের একটা উপলক্ষ মাত্র।—আপনারা দুই জনেই ত সকল কার্য্যের ভার লইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছেন।—আমি কি করিব?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তুমি? তুমি আমাদের গুপ্তচরের কাজ করিবে। কাল হইতে মসিয়ে বন্‌টেমকে লুকাইয়া থাকিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন রফ টেক্কার সন্দেহ-ভাজন হইবে; চার-ডুনো দল তাঁহার গতিবিধি সতর্ক ভাবে লক্ষ্য করিবে। এ অবস্থায় আমাদিগকে তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রথমে তোমার উপর একটি কাজের ভার দিতেছি। তুমি রাজকুমারী সোনিয়া পেট্রোভার সহিত সাক্ষাৎ করিবে; এই বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার মনের ভাব

কিরূপ—তাহাই সর্ব্বাগ্রে জানা প্রয়োজন। রাজনীতির দিক দিয়া দেখিলে (diplomatically) এই বিবাহ সর্ব্বাংশে প্রার্থনীয় বলিয়াই মনে হয়। প্রাচীন রাজবংশে সোনিয়ার জন্ম ; এতদ্ভিন্ন তিনি অসামান্য সুন্দরী ; কিন্তু যাহাকে তিনি বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন, সে কিরূপ ভীষণপ্রকৃতি দস্যু—ইহা জানিতে পারিলে তিনি যে কার্লকে—"

মিঃ পেজ বাধা দিয়া বলিলেন, "কিন্তু এই রাজাটা কি শয়তান ! সে সোনিয়া পেট্রোভাকে বিবাহ করিবার আশায় একজন লোককে হত্যা করিল, আর একজন নিরপরাধ ব্যক্তিকে সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী করিয়া তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিল ; অবশেষে অদ্ভুত কৌশলে তাহাকে মৃত্যু-কবল হইতে রক্ষা করিয়া দুরভিসন্ধি সফল করিল !"

মিঃ রফ হ্যান্‌সন বলিলেন, "কিন্তু তাহার দুরভিসন্ধি এখনও সফল হয় নাই ; তাহা সফল করিবার পূর্ব্বে কিরূপ বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে তাহা সে জানে না। সে বিঘ্ন এই—"এই পর্য্যন্ত বলিয়া মিঃ হ্যান্‌সন উভয় হস্ত প্রসারিত করিলেন, তাহাতে একটু ঝাঁকুনী দিতেই তাঁহার উভয় আস্তিনের ভিতর হইতে দুইটি পিস্তল বাহির হইয়া তাঁহার করতলগত হইল ; প্রত্যেক পিস্তলে ছয়টি টোটা ভরা ছিল।"

মিঃ হ্যান্‌সন তাহা মিঃ পেজকে দেখাইয়া বলিলেন, "ইহাদের নাম উইলী ও ওয়ালী।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "হাঁ, খুব সাংঘাতিক হাতিয়ার বটে, কিন্তু—"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "প্রয়োজন হইলে ইহা যে কোন ব্যক্তির মস্তিষ্ক বিদীর্ণ করিতে পারে।"—পিস্তল দুইটি তৎক্ষণাৎ তাঁহার কোটের আস্তিনের ভিতর পুনঃ-প্রবেশ করিল।

মিঃ পেজ বলিলেন, "আমাদের এই সকল কথাবার্ত্তা যদি 'রেডিও'-সম্পাদক জুলিয়স জোন্‌স শুনিতে পাইত—তাহা হইলে সে 'রেডিও'র জন্য যে লোমহর্ষণ ও অচিন্তপূর্ব্ব ভীষণ কাহিনী লিখিতে পারিত, তাহা পাঠ করিয়া—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "পেজ, এখন বিপদসাগরে সাঁতার দিতে দিতে ও সকল আশা মনে স্থান না দেওয়াই ভাল। আমাদিগকে যেরূপ বিপদের সম্মুখীন হইতে

হইতেছে, এরূপ বিপদে আর কখন পড়িয়াছি কি না সন্দেহ; এই যুদ্ধের শেষ কোথায় তাহা এখন বুঝিবার উপায় নাই। রফ, চার-ত্রুনো দলের গুপ্ত সভার অধিবেশন আবার কবে হইবে ?"

মিঃ হ্যান্‌সন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তাহা আমার অজ্ঞাত। সামসন বলিয়াছে—সে যথাসময়ে আমাকে 'ফোন' করিবে। (he'd phone me.) আমিও সে জন্য প্রস্তুত আছি। সে এখন হোটেল সামিরামিতে মার্কিন পর্য্যটকের ছদ্মবেশে বাস করিতেছে; লু তারাঁ ও বামন টনি তাহার স্ত্রী পুত্রের ছদ্মবেশে তাহার সঙ্গে আছে। তাহাদিগকে দেখিয়া সকলেরই ধারণা হইয়াছে—এরূপ সুখী পরিবার সংসারে একান্ত বিরল! স্ত্রী পুত্র লইয়া 'পর্য্যটক' মহাশয়ের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিতেছে।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমরা দীর্ঘকাল এখানে বসিয়া পরামর্শ করিলাম, কিন্তু আর বেশী সময় আমাদের একত্র থাকা অনুচিত; এখন আমাদের তফাৎ হওয়াই কর্ত্তব্য। কাফে রয়েলে সারনফের দলের সহিত এখন আমার দেখা করিবার কথা আছে। 'কাফে রয়েল' বিপ্লববাদীদের একটি গুপ্ত আড্ডা। আর এক কথা পেজ, আমাদের সাঙ্কেতিক ভাষায় তোমার সহিত আমি সংবাদ আদান-প্রদান করিব; কিন্তু সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।"

তাঁহারা তিন জনেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। মিঃ হ্যানসন মদের গ্লাস মুখে তুলিয়া প্রফুল্ল স্বরে বলিলেন, "আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন হউক; চার-ত্রুনো দল বিধ্বস্ত হউক।"

তিনজনেই আনন্দ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু প্রত্যেকেরই মনে হইল, ভবিষ্যতের অন্ধকারাচ্ছন্ন গর্ভে কি আছে কে জানে? জয় না পরাজয়? সম্পদ না বিপদ ?

মিঃ হ্যান্‌সন মিঃ ব্লেক ও পেজের সহিত সেই কক্ষ পরিত্যাগ করিলে মিঃ হ্যান্‌সনের নবনিযুক্ত ভৃত্য হ্যানিবল নেপোলিয়ম ব্যাং গুণ-গুণ স্বরে গান করিতে করিতে বারান্দা দিয়া সেই কক্ষের দিকে অগ্রসর হইল। তাহার মন আজ আনন্দপূর্ণ। তাহার আশা পূর্ণ হইয়াছে, সে মিঃ হ্যানসনের সহিত স্বদেশে যাত্রা করিতে পারিবে; মিঃ হ্যানসন তাহাকে চাকরী দিয়াছেন।

ব্যাং আপন-মনে গান করিতে করিতে হ্যান্‌সনের কামরার দ্বারের হাতল ঘুরাইয়া দ্বার খুলিল ; কিন্তু সে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া কক্ষ মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়াই হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। ভূতকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিলে লোকের মন যেরূপ আতঙ্কে ও বিস্ময়ে অভিভূত হয়—ব্যাংএর অবস্থাও সেইরূপ হইল। কিন্তু সে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া সেই কক্ষের মধ্যস্থলে যাহাকে দণ্ডায়মান দেখিল—সে ভূত নহে, পাঁচ ছয় বৎসর বয়স্ক একটি শিশু ! তাহার মাথায় স্বর্ণাভ কেশরাশি কুঞ্চিত ; পরিধানে মখমলের পরিচ্ছদ।

ব্যাং কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি কে হে ছোকরা ! আমার মনিবের ঘরের ভিতর কি করিতে আসিয়াছ ? তুমি কাহার ছেলে ? পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়া পড়িয়াছ না কি ?"

শিশু ভয়-বিহ্বল দৃষ্টিতে ব্যাংএর মুখের দিকে চাহিয়া, বুড়া আঙ্গুল দিয়া ওষ্ঠ স্পর্শ করিল, তাহার পর স্খলিত স্বরে বলিল, "মা গো এ যে একটা কাল পিশাচ ! আমাকে ধরিয়া খাইবে না কি ?"—সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ব্যাং বলিল, "কাঁদ কেন বাবা ! ভয় কি ? তুমি কি মিষ্টার হ্যান্‌সনের ছেলে ?—কি বিপদ ! মিষ্টার হ্যানসন বিবাহ করিয়াছেন ও তাঁহার ছেলে হইয়াছে—ইহা ত জানিতাম না !—ছেলে দেখিতেছি, ছেলের মা কোথায় ? তোমার নাম কি বাবা ?"

শিশু অস্ফুটস্বরে বলিল, "আমার বড় ভয় করিতেছে ; আমাকে নীচে লইয়া চল। আমার মা সেখানে আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে।"

ব্যাং সদয়ভাবে বলিল, "চল, তোমাকে তোমার মায়ের কাছে রাখিয়া আসিতেছি। তুমি বুঝি দুষ্টুমি করিয়া তোমার মায়ের কাছ হইতে পলাইয়া আসিয়াছ ? এস, বাহিরে এস।"

ব্যাং দরজা খুলিয়া-রাখিয়া এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইল ; সেই সুযোগে শিশুটি দ্রুতবেগে সেই কক্ষ হইতে বাহির হইয়া বারান্দা দিয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। সে ব্যাংএর সাহায্য গ্রহণের জন্য আর বিন্দুমাত্র চেষ্টা করিল না। ব্যাং শিশুর ভাবভঙ্গি দেখিয়া মাথা চুলকাইয়া বলিল, "আমার কাল চেহারা দেখিয়া

ছেলেটা ভয় পাইয়াছে। আমার সঙ্গে নীচে যাইতে উহার সাহস হইল না, একা দৌড়াইয়া পলাইল। কিন্তু কাহার ছেলে? উহাকে ত চিনি না! আমি চাকরী লইয়া নূতন আসিয়াছি, কাহাকেই বা চিনি? মায়ের উপর রাগ করিয়া ও বোধ হয় দোতালায় পলাইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু আমার মনিবের ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল কেন? মিঃ হ্যান্‌সন কি উহাকে দেখিয়াছেন? তাঁহার ছেলে হইলে সে কি ওভাবে পলাইয়া যাইত?”

যদি ব্যাং সেই শিশুর পরিচয় পূর্ব্বে জানিতে পারিত তাহা হইলে তাহার দুশ্চিন্তা ও আতঙ্কের সীমা থাকিত না। শিশু বারান্দা দিয়া পলায়ন করায় ব্যাং তাহার অনুসরণ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিল। কিন্তু শিশুটি বারান্দা দিয়া নীচে না নামিয়া, বারান্দার অন্য প্রান্তে সংস্থাপিত একটি ক্ষুদ্র দ্বারের নিকট উপস্থিত হইল। হোটেলে হঠাৎ আগুন লাগিলে দোতালার অধিবাসীদের সেই দ্বার দিয়া পলায়নের ব্যবস্থা ছিল। সে সেই দ্বার পার হইয়া যে সিঁড়ি পাইল সেই সিঁড়ি দিয়া হোটেলের পশ্চাদ্বর্ত্তী বাগানের ভিতর নামিয়া পড়িল। সেদিকে তখন জন-সমাগম ছিল না, এজন্য কেহই তাহাকে দেখিতে পাইল না।

শিশু একবার চঞ্চল দৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিল, তাহার পর বাগানের প্রাচীর-সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইল, এবং পকেট হইতে এক গোছা চাবি বাহির করিয়া একটি চাবি দিয়া সেই দ্বার খুলিয়া ফেলিল। এই দ্বারের বাহিরে একটি সঙ্কীর্ণ গলি। শিশু সেই গলিতে পদার্পণ করিবামাত্র একখানি সুদৃশ্য মোটর-কার তাহার নিকট সরিয়া আসিল। কারখানি কিছু দূরে তাহারই প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। সেই কারে একটি পরমাসুন্দরী যুবতী একাকিনী বসিয়া ছিল। যুবতীর পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখিলে সে যে সম্ভ্রান্ত মহিলা—ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইত।

শিশু গাড়ীতে উঠিয়াই সোফেয়ারকে বলিল, “ঝড়ের মত বেগে গাড়ী চালাও। এই মুহূর্ত্তেই এই স্থান হইতে অদৃশ্য হও।”—সে কণ্ঠস্বর বালকের নহে, তাহা পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির কঠোর আদেশ।

যুবতীর পাশে বসিয়া শিশু হাঁপাইতে লাগিল। যুবতী শিশুটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "খবর কি টনি?—যে জহরতগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য হোটেলে ঢুকিয়াছিলে—তাহা হস্তগত করিতে পারিয়াছ কি?"

বামন টনিই যে সেই শিশু—পাঠকগণ বহুপূর্ব্বেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন।—সে উত্তেজিত স্বরে বলিল, "খবর কি তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছ? না, আমি জহরত-টহরত কিছুই সংগ্রহ করিয়া আনি নাই; কিন্তু যে খবর সংগ্রহ করিয়াছি—তাহা বহুমূল্য হীরা-জহরতের অপেক্ষাও মূল্যবান। অত্যন্ত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর সংবাদ!"

লু তার্াঁ বলিল, "বটে? কি সংবাদ বল ত শুনি।"

বামন টনি বলিল, "আমরা প্রতারিত হইয়াছি; রফ হ্যান্সনের ছলনা আমরা বুঝিতে পারি নাই। সে সেদিন আততায়ীর পিস্তলের গুলী হইতে আমাদের দলপতির প্রাণরক্ষা করিয়া তাঁহার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। তাহাকে আমাদের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্যরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। আমাদের সকল গুপ্ত পরামর্শই সে জানিতে পারিয়াছে; কিন্তু সে একজন গোয়েন্দা। আর—আর আমাদের মহাশত্রু রবার্ট ব্লেকের মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা! সে জীবিত আছে।"

লু তার্াঁ বামন টনির কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল, সবিস্ময়ে বলিল, "তুমি বলিতেছ কি টনি! ক্ষেপিয়াছ না কি? তোমার কথাগুলা নিতান্ত—"

টনি লু তার্াঁর কথায় বাধা দিয়া বলিল, "আমার সকল কথা না শুনিয়াই তাহা অবিশ্বাস করিও না। যে কাউণ্টেস্ এই হোটেলে আসিয়া বাসা লইয়াছে, তাহার সঙ্গে বিস্তর হীরা-জহরত আছে; সেগুলি আত্মসাৎ করিবার জন্য আজ সকালে দলপতির আদেশ পাইয়াছি। আমি তাহার ঘরে প্রবেশ করিবার জন্য দুই তিনটি কক্ষ অতিক্রম করিতেছিলাম,—সেই সময় একটি কক্ষের ভিতর হইতে পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া সেই কক্ষের দ্বারের কাছে দাঁড়াইলাম; দুই চারিটি কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিলাম—তাহা রফ হ্যান্সনের কণ্ঠস্বর! সেখানে রফ হ্যান্সন কাহার সহিত আলাপ করিতেছিল জানিবার জন্য অত্যন্ত কৌতূহল হইল। কয়েক মিনিট পরে রবার্ট ব্লেকের কণ্ঠস্বরও শুনিতে পাইলাম।—সেখানে

আরও এক জন লোক ছিল, তাহাকে চিনি না। তাহারা পরামর্শ শেষ করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিলে আমি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলাম; কিন্তু কামরাটি পরীক্ষা করিবার পূর্ব্বেই একটা নিগ্রো দ্বার খুলিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত! আমি তাহাকে বুঝাইয়া দিলাম—আমি পথ ভুলিয়া সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম; সে আমাকে সঙ্গে লইয়া নীচে রাখিয়া আসিতে চাহিল; কিন্তু আমি তাহার চোখে ধূলা দিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আমার কথা সে অবিশ্বাস করিতে পারে নাই। আমাকে দেখিয়া সে পাঁচ বৎসরের শিশু ভিন্ন আর কি মনে করিতে পারে?"

লু তারাঁ স্তব্ধভাবে সকল কথা শুনিয়া বলিল, "সুসংবাদ টনি, বড়ই সুসংবাদ। যেরূপে হউক, আমরা উহাদিগকে ফাঁদে ফেলিব। আমাদের ভাগ্য প্রসন্ন। ব্লেক ও হ্যান্‌সন আমাদিগকে বিপন্ন করিবার জন্য গোপনে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করিয়াছে। তুমি হঠাৎ এ সকল সংবাদ জানিতে না পারিলে তাহারা নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিপদে ফেলিত; কিন্তু এখন আমরা উহাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিতে পারিব। এ সকল কথা অবিলম্বে টেক্কাকে বলিতে হইবে।"

টনি বলিল, "আজই রফ হ্যান্‌সনের মৃত্যু সুনিশ্চিত; টেক্কা কি ভাবে বিশ্বাসঘাতকদের হত্যা করেন তাহা জান ত? অত্যন্ত যন্ত্রণা দিয়া আজই তাহাকে হত্যা করা হইবে।"

লু তারাঁ বলিল, "হাঁ, সে কিরূপ যন্ত্রণা, তাহা আমার অজ্ঞাত নহে। সে কথা স্মরণ হইলে আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয় টনি!"

চতুর্থ তরঙ্গ

সবুজ টাউয়ারের ভিতর

'অর্লভ কাস্‌ল' অর্লভ রাজ-পরিবারের দুর্ভেদ্য দুর্গ। বিপদের সময় অর্লভ রাজ-পরিবার এই দুর্গম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এই দুর্গ সারোভিয়া-রাজধানী ক্রাকভ নগরের প্রান্তভাগে বারা নদীর তীরে অবস্থিত। এই দুর্গের শেষ অধিকারী অর্লভবংশের কলঙ্কস্বরূপ সারোভিয়া-রাজ পঞ্চম কার্ল; তিনি যখন রাজধানীতে বাস করিতেন তখন মধ্যে মধ্যে এই দুর্গে আসিতেন। বারা নদীর তীর হইতে অর্লভ দুর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মনে হইত একটি বিরাট-দেহ ধূসর দৈত্য উন্নত মস্তক আকাশে তুলিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া আছে, এবং ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রে তাহার পদপ্রান্ত-বাহিনী বারা নদীর সলিল-প্রবাহ নিরীক্ষণ করিতেছে।

এই অর্লভ দুর্গের ইতিহাস অত্যন্ত বিচিত্র। অতি প্রাচীন যুগ হইতে তাহার সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত কিংবদন্তী চলিয়া আসিতেছে। এই দুর্গ বহুবার শত্রু কর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়াছে। ইহার অঙ্গে বহু শত্রুর আক্রমণ-চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। ইহার প্রবেশ-দ্বারে যে সমুন্নত টাউয়ার বিরাজিত, এক সময় তাহা 'যমের টাউয়ার' নামে অভিহিত হইত।

বারা নদী এই দুর্গের তিন দিকে প্রবাহিত। দক্ষিণে, পূর্ব্বে ও পশ্চিমে তিন দিকে তিনটি তোলা সাঁকো আছে। শত্রু সৈন্যেরা প্রাচীন কালে যখন এই দুর্গ অবরোধ করিত, তখন সেই তিনটি সাঁকো উত্তোলিত হইত! কথিত আছে ইংলণ্ডের নরপতি রিচার্ড (Richard Cocur de Lion) 'ক্রুসেড' হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে সসৈন্যে সারোভিয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া এই দুর্গেই অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। এরূপ কিংবদন্তীও শুনিতে পাওয়া যায় যে, অর্লভ রাজবংশের নরপতি সাহসী আইভ্যান (Ivan the

Bold) তুর্কিদিগকে আক্রমণ করিয়া ঝটিকার স্থায় বেগে তাহাদিগকে দূর দূরান্তরে বিতাড়িত করিয়াছিলেন, এবং সারাসানবাসী বহুসংখ্যক মুসলমানকে বন্দী করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্যত তরবারীর মুখে অনেক মুসলমান বীরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়াছিল। তুর্কি ও সারাসানদিগের অধিকৃত অনেক গ্রাম নগর তিনি ভস্মস্তূপে পরিণত করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে একদিন এক জন পরম ধার্ম্মিক বৃদ্ধ হাজী শৃঙ্খলিত অবস্থায় তাঁহার সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন।

সেই বৃদ্ধ হাজী রাজার আদেশে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছিলেন; কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ঈশ্বরভক্ত হাজী সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন। মৃত্যুভয়ে তিনি কাতর হন নাই; উৎপীড়ন যখন নিস্ফল হইল, তখন রাজা তাঁহাকে পবিত্র মুসলমান ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। রাজার এই আদেশ শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ হাজীর চক্ষু অগ্নি গোলকের স্থায় জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার সেই ক্রূর দৃষ্টি রাজার সর্ব্বাঙ্গে যেন অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। রাজা আইভ্যান্ হাজীর অগ্নিময় দৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বধ্য ভূমিতে লইয়া গিয়া হত্যা করিবার জন্ম অনুচরবর্গকে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ শুনিয়া হাজী অভিসম্পাত করিলেন ইসলামের প্রভাবেই সারোভিয়ায় রাজার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, এবং অল্পকাল পরেই মরুবক্ষ বিদীর্ণ করিয়া একটি বিরাটকায় জীনের আবির্ভাব হইবে—সে অগ্নি ও তরবারির সাহায্যে রাজপুরী বিধ্বস্ত করিবে, এবং অর্লভ বংশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া তাহা ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে।

কিন্তু রাজা আইভ্যান হাজী সাহেবের এই অভিসম্পাত হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। পরম ধার্ম্মিক নিষ্ঠাবান মুসলমান সাধুর অভিসম্পাত মিথ্যা ভয়প্রদর্শন মাত্র মনে করিয়া তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে মুসলমানদিগের গ্রাম নগর ধ্বংশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি আবু-খাঁ নামক একটি পবিত্র নগর লুণ্ঠন করিলেন, এবং সেই নগরের প্রসিদ্ধ টাউয়ার উৎখাত করিয়া যুদ্ধ জয়ের নিদর্শনস্বরূপ রাজধানীতে লইয়া আসিলেন। এই টাউয়ারের বর্ণ সবুজ, ও তাহার গম্বুজটি স্বর্ণনির্ম্মিত

টাউয়ারের অভ্যন্তর ভাগ বহু বিচিত্র শিল্পখচিত, এবং ইস্পাহানের মহামূল্য ও সুদৃশ্য গালিচা দ্বারা তাহা সুসজ্জিত ছিল।

রাজা আইভ্যান সেই টাউয়ার রাজধানীতে আনিয়া অর্লভ দুর্গের প্রবেশ-দ্বারে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আইভ্যান তাঁহার উপপত্নীবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া সেই স্থানে আমোদ-প্রমোদ করিতেন। তিনি এই সকল রমণীকে বিভিন্ন দেশ হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার ঘৃণিত পৈশাচিক অনুষ্ঠান দেখিয়া নিষ্ঠাবান বৃদ্ধ ধার্ম্মিকগণ মর্ম্মাহত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন; কিন্তু রাজা আইভ্যানকে দীর্ঘকাল আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত থাকিতে থাকিতে হয় নাই। হাজী সাহেবের অভিসম্পাত প্রায় সফল হইয়াছিল। আইভ্যানের বংশধরগণের মধ্যে রাজা পঞ্চম কার্ল ব্যতীত কেহই জীবিত ছিল না। অনেকের বিশ্বাস পঞ্চম কার্লের জীবনাবসানের সঙ্গেই এই প্রাচীন রাজবংশের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে; রাজ-সিংহাসন ধূলায় লুটাইবে; হাজি সাহেবের অভিসম্পাত সম্পূর্ণরূপে সফল হইবে।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এক সৌরকরোজ্জ্বল প্রভাতে অর্লভ রাজবংশের শেষ বংশধর এই সৌধ-কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বিপুল শক্তিসম্পন্ন আইভ্যান অপেক্ষাও অধিক সাহসী। সেই বংশের রাজা ফাডিল্যাও ধূর্ত্ততার জন্য 'শৃগাল' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন, কার্ল তাঁহার অপেক্ষাও অধিকতর চতুর; তাঁহার যে পূর্ব্ব পুরুষ বোরিস পরাজিত শত্রুর হৃদয়-শোণিতে বারা নদীর জলরাশি লোহিতাভ করিয়া 'শোণিত লোলুপ বোরিস্' (Boris the bloody) আখ্যার অধিকারী হইয়াছিলেন, সেই বোরিস্ অপেক্ষাও তিনি অধিকতর নিষ্ঠুর; এমন কি, পৃথিবীতে এমন কোন অপকর্ম্ম নাই—যাহা করিতে কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইয়াছে।—বংশের কলঙ্ক ও অভিশাপস্বরূপ এই শেষ-নরপতি পঞ্চম কার্ল সেই দিন প্রভাতে কি উদ্দেশ্যে সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন, তাহা আমরা অবিলম্বেই জানিতে পারিব।

রাজা পঞ্চম কার্ল সুপুরুষ, দীর্ঘদেহ; স্থূলাঙ্গ না হইলেও তিনি কৃশ নহেন। তখন তাঁহার পরিধানে হুসার্স (Hussars) সৈন্যদলের কর্ণেলের পরিচ্ছদ ছিল,

এবং বাম বক্ষে অনেকগুলি মহামূল্য পদক শোভা পাইতেছিল। সেগুলি তাঁহার পদমর্য্যাদার নিদর্শন।

তিনি অন্যমনস্ক ভাবে ধূমপান করিতেছিলেন, চুরুটের ধূমরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইতেছিল, সেই ধূমরাশিতে তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কিছুই দেখিতেছিলেন না। তাঁহার সম্মুখে একজন সৈনিক যুবক যোদ্ধবেশে দণ্ডায়মান ছিল। তাহার মুখমণ্ডল নিবিড় দাড়ি গোঁফে সমাচ্ছন্ন; গোঁফের অগ্রভাগ সরু, এবং ঊর্দ্ধমুখ। লোকটির মুখের বর্ণ পুরাতন মেহগ্নি-কাঠের বর্ণের সহিত তুলনার যোগ্য।

রাজা কার্ল চুরুটে দুই একটি টান দিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, "ক্রাফট্, তোমার সংবাদ বড়ই বিরক্তিজনক; কিন্তু আমি তোমাকে নিস্পরোয়া হইয়া কাজ করিবার অনুমতি দান করিলাম। এখন কঠোরতার নিদর্শন দেখাইতে হইবে। হাঁ, কঠোরতার নিদর্শন স্বরূপ তুমি আপাততঃ ছয়জনকে গুলী করিয়া মারিবে। তাহাতেই কতকটা ফল হইতে পারে। ছয়জনকে হত্যা করিবার জন্য যে পরোয়ানা বাহির হইবে, আমি তাহা সহি করিয়া দিব।" (I 'll sign the warrant.)

রাজা যাহাকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলিলেন,—তাহার নাম কর্ণেল ক্রাফ্ট। রাজার কথা শুনিয়া কর্ণেল মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন করিল, অচঞ্চল স্বরে বলিল, "রাজাদেশ অবশ্যই পালন করিব; কিন্তু মহারাজের নিকট একথাও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য যে, সৈন্যদলে অসন্তোষের অনল সম্প্রসারিত হইতেছে। সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইবার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে খাদ্যসামগ্রী অতি জঘন্য, তাহা তাহারা আহার করিবে না; তাহারা উৎকৃষ্ট রসদের দাবী করিতেছে। গলিসিয়া-প্রান্তে যে শিবির সংস্থাপিত হইয়াছে তাহাতে নির্ম্মল জলের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সৈন্য রোগাক্রান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেছে; এতদ্ভিন্ন—"

রাজা ক্রাফ্টের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "ক্রাফ্ট, তুমি যোদ্ধা; আমি তোমাদের রাজা, আমি সৈন্যদের অসন্তোষের বাণী শুনিতে ইচ্ছা করি না। আমার আদেশ—তুমি এই বিদ্রোহ দমন করিবে। হাঁ, সৈন্যগণের হৃদয় হইতে

বিদ্রোহের অঙ্কুর উৎপাটিত করিবে। বিদ্রোহ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার উভয় হস্ত আবদ্ধ থাকিবে। জন-সভা সৈন্যগণের বৃত্তির পরিমাণ বর্দ্ধিত করিতে অসম্মত; ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইলেও আপাততঃ আমি নিরুপায়; কারণ আমি রাজা হইলেও দেশের আইন অগ্রাহ্য করিয়া ইচ্ছানুযায়ী আদেশ প্রদান করা আমার অসাধ্য। কিন্তু আমার বিবাহের পর—হাঁ, বিবাহের পর কি হইবে তাহা এখন কে বলিতে পারে? যাহা হউক, এই বিদ্রোহ তোমাকেই দৃঢ়হস্তে দমন করিতে হইবে। এই কুকুরগুলাকে আদেশানুবর্ত্তিতা শিক্ষা দিতে হইবে।”

ক্রাফ্‌ট বলিল, “আপনার আদেশ শিরোধার্য্য মহারাজ! কিন্তু—”

রাজা বাধা দিয়া কঠোর স্বরে বলিলেন, “আবার কিন্তু! আমার আদেশ যদি তোমার শিরোধার্য্য হয়—তাহা হইলে তাহার সহিত কিন্তুর কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যদি প্রত্যেক আদেশের পশ্চাতে একটি কিন্তু যোগ কর, তাহা হইলে সেনাপতির দায়িত্ব পরিত্যাগ করাই তোমার কর্ত্তব্য হইবে। কিন্তু এই পদ হইতে তোমাকে অপসারিত করা আমার অভিপ্রেত নহে। সৈন্যগণকে সম্পূর্ণ শাসনে রাখাই সেনাপতির প্রধান কার্য্য। সেনাপতি কোন সৈন্যের কণ্ঠ হইতে ভিন্ন সুর বাহির হইতে দিবে না; কিন্তু সৈন্যগণ যে সুর বাহির করিয়াছে, তাহা বিদ্রোহের সুর। এই জন্য আমার মনে হইতেছে—তুমি তাহাদের শাসন কার্য্যে কতকটা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতেছ; এবং—”

এই সময় রাজার একজন পার্শ্বচর সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া রাজাকে অভিবাদন করিল। রাজা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কি সংবাদ নিকোলাই?”

নিকোলাই বলিল, “যে আমেরিকান লেডি ও তাঁহার শিশু পুত্র রাজধানীতে আসিয়া মহারাজের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন—তাঁহারা মহারাজের দর্শনপ্রার্থী!”

রাজা বলিলেন, “উত্তম, অতিথিদের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ক্রাফ্‌ট তুমি এখন বিদায় গ্রহণ করিতে পার; কিন্তু স্মরণ রাখিও—আর যেন কোন দিন আমাকে সৈন্যদের বিদ্রোহাশঙ্কার কথা শুনিতে না হয়।”

কর্ণেল ক্রাফ্‌ট তৎক্ষণাৎ অভিবাদন করিয়া সেই কক্ষ ত্যাগ করিল। সে

বাহিরে যাইবার সময় কক্ষদ্বারে একটি পরমাসুন্দরী সুবেশধারিণী যুবতীকে তাহার শিশুপুত্রের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিল। কর্ণেল দ্বার অতিক্রম করিবামাত্র যুবতী পুত্রসহ সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, এবং তাহাদের পশ্চাতে কক্ষদ্বার রুদ্ধ হইল।

কর্ণেল ক্রাকৃট বক্র দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিল, "স্ত্রীলোক লইয়া এখনও স্ফূর্ত্তি! ওদিকে পণ্টন বিদ্রোহের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। পরমেশ্বর সারোভিয়াকে রক্ষা করুন।"

কর্ণেল ক্রাফ্‌ট জানিত না—যে দুইজন রাজার বিশ্রাম-কক্ষে প্রবেশ করিল তাহাদের কেহই নারী বা শিশু নহে, তাহারা উভয়েই ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ-প্রকৃতি চতুর দস্যু।

লু তারাঁ বামন টনি সহ রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলে রাজা বলিলেন, "লু, তোমরা এত শীঘ্র আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিবে—ইহা আশা করি নাই। ব্যাপার কি?"

লু তারাঁ সেই কক্ষের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেওয়ালে কতকগুলি তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ঝুলিতে দেখিল। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইল। তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া রাজা হাসিয়া বলিলেন, "তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই লু!—আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এই সকল অস্ত্রে বিশ্বাসঘাতক ও বিদ্রোহীদের মুণ্ডচ্ছেদন করিতেন। এই ভাবেই ইহাদের সদ্ব্যবহার হয়।—কিন্তু তোমরা। আমার বিশ্বস্ত অনুচর; তোমাদের ভয় কি?"

লু-তারাঁ আশ্বস্ত চিত্তে একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং বিচলিত স্বরে বলিল, "আগে এক গ্লাস টানিয়া লই, মনটা বড়ই চঞ্চল হইয়াছে।"

রাজা বলিলেন, "বোতল ও গ্লাস ঐ টেবিলের উপর আছে—হাত বাড়াইলেই পাইবে; কিন্তু তোমাকে ও রকম বিহ্বল দেখাইতেছে কেন?"

লু তারাঁ এক গ্লাস হুইস্কি লইয়া পান করিতে লাগিল; বামন টনি তাহার পাশে বসিয়া খন্‌খনে আওয়াজে বলিল, "বড়ই ভীষণ সংবাদ মহারাজ! রবার্ট ব্লেক বাঁচিয়া আছে; সে সশরীরে ক্রাকভে উপস্থিত!"

টনির কথা শুনিয়া রাজা লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল মুহূর্ত্ত-মধ্যে অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল; তিনি বামন টনির ঘাড় ধরিয়া তাহাকে সবেগে আন্দোলিত করিয়া, বিকৃত স্বরে বলিলেন, "ওরে বামন, ওরে মিথ্যাবাদী ভূত, আমার সঙ্গে পরিহাস করিতে তোর সাহস হইল? কি উদ্দেশ্যে তুই মিথ্যা কথা বলিয়া আমাকে—"তিনি কথা শেষ করিতে পারিলেন না, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

টনির শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, তাহার চোখমুখ লাল হইয়া উঠিল; সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া লু তারাঁ হাতের গ্লাস নামাইয়া রাখিয়া রাজার হাত ধরিল, কাতর স্বরে বলিল, "সর্দ্দার, উহাকে মুক্তিদান করুন। টনি মিথ্যা কথা বলে নাই। আমার কথা বিশ্বাস করুন, উহার কথা সত্য।"

রাজা টনির গলা হইতে হাত টানিয়া লইলেন। টনি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মেঝের গালিচার উপর তৎক্ষণাৎ লুটাইয়া পড়িল, এবং গোঁ-গোঁ শব্দ করিতে করিতে দুই হাতে গলা ডলিতে লাগিল।

রাজা আরক্ত নেত্রে লু-তারাঁর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "স্কারলেট লণ্ডনে ব্লেককে হত্যা করিয়াছে—ইহার অকাট্য প্রমাণ পাইয়াছি; ব্লেক জীবিত আছে ও ক্রাকভে আসিয়াছে এমন অসম্ভব কথা তোমরা আমাকে বিশ্বাস করিতে বল? মৃত ব্যক্তি কি কখন বাঁচিয়া উঠিতে পারে?—ঐ টেবিলের উপর যে সকল সংবাদপত্র আছে—তাহাতে দেখিতে পাইবে— ব্লেকের মৃতদেহ লণ্ডনে আজই সমাহিত হইবে—এই সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।"

লু-তারাঁ বলিল, "মিথ্যা সংবাদ লিখিয়াছে—,লণ্ডন রেডিওর রিপোর্টার স্প্যালাস্ পেজ আর আমাদের বিশ্বাসঘাতক সহযোগী রফ্ হ্যানসন এখানে ব্লেকের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে।"

রাজা সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি! হ্যানসন বিশ্বাসঘাতক? যে শত্রুকবল হইতে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছে, অঙ্গীকার-পত্রে নাম স্বাক্ষর করিয়া আমাদের দলে যোগদান করিয়াছে—সে বিশ্বাসঘাতক, আমার শত্রু? অসম্ভব!— সকল কথা শীঘ্র খুলিয়া বল।"

টনি কি ভাবে হোটেল ওরিয়েণ্টালে রফ্ হ্যান্সনের কক্ষদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিল এবং লুকাইয়া থাকিয়া মিঃ ব্লেকের সহিত তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের গুপ্তপরামর্শ শুনিয়াছিল—লু-তারা তাহা সবিস্তার রাজার অর্থাৎ দলপতি টেক্কার গোচর করিল। সকল কথা শুনিয়া রাজার চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ভ্রূকুটি-কুটিল মুখ অতি ভীষণ ভাব ধারণ করিল। তিনি গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "তোমার কথা সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। টনির প্রতি আমি অবিচার করিয়াছি; এই সংবাদ অত্যন্ত মূল্যবান। সুখের বিষয় এখনও প্রতিবিধানের সময় অতীত হয় নাই। কথাটা এতই অসম্ভব মনে হইয়াছিল যে, প্রথমে আমি ইহা বিশ্বাস করিতে পারি নাই। এখন বুঝিলাম, এইরূপ চতুরতা ব্লেকের অসাধ্য নহে; কিন্তু তাহার দুর্ভাগ্য সে আমার কবলে আসিয়া পড়িয়াছে।—তাহার মৃত্যু-সংবাদ মিথ্যা, এবার সেই সংবাদ সত্য হইবে। সিংহের গুহা হইতে সে প্রাণ লইয়া বাহির হইতে পারিবে না।"

রাজা ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, "শোন লু! সামসন ও ক্রুকে এই মুহূর্ত্তে তলব দাও। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। অবিলম্বে সকল কাজ শেষ করিতে হইবে; আমি ব্লেকের অনুসরণের ব্যবস্থা করিব। তুমি বলিতেছ সে কাফে রয়েলে বাসা লইয়াছে; সেখানে ছদ্মবেশে বাস করিতেছে। টনি, সে কিরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছে বল, তাহার চেহারা কিরূপ জানা প্রয়োজন। আমার রূঢ়তা ভুলিয়া যাও টনি, আমি তোমার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছি, সেজন্য অনুতপ্ত হইয়াছি। তুমি যে সংবাদ দিয়াছ—তাহার উপযুক্ত পুরস্কার পাইবে।"

দলপতির কথা শুনিয়া টনির ক্ষোভ দূর হইল। সে রফ হ্যানসনের দরজার আড়ালে লুকাইয়া থাকিয়া ছদ্মবেশী ব্লেককে দেখিয়াছিল। মসিয়ে বনটেমের চেহারা কিরূপ—তাহা সে রাজাকে বুঝাইয়া দিল। রাজা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের ন্যায় অস্থির ভাবে সেই কক্ষে পদচারণ করিতে করিতে টনির সকল কথা শুনিলেন। অবশেষে তিনি বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের মুষ্টি সবেগে নিক্ষিপ্ত করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "লু-তারা! রফ হ্যানসন জীবিত অবস্থায়

মরণ কামরায় সমাহিত হইবে। সে বিশ্বাসঘাতকতার যথোচিত প্রতিফল পাইবে। আমি রাজা, এখানে আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার কেহ নাই; আমার বাণীই এদেশের আইন। কিন্তু আমি তাহাকে কি কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিব—তাহা কেহই জানিবার সুযোগ পাইবে না। আমি জানি আমার চতুর্দ্দিকে সঙ্কট ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে। আমার সৈন্যমণ্ডলী বিদ্রোহিতার জন্য ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সেজন্য আমি উৎকণ্ঠিত নহি। বিবাহটা নির্ব্বিঘ্নে শেষ হইলে বহু অর্থ আমার হস্তগত হইবে, তাহার পর আমি সস্ত্রীক এই রাজ্য ত্যাগ করিব। সৈন্যগণের বিরুদ্ধাচরণে আমার কোন ক্ষতি হইবে না। কয়েক দিন নির্ব্বিঘ্নে কাটাইতে পারিলেই আমি নিরাপদ, আমার জাহাজ প্রস্তুত; আমি রাজ-সিংহাসনে পদাঘাত করিয়া দেশান্তরে যাত্রা করিব; তাহার পর সমগ্র পৃথিবী টেক্কার বাহুবলের ও বুদ্ধি-কৌশলের বশ্যতা স্বীকার করিবে, আমার পদানত হইবে। ক্ষুদ্র রাজ্যের ক্ষুদ্র নরপতির গৌরব তাহার তুলনায় অতি তুচ্ছ, নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। রাজা পঞ্চম কার্লের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলেও ক্ষতি নাই, টেক্কা দীর্ঘজীবী হইয়া বিশ্ববিজয়ী হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

খোড়ার পা খাদে

মিঃ রফ হ্যান্‌সন গুণ-গুণ স্বরে একটা শিকারের গান গাহিতে গাহিতে হোটেল ওরিয়েণ্টালে আসিয়া তাঁহার কামরায় প্রবেশ করিলেন। তাঁহার খানসামা ব্যাং সেই কক্ষে তাঁহারই প্রতীক্ষা করিতেছিল। ব্যাং এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত অনুগত হইয়াছিল; তিনিও তাহাকে স্নেহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। মিঃ হ্যান্‌সন তাহাকে এক গ্লাস হুইস্কি-সোডা দিতে আদেশ করিলে ব্যাং অবিলম্বে তাঁহার আদেশ পালন করিল।

মিঃ হ্যান্‌সন ধীরে ধীরে গ্লাসে চুমুক দিতে লাগিলেন, ব্যাং তাঁহার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। সে দুই এক মিনিট নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "মিঃ হ্যান্‌সন, আপনার যে ওরকম একটি সুন্দর ছেলে আছে, তা' জানিতাম না। তাহাকে আজ হঠাৎ দেখিলাম। বিবি-হ্যান্‌সন কি এই হোটেলেই বাস করেন? তাঁহাকে ত এ ঘরে কোন দিন আসিতে দেখি নাই!"

মিঃ হ্যান্‌সন সবিস্ময়ে মুখ তুলিয়া হাসিয়া বলিলেন, "তুমি কি নেশা করিয়াছ ব্যাং? আমার বিবি, ছেলে, এসব কি বলিতেছ বুঝিতে পারিতেছি না!"

ব্যাং বলিল, "নেশা?—না, নেশা না করিয়াই বলিতেছি খাসা ছেলে। মাথার চুলগুলি কি সুন্দর; বড় হইয়া আপনার মতই জোয়ান হইবে। আপনি যে বিবাহ করিয়াছেন ইহা জানিতাম না।" (Ah did'n know you done get ma'ied.)

মিঃ হ্যান্‌সন এবার কিঞ্চিৎ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, "তুমি এসব কি আবোল-তাবোল বকিতে আরম্ভ করিলে? আমি বিবাহ করিয়াছি তোমাকে কে বলিল? না, আমি বিবাহ করি নাই; কখন বিবাহ করিব না। স্ত্রীজাতির সংস্রব ত্যাগ করাই আমার জীবনের মূলমন্ত্র। মানুষকে পৃথিবীতে যত দুঃখ কষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহার প্রধান কারণ স্ত্রীজাতি।"

ব্যাং বলিল, "আপনার কথা সত্য বলিয়াই মনে হয় ; কিন্তু নিজের চক্ষুকে কি করিয়া অবিশ্বাস করি ? আপনার এই ঘরের ভিতর ছেলেটিকে দেখিলাম যে আমাকে দেখিয়া সে কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিল, পথ ভুলিয়া এখানে সে আসিয়া পড়িয়াছিল। আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া নীচে যাইতাম, কিন্তু সে বারান্দা দিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল।"

মিঃ হ্যান্সন ব্যাংএর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন, ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "ছোট ছেলে ? মাথায় সোনালী রঙ্গের ঝাঁকড়া চুল ? কখন্ সে আমার ঘরে আসিয়াছিল ?"

ব্যাং বলিল, "হাঁ, পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের শিশু। আপনি সেই দুই জন ভদ্রলোকের সঙ্গে বাহিরে যাইবার পর আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াই তাহাকে ঘরের ভিতর দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিলাম।"

মিঃ হ্যান্সন ব্যাংএর কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইয়া বলিলেন, "তুমি যে অত্যন্ত ভয়ানক কথা বলিতেছ ব্যাং ! তুমি আমার ঘরে যাহাকে দেখিয়াছিলে সে পাঁচ ছয় বৎসর বয়সের শিশু নয়, তাহার বয়স ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসর। সে বামন সমস্ত ইউরোপে তাহার মত ধূর্ত্ত পাকা চোর আর একজনও আছে কি না সন্দেহ।'

ব্যাং অবিশ্বাস ভরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, না, ঐটুকু ছেলে পাকা চোর ; বামন কি আমি দেখি নাই ? তাহার চেহারা যে পাঁচ ছয় বছরের ছেলের মত ; কথাও ঠিক সেই রকম। বামনগুলা কি ছোট ছেলেদের মত কথা বলিতে পারে ? সে নিশ্চয়ই বামন নয় ; আপনার না হয় ত আর কাহারও ছেলে।"

মিঃ হ্যান্সন ব্যাংএর কথায় কর্ণপাত করিলেন না। বামন টনি কি উদ্দেশ্যে তাঁহার ঘরে আসিয়াছিল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ধারণা হইল টেক্কা কোন কারণে তাঁহাকে সন্দেহ করিয়া বামন টনিকে তাঁহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে আদেশ করিয়াছে। এই জন্যই টনি গোপনে তাঁহার বাস-কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিল। সে তাঁহার ব্যাগ, ট্রাঙ্ক প্রভৃতি খুলিয়া পরীক্ষা করিয়াছে কি না তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি উঠিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার ব্যাগ, লগেজ প্রভৃতি খুলিয়া ফেলিলেন, কিন্তু যে জিনিস যেখানে রাখিয়াছিলেন তাহা সেই

স্থানেই দেখিতে পাইলেন; কোন দ্রব্য অপহৃত বা স্থানভ্রষ্ট হয় নাই। কিন্তু তথাপি তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না; তিনি মনে মনে বলিলেন, "সে আড়ালে থাকিয়া নিশ্চয়ই আমাদের পরামর্শ শুনিয়াছে। যদি সে এখান হইতে টেক্কার নিকট ফিরিয়া গিয়া থাকে—"

অতঃপর তিনি কি করিবেন ভাবিতেছেন, এমন সময় সেই কক্ষের টেলিফোনের কলে ঝন্-ঝন্ করিয়া শব্দ হইল! মিঃ হ্যান্‌সন তৎক্ষণাৎ রিসিভারটা তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন। যে কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন—তাহা টেক্কার সহযোগীদস্যু লু তারাঁর কণ্ঠস্বর।

লু তারাঁ অচঞ্চল স্বরে বলিল, "টেক্কার আদেশ, আমাদের সকলকে এক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহার নিকট হাজির হইতে হইবে। একখানি ট্যাক্সি লইয়া অবিলম্বে অর্লভ কাস্‌লে উপস্থিত হইবে। দক্ষিণ দিকের সাঁকোতে যে প্রহরী আছে সে তোমাকে ভিতরে প্রবেশ করিতে দেওয়ার আদেশ পাইয়াছে।"

রফ হ্যান্‌সন লু তারাঁর কথা শুনিয়া উৎকণ্ঠিত হইলেন; কিন্তু তিনি উৎকণ্ঠা দমন করিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, "বেশ, তাহাই হইবে লু! আমি সেখানে যাইতেছি। কিন্তু—কিন্তু ব্যাপার কি? হঠাৎ তলপ কেন? নূতন কিছু ঘটিয়াছে না কি?"

লু তারাঁ বলিল. "কি করিয়া বলি? টেক্কার মনের কথা কি কেহ জানিতে পারে?"

মিঃ হ্যান্‌সন রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়া নিস্তব্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে নানা চিন্তার তুফান বহিতে লাগিল।—তিনি ভাবিলেন, বামন টনি তাঁহাদের গুপ্ত পরামর্শ শুনিয়া কি টেক্কার নিকট ফিরিয়া গিয়াছে? টেক্কা কিছু জানিতে পারিয়াছে? কতটুকুই বা জানিতে পারিয়াছে?—অবশেষে তিনি স্থির করিলেন মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিতে হইবে। মিঃ ব্লেক বিপ্লববাদীদের দলে যোগদান করিতে যাইবার পূর্ব্বেই এ সকল কথা তাঁহার গোচর করা প্রয়োজন।

মিঃ হ্যান্‌সন তাঁহার নোট-বহির একখানি পাতা ছিঁড়িয়া একখানি সজ্জিপ্ত

পত্র লিখিলেন, তাহাতে মিঃ পেজকে বামন টনির গোয়েন্দাগিরির সংবাদ দিলেন, এবং জানাইলেন যে, কাফে রয়েলে তিনি মিঃ ব্লেকের সহিত দেখা করিতে চলিলেন।

মিঃ পেজ তখন ডাকঘরে গিয়াছিলেন; এজন্য মিঃ হ্যান্সন সেই পত্রখানি ব্যাংএর হাতে দিয়া বলিলেন—"মিঃ পেজ ডাকঘর হইতে ফিরিয়া আসিবামাত্র এই পত্রখানি তাঁহাকে দিয়া আসিবে।" অতঃপর তিনি একটা টুপি মাথায় দিয়া হোটেল পরিত্যাগ করিলেন এবং পথে আসিয়া একখানি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। মিঃ ব্লেক প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে কাফে রয়েলে প্রস্থান করিয়াছিলেন; এজন্য মিঃ হ্যান্সন শকট চালককে কাফে রয়েলে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু মিঃ হ্যান্সন কাফে রয়েলে মিঃ ব্লেকের সাক্ষাৎ পাইবেন কি না বুঝিতে পারিলেন না; যদি সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না পান—তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ! মিঃ হ্যান্সন দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া উঠিলেন।

বিপ্লববাদীদের প্রধান আড্ডা (Anarchist head quarters) অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হইয়াছিল; সুতরাং কাফে রয়েলে মিঃ ব্লেকের সহিত সাক্ষাৎ না হইলে ভায়া ক্রসিতে গিয়া কোন ফল নাই, ইহাও মিঃ হ্যান্সন জানিতেন। তিনি মিঃ ব্লেকের নিকট শুনিয়াছিলেন—বিপ্লববাদীদের আর একটি আড্ডা ছিল, এবং সারনফ মিঃ ব্লেককে সেখানে লইয়া যাইবে এইরূপ কথা ছিল। সেখানে গমন করিলে মিঃ ব্লেকের বিপদের আশঙ্কা ছিল; তাহার উপর টেক্কা যদি জানিতে পারিয়া থাকে মিঃ ব্লেক জীবিত আছেন এবং ছদ্মবেশে ক্রাকভে বাস করিতেছেন—তাহা হইলে তাঁহার জীবন অধিকতর বিপন্ন হইবে। ইহা বুঝিতে পারিয়া মিঃ হ্যান্সন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন; মানসিক চাঞ্চল্য দমন করা তাঁহার অসাধ্য হইল। বিপ্লববাদীরা তাঁহার প্রকৃত পরিচয় জানিতে পারিলে তাঁহাকে হত্যা করিবে, এবিষয়ে মিঃ হ্যান্সনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তাহার উপর যদি টেক্কা তাঁহাকে ধরিতে পারে তাহা হইলেও তাঁহার জীবন রক্ষা অসম্ভব হইবে ভাবিয়া মিঃ হ্যান্সন হতাশ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার শকট নানা বাধা অতিক্রম করিয়া অবশেষে কাফে রয়েলের সম্মুখে উপস্থিত

হইল। মিঃ হ্যান্‌সন গাড়ী হইতে নামিয়া ব্যগ্রভাবে কাফে রয়েলে প্রবেশ করিলেন। তখন বেলা প্রায় একটা।

মসিয়ে বন্‌টেমের ছদ্মবেশধারী মিঃ ব্লেক তৎপূর্ব্বে কাফে রয়েলের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে একাকী উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি বিপ্লববাদীদের আড্ডায় যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন—নির্দ্দিষ্ট সময়ের তখনও কিছু বিলম্ব আছে; এই জন্ত তিনি তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছিলেন। শত্রুপক্ষের সহিত শীঘ্রই তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। কিরূপ কৌশল অবলম্বন করিলে তিনি জয় লাভ করিতে পারিবেন, বিপদ অপরিহার্য্য হইলে কিরূপে তিনি আত্মরক্ষা করিবেন, তাহা চিন্তা করিয়া কোন সিদ্ধান্তেই উপনীত হইতে পারিলেন না। তাঁহার মনে হইল তাঁহাকে জীবনে কখন এরূপ সঙ্কটজনক অবস্থায় পতিত হইতে হয় নাই। কিন্তু বিপদ-জালে জড়িত হইয়া তিনি কখন নিরুৎসাহ হইতেন না; বিপদের মেঘ মস্তকের উপর ঘনীভূত হইয়া উঠিলে তাঁহার সাহস ও উৎসাহ বর্দ্ধিত হইত; তাঁহার চিন্তা-শক্তি প্রখর হইয়া উঠিত। তিনি জানিতেন টেক্কা সাধারণ অপরাধী নহে। তাহার শক্তি অসাধারণ, বুদ্ধির প্রাখর্য্যে ও চাতুর্য্যে সে দস্যুসমাজের শীর্ষস্থানীয়; তাঁহাকে আর কখন এরূপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হয় নাই। টেক্কা একটি প্রাচীন রাজ্যের অধীশ্বর, রাজশক্তি তাহার করায়ত্ত; তাহারই রাজধানীতে আসিয়া তাহাকে চূর্ণ ও বিধ্বস্ত করা কিরূপ কঠিন তাহা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না; তাহা জানিয়াও তিনি এই অসমসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন এই যুদ্ধে হয় তাঁহার না হয় টেক্কার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে; কিন্তু প্রাণের মমতায় তিনি পরাজয় স্বীকার করিবেন না, ইহাই তাঁহার স্থির সঙ্কল্প। চার-দুনো দলের বিলোপসাধন তখন তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়াছিল।

টেক্কা সাহসী, বলবান, ধূর্ত্ত, অসাধ্যসাধনে সমর্থ। কিন্তু সে কেবল একজনকে ভয় করিত—তিনি মিঃ ব্লেক। সে জানিত মিঃ ব্লেক ভিন্ন তাহার সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী পৃথিবীতে আর কেহই নাই; সে সারোভিয়ার অধীশ্বর হইয়াও মিঃ ব্লেককে নগণ্য মনে করিতে পারে নাই; তাঁহার শক্তিকে উপেক্ষা করা যে

কিরূপ ভ্রম, তাহা সে জানিত। টেক্কা বুঝিয়াছিল—এ যুদ্ধ যেন দানবের যুদ্ধ (battle of giants); কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে রাজনীতিক শক্তি প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহাতে অজেয় করিয়াছিল, মিঃ ব্লেক সেই শক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তিনি একাকী, যাঁহারা পরোক্ষভাবে তাঁহাকে সাহায্য করিতেছিলেন—তাঁহারা টেক্কার সহযোগীবৃন্দের তুলনায় নগন্য ব্যক্তি। টেক্কাকে তাহার সিংহাসন হইতে নামাইতে না পারিলে তাহার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার উপায় ছিল না; এইজন্য মিঃ ব্লেক ছদ্মবেশে বিপ্লববাদীদের দলে যোগদান করিয়াছিলেন। সারোভিয়ায় যে বিপ্লবানল প্রধূমিত ছিল, তাহা জ্বলিয়া উঠিয়া যদি রাজ-সিংহাসন ভস্মীভূত করে, সারোভিয়ায় রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়—তাহা হইলে টেক্কার অসাধারণত্ব বিলুপ্ত হইবে, মিঃ ব্লেক তাহার সমকক্ষ হইতে পারিবেন, ইহাই তিনি আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই আশা পূর্ণ করিতে হইলে রাজার যথেচ্ছাচার ও তাহার অনুষ্ঠিত বহু অপকর্ম্মের প্রতি প্রজাসাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তাহাদিগকে প্রচলিত গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে বাধ্য করিতে হইবে, এই ধারণা তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল।—কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তিনি সাধারণ-তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না; অরাজকতা দ্বারা কোন রাজ্যের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে—ইহা তিনি স্বীকার করিতেন না। তথাপি সারোভিয়া রাজ্যের শাসন নীতির আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা তিনি অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সারোভিয়ার প্রজা-সাধারণ যুগযুগান্ত হইতে রাজা ও রাজ-অমাত্যবর্গের অত্যাচারে কিরূপ নিঃস্ব হইতেছিল, তাহাদের স্বার্থ কি ভাবে বিধ্বস্ত হইতেছিল—তাহা তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি দেখিতেছিলেন সারোভিয়ায় ন্যায়বিচারের অভিনয় পরিহাসমাত্র; (justice was a mockery)—পঞ্চম কার্লের ন্যায় অপরাধপন্থী শাসনকর্ত্তার (Criminal ruler) শাসনে সারোভিয়া যে আর একটি ইউরোপীয় সমরের সূতিকাগারে (breeding ground of another Europian war) পরিণত হইতে পারে—ইহা তিনি অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সারোভিয়ার শাসননীতির পরিবর্ত্তনের কোন উৎকৃষ্টতর পন্থা থাকিলে মিঃ ব্লেক বিপ্লববাদীদের দলে যোগদান

না করিয়া সেই পন্থাই অবলম্বন করিতেন। তিনি একান্ত নিরুপায় হইয়াই অরাজকতার প্রশ্রয়দাতা বিপ্লববাদীদের পোষকতা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পঞ্চম কার্ল সিংহাসন চ্যুত না হইলে তাঁহার সঙ্কল্প-সিদ্ধির আশা ছিল না।

যে সকল বিপ্লববাদী সারোভিয়ায় সাধারণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহী হইয়াছিল—তাহাদের আন্তরিকতায় সন্দেহ করিবার কারণ ছিল না; কিন্তু তাহাদের মধ্যে 'গঠনশক্তির একান্ত অভাব ছিল; এতদ্ভিন্ন বিপ্লববাদীগণের মধ্যে এরূপ লোক একজনও ছিল না, যে নেতৃত্বভার গ্রহণ করিতে পারিত। তাহাদের অনেকেই রাজা কার্লকে হত্যা করিবার জন্য ব্যকুল হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু রাজাকে হত্যা করিয়া কিছুই লাভ হইবে না—ইহা তাহারা বুঝিতে পারিত না। মিঃ ব্লেক এইরূপ গুপ্ত হত্যাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—রাজাকে সিংহাসনত্যাগে বাধ্য করিতে পারে—এরূপ জনমত গঠিত করিয়া শাসন-সংস্কারের ব্যবস্থা করিবেন। কিন্তু সারনফ্, ড্রস্কি প্রভৃতি বিপ্লববাদীরাই তখন জনমত পরিচালিত করিতেছিল; এইজন্য তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিবার জন্য তাঁহার আগ্রহ হইল। তাঁহার মনে হইল তিনি রাজনীতিক নহেন, তাঁহার ন্যায় ডিটেক্‌টিভের এই চেষ্টা কি সফল হইবে? তিনি তাঁহার বেকার ষ্ট্রীটের গৃহে বসিয়া, তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী নর নারীগণকে যে উপদেশ দান করিতেন, সেই উপদেশের সহিত সারোভিয়ার রাজ-বিতাড়নের উপদেশের পার্থক্য কত অধিক—তাহা চিন্তা করিয়া তিনি মনে মনে না হাসিয়া থাকিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেক অধীর ভাবে পুনর্ব্বার ঘড়ির দিকে চাহিলেন। সারনফ্ তাঁহার নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিল—বেলা এগারটা হইতে বারটার মধ্যে একজন দূত পাঠাইবে; কিন্তু বারটাও বাজিয়া গেল—তথাপি সারনফের দূতের সন্ধান নাই! মিঃ ব্লেক উঠিয়া বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেই মুহূর্ত্তে একখানি মোটর-কার কাফের দ্বারে আসিয়া নিস্তব্ধ হইল। গাড়ীর দরজা খুলিবার শব্দও তিনি শুনিতে পাইলেন।

দুই তিন মিনিট পরে একটি দীর্ঘাঙ্গী রূপবতী তরুণী কাফের ভিতর প্রবেশ

করিল ; তাহার পরিধানে বাদামী রঙ্গের মেষলোমাবৃত কোট, লাল ফিতা-পরিবেষ্টিত টুপি তাহার মস্তকে এভাবে স্থাপিত যে, তাহার ললাট ও চক্ষু দুইটি তাহাতে ঢাকিয়া গিয়াছিল। তাহার কোটের দুই-তিনটি বোতাম খুলিয়া যাওয়ায় কোটের নিম্নস্থিত লোহিত পরিচ্ছদ লক্ষিত হইতেছিল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার কক্ষের বাহিরে আসিতেই সেই যুবতীর সহিত তাঁহার দৃষ্টি-বিনিময় হইল। মিঃ ব্লেককে দেখিবামাত্র সে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তিনি যুবতীকে চিনিতে পারিলেন, বিপ্লববাদীদের ভায়া ক্রুসির আড্ডায় তিনি তাহাকে দেখিয়াছিলেন। এই যুবতীই বিপ্লববাদীদের উৎসাহের শিখাস্বরূপিনী।

যুবতী মিঃ ব্লেককে ফরাসী ভাষায় বলিল, "আমার মাম রেড রোজা। মসিয়ে সারনফ আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আপনি বোধ হয় আমাকে চিনিতে পারিয়াছেন্ মসিয়ে বন্‌টেম ?"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যুবতীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নমস্কার ! আপনি আমাদের সহযোগিনী। সারনফ্ ও ড্রস্‌কির সংবাদ কি ?"

যুবতী বলিল, "ভালই আছে ; কিন্তু আপনার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য অত্যন্ত অধীর হইয়াছে। আমাদের নূতন আড্ডা আপনি বোধ হয় দেখেন নাই ; চলুন আপনাকে সেখানে লইয়া যাই। গাড়ী আমার সঙ্গেই আছে।"

মিঃ ব্লেক মুখ বাড়াইয়া রেড রোজার গাড়ীখানি দেখিয়া লইলেন, তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, "ঐ গাড়ী আপনার ? গাড়ীখানি ত সাধারণ লোকের গাড়ীর মত নয় ! এ গাড়ী যাহার, সে নিশ্চয়ই অনেক টাকার মালিক। যাহারা জন-সাধারণের নায়ক, বিলাসিতা তাহাদের অবশ্যবর্জ্জনীয়।"

রেড রোজা মিঃ ব্লেকের কথায় লজ্জিত হইল, তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল ; কিন্তু সে মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল, "উহা সারনফের গাড়ী। তাহার অর্থের অভাব নাই, আমাদের দলের মধ্যে তাহারই অবস্থা ভাল। কিন্তু আর আমাদের সময় নষ্ট করা উচিত নয়। শীঘ্র চলুন। বিশেষতঃ, আমার এখানে বিলম্ব করিতে সাহস হয় না ; তাহা সঙ্গতও নহে।"

রেড রোজা দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল। মিঃ ব্লেক আর্দ্দালীকে নিকটে

ডাকিয়া কি বলিলেন, তাহার পর ঘরে আসিয়া বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া তাহার হাতে দেওয়ার সময় তাড়াতাড়ি একখানি পত্র লিখিয়া দিলেন, এবং মৃদুস্বরে তাহাকে কি বলিলেন। আর্দ্দালী টাকাগুলি গণিয়া লইতে লাগিল। রেড রোজা দ্বার-প্রান্ত হইতে পশ্চাতে চাহিয়া বলিল, "শীঘ্র আসুন, মসিয়ে বন্‌টেম !"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "চলুন, আমি প্রস্তুত।" —তিনি রেড রোজার অনুসরণ করিলেন, তাহার পর গাড়ীতে উঠিয়া তাহার পাশে বসিলেন ; গাড়ী সবেগে গন্তব্য পথে ধাবিত হইল।

মিঃ ব্লেক মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আমাদের সহকর্ম্মিনী রোজাকে তুমি নিশ্চয়ই চেন ; কাল রাত্রে যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহাতে তাহার অত্যন্ত বিচলিত হইবারই কথা।—এখন সে কেমন আছে ?"

মিঃ ব্লেকের প্রশ্নে যুবতী সন্দিগ্ধদৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর হঠাৎ তাঁহার হাত ধরিয়া বলিল' "খড়খড়ির পাখীগুলা নামাইয়া দিন। পথে পুলিসের একজন ইন্‌স্পেক্টরকে দেখিতে পাইলাম ; সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছে মসিয়ে !"

মিঃ ব্লেক তৎক্ষণাৎ বাতায়নের খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিলেন ; তাহার পর মুখ ফিরাইয়া তাঁহার সঙ্গিনীর দিকে চাহিতেই দেখিলেন, তাহার হাতের পিস্তল তাঁহার ললাটে উদ্যত হইয়াছে !—ইহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ করিলেন না, তাঁহার মুখে ভয়েরও কোন চিহ্ন পরিস্ফুট হইল না।

মিঃ ব্লেক কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই সে দৃঢ় স্বরে বলিল, "মিঃ ব্লেক, আপনি এত সহজে ফাঁদে পা দিবেন—ইহা আশা করিতে পারি নাই। শুনিয়াছিলাম— আপনি অত্যন্ত চতুর লোক ; কিন্তু আমি অতি সহজেই আপনাকে মুঠায় পুরিয়াছি। আপনি যে অবস্থায় আছেন—ঠিক ঐভাবেই বসিয়া থাকুন, যদি চিৎকার করেন—তাহা হইলে—"

মিঃ ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "হাঁ, লু-তারা ! তোমার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছে ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারিব না ; কিন্তু আমি তোমাকে চিনিতে পারিলেও কেন যে—"

মিঃ ব্লেক হঠাৎ নীরব হইলেন, রেড রোজার বেশধারী লু-তার্ঁা ক্রুদ্ধ নেত্রে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিতে উদ্যত হইল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, "আমাকে গুলী করিতে নিশ্চয়ই তোমার সাহস—"

কিন্তু মিঃ ব্লেকের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। তিনি হঠাৎ ঘুরিয়া পড়িলেন; কারণ পিস্তলের মুখ হইতে সেই মুহূর্ত্তেই অত্যন্ত পাতলা বাষ্পবৎ কি একটা পদার্থ সবেগে নিঃসারিত হইয়া তাঁহার চোখে মুখে লাগিল। তাঁহার মনে হইল তাঁহার চক্ষুতে সূচী বিদ্ধ হইল; তিনি অসহ্য যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করিলেন। তাঁহার দৃষ্টিশক্তি যেন বিলুপ্ত হইল; তিনি লু-তার্ঁাকে ধরিবার জন্য ব্যগ্রভাবে দুই হাত প্রসারিত করিলেন।

কিন্তু তিনি আর যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল, তিনি হাঁপাইতে লাগিলেন, এবং শ্বাসগ্রহণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কেহ সবলে গলা টিপিয়া ধরিলে যেরূপ অবস্থা হয়—তাঁহার সেই অবস্থা হইল। তাঁহাব উভয় চক্ষু হইতে জলের ধারা বহিতে লাগিল; এবং তাঁহার কর্ণকুহরে বজ্রধ্বনিবৎ সুগম্ভীর শব্দ ধ্বনিত হইতে লাগিল। অবশেষে তিনি তাঁহার উরুদেশে তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাত-বেদনা অনুভব করিলেন, এবং তাঁহার নয়ন সমক্ষে উজ্জ্বল জ্যোতি-মেখলা উদ্ভাসিত হইয়া, মুহূর্ত্তেই গাঢ় অন্ধকার-যবনিকা তাঁহার চক্ষুর উপর প্রসারিত হইল। তিনি অতি কষ্টে একবার শ্বাস গ্রহণ করিয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন। তাঁহার অসাড় দেহ গাড়ীর ভিতর ঢলিয়া পড়িল।

ষষ্ঠ তরঙ্গ
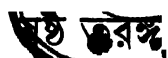
মিঃ হ্যান্সনের কথা

কাজ, কাজ ভিন্ন আমি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না, আমি কাজ চাই। হঠাৎ আমার কাজ জুটিয়া গেল। সেই কথাই বলিতে বসিয়াছি; কিন্তু রচনা-কৌশলে আমি সুদক্ষ নহি, এ জন্য কথাগুলি ঠিক গুছাইয়া লিখিতে পারিব কি না সন্দেহ। আমার হাতে পিস্তল যে ভাবে চলে, কলম সে ভাবে চলে না।

আমার নিগ্রো ভৃত্য ব্যাংএর কাছে যে মুহূর্ত্তে জানিতে পারিলাম টেক্কার অনুচর বামন টনি আমার ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল সেই মুহূর্ত্তেই বুঝিতে পারিলাম টেক্কা আমাকে সন্দেহ করিয়াছে; ব্লেক ও পেজের সহিত আমার যে সকল কথা হইয়াছিল তাহা সে টনির নিকট কিছু কিছু জানিতেও পারিয়াছে। তখন আমি নিজের বিপদের কথা ভুলিয়া ব্লেকের সঙ্কটের কথাই চিন্তা করিতে লাগিলাম। তাঁহাকে সতর্ক করিবার জন্য অধীর হইলাম, কিন্তু কাফে রয়েলে গিয়া তাঁহার দেখা পাইব কি না বুঝিতে পারিলাম না। তখন বেলা প্রায় একটা।

তথাপি আমি চেষ্টার ত্রুটি করিলাম না। আমি মিঃ ব্লেকের সন্ধানে 'কাফে রয়েলে' যাইবার জন্য হোটেল ওরিয়েন্টালের বাহিরে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করিলাম; ইঁদুরের খাঁচার সহিত তাহার তুলনা চলিতে পারে। (compared to the rat-trap) সেই রথের সারথী আমার নিকট ত্রিশ আক্কা (thirty akkas) ভাড়া লইয়া আমাকে কাফে রয়েলের বাহিরে নামাইয়া দিল।

আমি কাফে রয়েলে প্রবেশ করিয়া বন্ধু ব্লেকের অনুসন্ধান করিলাম; কিন্তু কোথাও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। অবশেষে গোম্‌সামুখো একটা আর্দ্দালীকে বলিলাম, "ও হে মিঞাজি, এখানে পাকা গোঁফওয়ালা একটি লোককে দেখিয়াছ, তাঁহার মাথায় ছিল প্যানামা হ্যাট; আর নামটি বন্‌টং।"

আমার কথা শুনিয়া আর্দ্দালীটা কড মাছের মত চক্ষু স্থির করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি আর্দ্দালী মানুষ, সহজ ইংরাজী বুঝিতে পার না? এই লোকটির সঙ্গে এখানে আমার বেলা সাড়ে এগারটার সময় মোলাকাত করিবার কথা ছিল।"

আর্দ্দালী মাথা নাড়িয়া বলিল, "না মসিয়ে, আমি ইংরাজীতে কথা বলিতে পারি না।"— (I no spika da Ingleese)

আমি তাহাকে বলিলাম, "চুলোয় যাক ইংরাজী! আমাকে এক গ্লাস বিয়ার দাও।"

আর্দ্দালীটা আমার এ কথা বুঝিতে পারিল; আমি একখান চেয়ারে বসিয়া বিয়ার পান করিতে করিতে একটি দীর্ঘদেহ দাড়িওয়ালা লোককে দেখিতে পাইলাম; তাহার মুখ মৃতের মুখের মত সাদা, চক্ষু নিষ্প্রভ। সে একবার ঘড়ির দিকে একবার আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাতের নখ কামড়াইতে লাগিল।

আমি গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া তাহাকে বলিলাম, "তুমি ইংরাজীতে কথা বলিতে পার?"

লোকটি হাসিয়া বলিল, "হাঁ পারি মসিয়ে! তুমি বোধ হয় আমেরিকান। আমার অনুমান সত্য কি না?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, আমার বাড়ী নিউ ইয়র্কে। তুমি এই আর্দ্দালীটাকে জিজ্ঞাসা কর—সে আজ সকালে পাকা দাড়ি গোঁফওয়ালা কোন ভদ্রলোককে এখানে দেখিয়াছিল কি না?—সেই লোকটির নাম মসিয়ে বন্‌টং।"

লোকটি আমার কথা শুনিয়া আর্দ্দালীটাকে সেই দেশের ভাষায় কি জিজ্ঞাসা করিল; নলের ভিতর হইতে জল পড়িবার সময় যেরূপ শব্দ হয়, লোকটির মুখের ভিতর হইতে সেইরূপ শব্দ বাহির হইতে লাগিল; আমি তাহার কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাহার কথা শুনিয়া আর্দ্দালীটা মুখ টিপিয়া হাসিল। তাহার হাসি দেখিয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল। যাহা হউক, ভদ্রলোকটি আর্দ্দালীর উত্তর শুনিয়া বলিল, "হাঁ, মসিয়ে সেই ভদ্রলোকটি এখানেই ছিলেন,

কিছু কাল আগে একটি যুবতীর সহিত একখানি মোটর-কারে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তিনি চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে একখানি পত্র রাখিয়া বলিয়া গিয়াছেন—ওরিয়েণ্টালে মিঃ রফ্ হ্যান্সন নামক ভদ্রলোকের নিকট পত্রখানি যেন পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আর্দ্দালী কোন ছেলে-ছোকরাকে হাতের কাছে না পাওয়ায় পত্রখানি সেখানে পাঠাইতে পারে নাই।”

আমি বলিলাম, “মসিয়ে বন্টং পত্র রাখিয়া গিয়াছেন? আমারই নাম ত রফ্ হ্যান্সন। সে পত্র কোথায়?”

আমার পকেটে একখামি লেফাপা ছিল, তাহা বাহির করিয়া আমার নামটি তাহাকে দেখাইলাম, তখন সেই লোকটি আর্দ্দালীটাকে আমার কথা বুঝাইয়া দিল। আমি সত্য কথা বলিয়াছি—ইহা বুঝিতে পারিয়া আর্দ্দালী আমার হাতে একখানি লেফাপা দিল। তাহার উপর আমাব নাম ও হোটেলের ঠিকানা লেখা ছিল। আমি পত্রখানি খুলিয়া ব্লেকের হস্তাক্ষর দেখিতে পাইলাম; কিন্তু পত্রখানি সাঙ্কেতিক ভাষায় লিখিত। আমি পিটম্যানের (Pitman) সাঙ্কেতিক ভাষা জানিতাম; সুতরাং পত্রখানি পাঠ করিতে আমার অসুবিধা হইল না।

পত্রখানি সংক্ষিপ্ত, তাহাতে তিন ছত্রের অধিক লেখা ছিল না। আমি পাঠ করিলাম, “এক্স ৯৮৩২ নং কারের অনুসরণ কর। চার-তুনোর ফাঁদ বলিয়াই আশঙ্কা করিতেছি। সারনফের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিবে। আমাকে কোথায় লইয়া যায় সন্ধান লইবে। আমি সুযোগ পাইলেই সংবাদ দিব।—বি।”

আমি বিশেষ কিছু জানিতে না পারিলেও ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিলাম। সেই দাড়িওয়ালা লোকটি কৌতূহল ভরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “তুমি কি মসিয়ে বনটেমের বন্ধু?”

আমি বলিলাম, “হাঁ।”—কিন্তু আমার মনে একটা খট্‌কা বাধিল। আমি তাহাকে বলিলাম, “তুমি কি সারনফ? সত্য বল?”

লোকটি একবার চারি দিকে চাহিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল, “হাঁ, সত্য।”

অতঃপর আমি কি করিব—তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। ব্লেককে খুঁজিয়া

বাহির করিতে হইবে; বামন টনি আমাদের গুপ্তকথা শুনিয়া গিয়াছে—এ কথা তাঁহাকে না জানাইলে চলিবে না। বিপ্লববাদীদের সংস্রবে আসিবার জন্য মিঃ ব্লেক ত আমাকে উপদেশই দিয়াছেন।

আমি আর বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট করিতে পারিলাম না। আমাকে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে হইল। মিঃ ব্লেক আমাকে কি উপদেশ দিয়াছেন—তাহা স্মরণ করিয়া সারনফকে বলিলাম, "বন্ধু, তোমার সহিত পরিচয় হওয়ায় সুখী হইলাম। মসিয়ে বন্‌টেম আমাকে তোমার সহিত পরিচিত করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন

সারনফ আমার কথা শুনিয়া একটু হাসিল মাত্র।

আমি পুনর্ব্বার বলিলাম, "আমি এখানে তাঁহার সঙ্গে কোন প্রয়োজনে দেখা করিতে আসিয়াছিলাম। তিনি বোধ হয় আমার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শেষে আমাকে না দেখিয়া আমার জন্য পত্র লিখিয়া-রাখিয়া চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু কোথায় গিয়াছেন কিরূপে বলিব?"

আর কোন কথা না বলিয়া আমি স্তব্ধভাবে ভাবিতে লাগিলাম। আমি তখন বড়ই অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম। টেক্কা যদি আমার কপটতা বুঝিতে পারিয়া থাকে—তাহা হইলে আমাকে জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। ব্লেক ফাঁদে পড়িয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছেন। যদি চার-দুনো দল তাঁহাকে সত্যই ফাঁদে ফেলিয়া থাকে—তাহা হইলে তাঁহাকে উদ্ধার করাই আমার প্রথম কর্ত্তব্য। তিনি ত আমাকে সে জন্য চেষ্টা করিতেই উপদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু ব্লেক চতুর লোক; তিনি চার-দুনো দলের ফাঁদে হয় ত স্বেচ্ছাক্রমেই ধরা দিয়াছেন। তিনি বিপন্ন হইতে পারেন—এরূপ সন্দেহের কারণ সত্ত্বেও সেই যুবতীর সঙ্গে কেন গিয়াছেন? তিনি ত না যাইলেই পারিতেন। তিনি আমাদের অজ্ঞাতসারে একাকী কোন চাল চালিবার জন্য এরূপ করিয়া থাকিলে তাহাতে বিস্ময়ের কারণ নাই। সারনফের দলের সহিত যোগদান করাই এখন আমার উচিত মনে হইল।

আমি সারনফকে বলিলাম, "দেখ বন্ধু, আমার বড়ই দুশ্চিন্তা হইয়াছে। মসিয়ে বন্‌টেম আমাকে বলিয়াছিলেন তিনি এখানে লুকাইয়া আছেন; কারণ

তাঁহার সন্দেহ কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা করিতেছে। তিনি আমাকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার পরিবর্ত্তে কাজ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।"

সারনফ ক্ষণকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার সেই দৃষ্টি স্থির, কিন্তু অন্তর্ভেদী। আমি জানিতাম ইহারা নরহত্যায় অকুণ্ঠিত! বিশ্বাসঘাতক মনে করিয়া চার-চুনো দল আমাকে হত্যা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে; আবার যদি এই বিপ্লববাদীরা জানিতে পারে আমি রাজার পক্ষাবলম্বন করিয়াছি—তাহা হইলে ইহারাও আমাকে হত্যা করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। আমার উভয়-সঙ্কট!

সারনফ হঠাৎ গম্ভীর স্বরে আমাকে বলিল, "মিঃ হ্যান্সন, তুমি কে?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আমি?—রুফ্ হ্যান্সনের নাম জানে না কম্যুনিষ্ট দলে এরকম লোক কেহ আছে না কি? যদি থাকে, তাহাকে আমি নিশ্চয়ই কম্যুনিষ্ট বলিয়া স্বীকার করি না।"

সারনফ হাসিয়া বলিল, "যে সকল ত্যাগী পুরুষ পৃথিবীর সর্ব্বত্র রাজতন্ত্র বিধ্বস্ত করিয়া সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন পণ করিয়াছেন তুমি তাঁহাদেরই অন্যতম?"

তাহার কথা শুনিয়া আমার ললাটের একটি শিরাও কম্পিত হইল না; আমি অচঞ্চল স্বরে বলিলাম, "বন্ধু, আমি ব্রুকলিন লজের সম্পাদক।"—যে সকল মার্কিন বোলসী (bolshies) ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে তাহাদের সাম্যমন্ত্র প্রচারিত করিত তাহাদের দলের অনেককে চিনিতাম, এবং তাহাদের রীতি নীতিও আমার সুবিদিত ছিল। আমার দুই একটি কথা শুনিয়া সারনফের বিশ্বাস হইল আমি সত্য কথাই বলিয়াছি। সে আমার করমর্দ্দন করিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার পরিচয়-পত্র, হ্যান্সন?"

আমি বলিলাম, "তাহা আনিবার ত প্রয়োজন ছিল না। হোবোকেনে একটা বোমাবিভ্রাটের জন্য পুলিশ আমাকে সন্দেহ করিয়া গ্রেপ্তারের চেষ্টা করে। আমি প্যারিসে পলায়ন করিয়া কিছু দিন লুকাইয়া থাকি, সেখানে বন্‌টংএর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়; তিনি আমাকে বলেন—কার্য্যদক্ষ সহযোগীদের সহায়তা

ভিন্ন তোমরা আরব্ধ কাজ শেষ করিতে পারিতেছ না। তাঁহার অনুরোধেই আমাকে এ দেশে আসিতে হইয়াছে।—ইহার পরেও কি আমার পরিচয়-পত্র দেখিবার প্রয়োজন হইবে?"

আমার কথা শুনিয়া সারনফ উঠিয়া দাঁড়াইল; সে এই সকল অকাট্য প্রমাণ পাইয়া আমাকে অবিশ্বাস করিতে পারিল না। আমিও সতর্ক ভাবে তাহার অনুসরণ করিবার সঙ্কল্প করিলাম।

সারনফ বলিল, "আমার সঙ্গে চল বন্ধু! মসিয়ে বন্‌টেম ঠিক সময়ে পুনর্ব্বার তোমাকে সংবাদ দিবেন। যাঁহারা আমাদের দলে যোগদান করিয়া সমগ্র ইউরোপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও কাহারও সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিব।"

আমি বলিলাম, "চল। আর বিলম্ব করিবার প্রয়োজন কি?"

সারনফ পথে আসিয়া একখানি ড্রইকা (গাড়ী) ভাড়া করিল, আমরা উভয়ে তাহাতে উঠিয়া বসিলাম। ড্রইকা বেতো-রোগীর মত কাঁপিতে কাঁপিতে গলির পর গলি অতিক্রম করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল।

আমি গাড়ীতে বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম—অতঃপর কি কাণ্ড ঘটিবে? ব্রেক কোথায়? টেকা আমাদের কথা কতটুকু জানিতে পারিয়াছে? ইহারাই বা আমাকে কি চোখে দেখিবে? যদি বিপ্লববাদীরা বুঝিতে পারে—গোয়েন্দাগিরিই আমার পেশা এবং মসিয়ে বন্‌টেম ইংরাজ ডিটেক্‌টিভ, তাহা হইলে আমরা কিরূপে আত্মসমর্থন করিব? কাহারা আমাদের অধিকতর ভয়ানক শত্রু হইবে? চার-ছুনো দল, না এই বিপ্লববাদীরা? আমার সাহস অপেক্ষা কৌতূহলই প্রবল হইয়া উঠিল।

হঠাৎ সারনফের মুখের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম সে আমার দিকে চাহিয়া আছে, বোধ হইল আমার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। সুতরাং আমি তাহাকে অন্যমনস্ক করিবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি বলিলাম, "কাল অগ্নিকাণ্ডে তোমাদের আড্ডাটি বিধ্বস্ত হওয়ায় ড্রস্‌কির মনের ভাব কিরূপ হইয়াছে? সে কেমন আছে?"

সারনফ বলিল, "তাহার মনে আঘাত লাগিয়াছে, সে অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে।—কিন্তু আমাদের বন্ধু বন্‌টেম সেই অগ্নিকাণ্ডের সময় যে সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাহা অতুলনীয়, অদ্ভুত। তিনি সেই অগ্নিস্রোতের মধ্যে এভাবে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন—যেন তাহা আগুন নহে, জল। অগ্নির লেলিহান জিহ্বা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নৃত্য করিতেছিল; কিন্তু তিনি মুহূর্ত্তের জন্য কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। দৈত্যের ন্যায় তিনি সেই অগ্নিরাশির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনিই ড্রস্‌কির জীবন রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার সহায়তা ব্যতীত বিকলাঙ্গ ড্রস্‌কির প্রাণরক্ষার উপায় ছিল না। ড্রস্‌কি আমাদের দলের পরিচালক—নেতা; মসিয়ে বন্‌টেমের প্রতি তাহার গভীর কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছি।"

আমি বলিলাম, "বন্‌টং অসাধারণ সাহসী পুরুষ।—আমি আরও দুই চারি জন সাহসী ইউরোপীয়কে জানি; কিন্তু মসিয়ে 'বন্‌টং' যেমন সাহসী, সেইরূপ ধীর। তাঁহার মস্তিষ্কের না হৃদয়ের—কিসের অধিক প্রশংসা করিব বলিতে পারি না। বিপ্লববাদীদের এরূপ হিতৈষী বান্ধব ফরাসী জাতির মধ্যে আর নাই।"

মসিয়ে বন্‌টেম সুবিখ্যাত বৃটিশ ডিটেক্‌টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক, এবং তিনি বিপ্লববাদকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন,—সারনফের দল কি তাহা স্বপ্নেও জানিতে পারিয়াছিল?—সারনফ আর কোন কথা না বলিয়া নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

আমরা বাজারের একটি গলির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইলাম। পথের দুই ধারে দোকান, কোন দোকানের সম্মুখে নানা বর্ণের চর্ম্ম প্রসারিত, কোন দোকানের দেওয়ালগুলি নানাপ্রকার বস্ত্রদ্বারা অচ্ছাদিত। দোকানের ছাদে ছেলে মেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করিতেছিল; অট্টালিকার দ্বিতলে নারীরা উচ্চৈঃস্বরে কলহ করিতেছিল,—কেহ কেহ বা বাতায়ন খুলিয়া পথের দিকে চাহিতেছিল। সেই পল্লীটি ক্রাকভের পূর্ব্ব-পল্লী। নিউইয়র্কের পূর্ব্ব-পল্লীর অবস্থাও প্রায় এইরূপ। ... না। কিন্তু

পথিমধ্যে হঠাৎ গাড়ী থামিয়া ... সুন্দরী বটে!

গাড়োয়ানকে ভাড়া দিল। তাহার ইঙ্গিতে আমিও গাড়ী হইতে নামিয়া তাহার সঙ্গে আর একটি গলির ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেই গলির এক প্রান্তে একখানি বাড়ী ছিল—সেই অট্টালিকার ছাদ সমতল, সম্মুখে খিলান করা দেউড়ি, অট্টালিকার সম্মুখস্থ আঙ্গিনায় একটি তাল গাছ। অট্টালিকার বাতায়ন-গুলিতে লোহার গরাদে সন্নিবিষ্ট। দামাস্কস্ নগরে এই প্রকার অট্টালিকা অনেক দেখিয়াছি।

সারনফ সেই অট্টালিকার দিকে অঙ্গুলী প্রসারিত করিয়া বলিল, "ঐ আমাদের নূতন অড্ডা।"

আমি সেই আড্ডায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমার জোড়া পিস্তল উইলী-ওয়ালী ঠিক আছে কি না দেখিবার জন্য উভয় হস্তে ঝাঁকুনী দিলাম। পিস্তল দুটি তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া আমার মুঠায় আসিল, আমার হস্তে তাহাদের লক্ষ্য অব্যর্থ। সারনফ তাহা বুঝিতে পারিয়া মুখ বাঁকাইল, তাহার পর আমাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল, "ভয় নাই বন্ধু! বনটেমের বন্ধু-মাত্রেই আমাদের আদরের পাত্র। ভিতরে চল ড্রস্কি তোমার সহিত পরিচিত হইয়া আনন্দ লাভ করিবে।"

গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়া সারনফ দ্বারে তিনবার মৃদু করাঘাত করিয়া হুইশ্ল দিল। দ্বারে একটি ছিদ্র ছিল, সেই ছিদ্রপথে দাড়ি গোঁফে আবৃত একখানি মুখ দেখিতে পাইলাম। সেই ব্যক্তি সারনফকে দেখিয়া নিঃশব্দে দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলাম; সেই কক্ষটি অনুচ্চ ও সুদীর্ঘ। সেই কক্ষে আলোক প্রবেশের পথ রুদ্ধ থাকায় অন্ধকারে প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না; অবশেষে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া একখানি টেবিলের চারি দিকে দ্বাদশজন পুরুষ ও তিনজন রমণীকে উপবিষ্ট দেখিলাম। এতদ্ভিন্ন একখানি ক্ষুদ্র চৌকির উপর একটি মূর্ত্তি দেখিলাম—তাহা মানুষ কি না প্রথমে বুঝিতে পারিলাম না। তাহার মুখ পিশাচের মুখ অপেক্ষা অল্প কদর্য্য নহে, মুখের ভঙ্গি অত্যন্ত বিকট।

তোমাদের ... আকার প্রকার দেখিয়া মন অশ্রদ্ধায় ভরিয়া উঠিল; আমি দুই

সে কেমন আছে?" ... ন করিলাম—সে ড্রস্কি!

আমার অনুমান মিথ্যা নহে। ড্রস্‌কিই বটে! সারনফ আমাকে তাহার সহিত পরিচিত করিল; অন্যান্য বিপ্লববাদীরা আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষ ড্রস্‌কি যেন হাঁড়ীর ভিতর হইতে আওয়াজ বাহির করিয়া আমাকে বলিল, "আসুন বন্ধু! বন্‌টেমের সকল বন্ধুর পক্ষেই এ গৃহ অবারিতদ্বার। সেই সাহসী বীর পুরুষ এখন কেমন আছেন?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "ভাল আছেন বটে, কিন্তু আমি তাঁহার জন্ম অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছি; শত্রুরা তাঁহার অনুসরণ করিতেছে। পরে তাঁহার সংবাদ পাইবার আশা আছে।"

ড্রস্‌কি বলিল, "শত্রুরা শীঘ্রই তাঁহার অনুসরণে নিবৃত্ত হইবে। স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রীর নামে কেবল সারোভিয়া নহে, সমগ্র পৃথিবী আমরা জয় করিব।"

ড্রস্‌কি অদ্ভুত মানুষ। লোকটির স্বদেশ-প্রেমে অতিরিক্ত গোড়ামী ছিল, কিন্তু তাহার আন্তরিকতায় সন্দেহের কারণ ছিল না। সারনফ তাহার পাশে গিয়া তাহার কাণে কাণে কি বলিল; তাহা শুনিয়া ড্রস্‌কি একবার তীব্র দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু আমি তাহার দৃষ্টিপাতে সঙ্কুচিত হইলাম না। আমি তাহার সহযোগীগণের মুখের দিকে চাহিয়া প্রত্যেকের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করিতে লাগিলাম, কিন্তু তাহাদের কাহাকেও প্রথম শ্রেণীর গোলন্দাজ বলিয়া মনে হইল না; অথচ তাহারা সকলেই বিপ্লববাদী, বোধ হয় প্রথম শ্রেণীর বাক্যবীর। হঠাৎ একটি রমণী তাহার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাত দিয়া চেয়ারের হাতা ধরিয়া, নড়িয়া-চড়িয়া সোজা হইয়া বসিল। তাহার পরিচ্ছদ ডগ্‌ডগে লাল। সে পূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। আমিও তাহার মুখের দিকে চাহিলাম। দেখিলাম সুন্দরী বটে; তাহার ওষ্ঠ দুটি ডালিম ফুলের মত লাল, এবং সুকোমল। চক্ষু দুটি—জানি না কাহার সহিত সেই চক্ষুর তুলনা করিব—কারণ মুখের বর্ণনায় আমি অনভ্যস্ত। (I 'm no hand at describing faces.) আমি অধিকাংশ সময় তাহাদের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করি না; তাহারাও আমার জীবন যৌবনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। কিন্তু এই যুবতীকে দেখিয়া আমার ধারণা হইল—হাঁ সুন্দরী বটে!

যুবতীর দৃষ্টি কঠোর, সে আমার মুখের দিকে কটমট করিয়া চাহিতে লাগিল কিন্তু আমি তাহাতে বিচলিত হইলাম না। নারীর পরুষ দৃষ্টিতে অভিভূত হইব, আমার প্রকৃতি সেরূপ দুর্ব্বল নহে। সে আমার মুখের দিকে ঐ ভাবে চাহিয়া আমার হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখিয়া লইবে—এইরূপ আশা করিয়াছিল কি না জানি না; কিন্তু তাহার সেরূপ আশা থাকিলে তাহা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল ছিল না। আমার মুখদর্পণে কখনও আমার অন্তরের ভাব প্রতিফলিত হইত না।

যুবতী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিল, "কারিলফ্!"

তাহার কথা শুনিবামাত্র বিপ্লববাদীরা এক সঙ্গে লাফাইয়া উঠিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, সকলেই সক্রোধে হুঙ্কার দিয়া উঠিল; তাহার পর তাহাদের হাতের পিস্তল আমার মাথার উপর উদ্যত হইল। আমার জোড়া পিস্তল চক্ষুর নিমিষে দুই হাতের মুঠোর ভিতর আসিয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া তাহারা বিস্ময় দমন করিতে পারিল না। নিরস্ত্র হাতে ঐ ভাবে অদৃশ্য পিস্তলের সমাগম তাহারা পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছিল কি না সন্দেহ। তাহারা বোধ হয় ইহা ইন্দ্রজাল বলিয়া সন্দেহ করিল।

ড্রস্কি দৃঢ়স্বরে বলিল, "রোজা, এরূপ ব্যবহারের কারণ কি?"

যুবতী বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "চাচা, আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কি? কারিলফ্‌কে আমরা বিশ্বাস করিয়াছিলাম; কিন্তু সে আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছিল। সে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর। এই আমেরিকানও—"

যুবতীর কথা শুনিয়া আমি হাসিয়া ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলাম। দুই হাত তুলিয়া মুঠা খুলিলাম; উইলি ও ওয়ালী তৎপূর্ব্বেই অদৃশ্য হইয়াছিল। তখন আমি সমাগত সভ্য-বৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "বন্ধুগণ, আমার যাহা বলিবার আছে—তাহা না শুনিয়া আমার প্রতি অবিচার করিও না। আমি তোমাদিগকে মনের কথা বলিতেছি, তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পার। আমি রাজা কার্লকে আমার সকল শত্রু অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করি।—তাহাকে ঘৃণা করিবার যথেষ্টকারণ আছে। আমি তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করিতেছি—আমিই

তাহাকে বিধ্বস্ত করিব; যত শীঘ্র পারি—সেজন্য চেষ্টার ত্রুটি করিব না, এবং সুযোগ পাইলে সে সুযোগ নষ্ট করিব না। আমার এই অঙ্গীকার যে কোন ব্যক্তির সপথ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য।"

ড্রস্‌কি সোৎসাহে বলিল, "শোন, শোন। পুরুষের মত কথা বটে।"

আমি বলিলাম, "যদি আমি খাঁটি লোক না হইতাম, তাহা হইলে বন্‌টং কি আমাকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিতেন? কারিলফ ছদ্মনামধারী ইংরাজ গোয়েন্দা, ইহা আমি কিরূপে জানিতে পারিলাম? লেভিনস্কি তাহাকে গুলী করিয়া মারিয়াছে—ইহাই বা কিরূপে জানিলাম? আরও দেখুন—"

ড্রস্‌কি আমার কথায় বাধা দিয়া বলিল, "যথেষ্ট হইয়াছে, আর বলিতে হইবে না। রোজা, উঁহার এই কথাতেই তোমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।" —ড্রস্‌কির একখানি হাত ছিল না, সে অন্য হস্ত উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া এরূপ ভঙ্গিতে কথাগুলি বলিল যে, তাহা সেই সভার প্রত্যেক সভ্যের হৃদয় স্পর্শ করিল। ড্রস্‌কি পঙ্গু হইলেও তাহার মস্তিষ্ক বিলক্ষণ সতেজ ছিল, তাহার ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট। আমি তাহার মতের সমর্থন না করিতে পারিলেও লোকটিকে আমার পছন্দ হইল। ড্রস্‌কির কথা শুনিয়া রোজা যেন একটু লজ্জিত হইল; তখন আমি মুরুব্বির মত তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলাম, "সহযোগিনি! তুমি নিরুৎসাহ হইও না, স্ফূর্ত্তি কর, ভয়ের কোন কারণ নাই।"

আমার কথা শুনিয়া রোজার চক্ষু উজ্জ্বল হইল; মুহূর্ত্ত পরে সে কোমল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল। বুঝিলাম চেষ্টা করিলে তাহাকে সংযত করিয়া রাখা অসাধ্য নহে; কিন্তু আমি চিরদিনই নারীর মনোরঞ্জনে অসমর্থ।

কয়েক মিনিট কেহই কোন কথা বলিল না, অবশেষে সারনফ বলিল, "বন্ধুগণ, আমার এই বন্ধু আটলাণ্টিকের অপর পার হইতে আসিয়া আমাদের দলে যোগদান করিলেন, আমরা সাদরে ইঁহার অভ্যর্থনা করিতেছি। আমরা পৃথিবীর পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করিয়াও পশ্চিমাঞ্চলের প্রভাবে উন্নতি-পথে অগ্রসর হইতে পারিব—তাহার যথেষ্ট সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। আমাদের সহযোগী হ্যানসন মসিয়ে বন্‌টেমের বন্ধু।' আজ মসিয়ে বন্‌টেম আমাদের এই সভায় যোগদান করিতে পারেন নাই,

ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়; কিন্তু আমাদের আশা আছে—তিনি শীঘ্রই এখানে আসিতে পারিবেন।”

সভ্যগণ সারনফের উক্তির সমর্থন করিল। তাহারা মিঃ ব্লেকের অদর্শনে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে—স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম। আমারও উৎকণ্ঠার সীমা ছিল না; আমার ক্রমাগত মনে হইতে লাগিল, ব্লেক কোথায়? তাঁহার কি বিপদ ঘটিল? টেক্কা আমার সম্বন্ধেই বা কিরূপ ধারণা করিয়াছে?—আমাকে কিরূপ বিপন্ন ও বিড়ম্বিত হইতে হইবে তাহা অনুমান করিতে পারিলাম না।

সারনফের কথা শেষ হইলে ড্রস্‌কি আমাকে ইঙ্গিতে জানাইল, সভায় দাঁড়াইয়া আমার কিছু বলা প্রয়োজন। কিন্তু আমি বাগ্মী বলিয়া কোন দিন পরিচিত হইতে পারি নাই; এমন কি, দু'টি কথা এক সঙ্গে বলিব সে শক্তিও আমার ছিল না। আমি কেবল জানিতাম—আমার উইলি ও ওয়ালিকে কি করিয়া কথা কহাইতে হয়। আমার নিকট তাহাই সকল বক্তৃতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে হইল। (Willy and Wally are my most effective speeches.)

আমি কম্পিত পদে সভ্যমণ্ডলীর সম্মুখে দাঁড়াইলাম, তাহার পর জড়িত স্বরে বলিলাম, “বন্ধুগণ!”

তাহার পর কি বলিব স্থির করিতে পারিলাম না। আমার মুখ হইতে আর একটি কথাও বাহির হইল না। দারুণ সঙ্কটে পড়িলাম; মনে হইল যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক সঙ্কট-জনক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি। রোজা আমার সম্মুখে বসিয়া ছিল—সে আমাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য করতালি দিল, কি আমাকে ঐ ভাবে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করিল তাহা বুঝিতে পারিলাম না। সে মুহূর্ত্তের জন্য আমার মুখ হইতে দৃষ্টি ফিরাইল না; তাহার উজ্জ্বল চক্ষু দুটি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার হাসি দেখিয়া আমার রাগ হইল। বোকার মত দাঁড়াইয়া থাকিলে বড়ই অপদস্থ হইব বুঝিয়া আমি ধীরে ধীরে বলিতে আরম্ভ করিলাম, “বন্ধুগণ! আমি অধিক কথা বলিতে শিখি নাই। আমি জানি যাহারা কাজ করে—তাহারা অধিক কথা বলে না, বলিতে পারে না। কার্য্যেই তাহাদের পরিচয়, বাক্যে নহে। আমি কাজ ভালবাসি, কাজ করি। নিউ ইয়র্কে

সকলে আমাকে হাড়পাকা হ্যান্‌সন বলে। কঠিন পরিশ্রমে আমার হাড় পাকিয়া গিয়াছে ; আমার ঐ উপনামটি অনর্থক নহে।—আপনারা এদেশের সিংহাসন হইতে রাজাটাকে সরাইতে চাহেন। এ জন্য আপনারা নানা ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। আমি আপনাদিগকে এই কার্য্য করিতে উপদেশ দিব না, ইহা করিতে নিষেধও করিব না ; কিন্তু আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, যাহার ব্যবহারে প্রজাবর্গ নিত্য নানা ভাবে উৎপীড়িত হইতেছে—যে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে রাজ্যের কল্যাণের আশা নাই—সেই টে—”

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আমি সামলাইয়া লইলাম। টেক্কার নামটা আমার মুখ দিয়া প্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল!—তখনই মনে হইল রাজা পঞ্চম কার্ল্‌ই যে সুপ্রসিদ্ধ দস্যুদলপতি টেক্কা ইহা সারোভিয়া প্রজা-সাধারণের অবিদিত থাকাই সম্ভব, এবং এই বিপ্লববাদীদের সভায় সে কথা প্রকাশ করিবার অধিকারও আমার নাই ; এই জন্য আমি হঠাৎ থামিয়া বলিলাম—“সেই রাজা পঞ্চম কার্ল্‌কে ইহলোক হইতে অপসারিত করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বলিয়া আমি বিশ্বাস করি। আপনারা এ জন্য হয় ত বোমার সাহায্য গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছেন। অন্য উপায়ের কথাও আপনাদের মাথায় আসিয়া থাকিতে পারে ; কিন্তু আমি ঐ সকল উপায় অব্যর্থ বলিয়া মনে করি না। সেই সকল উপায় কার্য্যে পরিণত করিবার সময় নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে ; আমার কার্য্যোদ্ধারের প্রধান উপকরণ এই অস্ত্র—ইহা দ্বারা আমি সকল বাধা বিঘ্ন অপসারিত করি।”—আমি আমার পিস্তলদ্বয় উভয় হস্তে গ্রহণ করিয়া তাহা সকলের সম্মুখে উঁচু করিয়া ধরিলাম ; তাহার পর মুহূর্ত্ত মধ্যে দৃঢ়স্বরে বলিলাম, “আমার এই উপায় অব্যর্থ। প্রিয় বন্ধু সারনফ, তোমাদের এই খেলার আড্ডায় নিশ্চয়ই তাস আছে, তাহা হইতে হরতন অথবা রুইতনের টেক্কা বাছিয়া লইয়া আমার সম্মুখে ধরিবে?”

সারনফ আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিল কি না বলিতে পারি না ; কিন্তু সে আমার অভিপ্রায় অনুসারে এক প্যাক তাস হইতে হরতনের টেক্কাটি বাহির করিয়া আমার সম্মুখে ধরিল। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, তুমি ঐ তাসখানি

লইয়া সম্মুখের দেওয়ালের কাছে যাও, এবং টেক্কার এক চুল উপরে একটি পিন বিদ্ধ করিয়া ঐ দেওয়ালে তাহা বসাইয়া দাও।”

আমার কথা শুনিয়া সারনফ আমার সম্মুখবর্ত্তী দেওয়ালে তাসখানি সেই ভাবে বিদ্ধ করিয়া রাখিয়া আসিল। সেই স্থানের দূরত্ব প্রায় ত্রিশ ফিট বলিয়াই মনে হইল। সেই কক্ষটি অত্যন্ত দীর্ঘ।

আমি ড্রস্‌কিকে বলিলাম, “আমি যদি তাস হইতে টেক্কাটিকে উড়াইয়া দিই—তাহাতে তোমাদের কাহারও আপত্তি আছে?”

সকলেরই মন কৌতূহলে পূর্ণ হইল। তাহারা “না না” শব্দে চিৎকার করিয়া উঠিল। ড্রস্‌কির চক্ষু যেন জ্বলিয়া উঠিল; সে উৎসাহ ভরে বলিল, “আপত্তি? না, বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই! বন্ধু, তুমি অসঙ্কোচে এই খেলা দেখাইতে পার। এই নির্জ্জন গলি রাজপথ হইতে দূরে অবস্থিত; তোমার পিস্তলের শব্দ বাহিরের কেহই শুনিতে পাইবে না। শুনিলেও কাহারও মনে কোন রকম সন্দেহ হইবে না।”

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই দেওয়াল-সংলগ্ন হরতনের টেক্কার দিকে চাহিলাম, তাহার পর পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া সেই টেক্কাটি লক্ষ্য করিয়া পিস্তলের ঘোড়া টিপিলাম। দুড়ুম শব্দে পিস্তল গর্জ্জিয়া উঠিল। আমি সমবেত সভ্যগণের মুখের দিকে চাহিলাম; তাহারা অনিমেষ নেত্রে সেই তাসখানি দেখিতেছিল। আমিও সেই দিকে চাহিলাম; জানিতাম আমার পিস্তলের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবে না। আমাকে নিরাশ বা অপদস্থ হইতে হইল না। দেখিলাম তাসখানি পূর্ব্ববৎ দেওয়ালে আবদ্ধ আছে,—কিন্তু টেক্কাটি অদৃশ্য হইয়াছে। সেই স্থানে একটি গোলাকার ছিদ্র ভিন্ন আর কিছুই নাই।

সারনফ ‘বাহবা’ বলিয়া হুঙ্কার দিল, সঙ্গে সঙ্গে সকলে করতালি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। রোজা পরিতৃপ্তি ভরে আমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল। তাহার হাসি দেখিয়া আমি আমোদ বোধ করিয়া বলিলাম, “কেমন খুসী হইয়াছ সুন্দরী?”

ড্রস্‌কি বিস্ফারিত নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “বন্ধু, তোমাকে না পাইলে আমাদের চলিবে না। তুমি আমাদের দলে যোগদান করিবে?”

আমি বলিলাম, "নিশ্চয়ই করিব; কিন্তু ইহার পর কি হইবে তাহাই ভাবিতেছি।"

সারনফ বলিল, "রাজাটাকে আমরা উড়াইয়া দিব আবার কি হইবে?—কিরূপে এই কাজ সুসম্পন্ন হইবে—তাহাও ভাবিয়া রাখিয়াছি। রাজা বিবাহ শেষ করিয়া গীর্জ্জা হইতে যখন সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিবে, সেই সময় আমরা তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বোমা নিক্ষেপ করিব। তাহা ব্যর্থ হইবে না। তোমার পিস্তলের গুলী যে ভাবে হরতনের টেক্কাটি তাসের ভিতর হইতে উড়াইয়া দিয়াছে, আমাদের নিক্ষিপ্ত বোমাও রাজা কার্লকে সেইরূপ তাহার সুসজ্জিত গাড়ীর ভিতর হইতে উড়াইয়া দিবে।—কিন্তু তোমার লক্ষ্যভেদের কৌশল দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে—বোমা অপেক্ষা তোমার পিস্তলের গুলীই অধিকতর ফলপ্রদ হইবে।"

আমি ভ্রূসঙ্কির কথা শুনিয়া চঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিলাম; তাহার প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল না; কারণ আমি তাহাদিগকে ভুলাইবার জন্ম যাহাই বলি কার্য্যতঃ আমি নরহত্যার বিরোধী। চোরের মত লুকাইয়া থাকিয়া গুলী করিয়া মানুষ মারিব? ছিঃ! সম্মুখ যুদ্ধে শক্রবধ করিতে আমার আপত্তি ছিল না; কিন্তু নরহত্যা নিতান্ত ইতরের কাজ। আমাকে আক্রমণ না করিলে আমি কাহাকেও আক্রমণ করি না; কিন্তু যাহাকে একবার আক্রমণ করি—তাহার আর জীবনের আশা থাকে না; সে আর আত্মরক্ষারও চেষ্টা করিতে পারে না।—আমার গুলীর আপীল নাই।"

কিন্তু এই অত্যুৎসাহী বিদ্রোহীদের ত সে কথা বলা যায় না। যদি তাহারা গুলী মারিয়া রাজাকে হত্যা করিবার জন্ম আমাকে অনুরোধ করে—এবং আমি তাহা করিতে অসম্মত হই তাহা হইলে আমাকে তাহারা আর বিশ্বাস করিবে না। আর যদি তাহাদের অনুরোধ রক্ষা করি তাহা হইলে আমি নরহত্যার অপরাধে লিপ্ত হইব, এবং জীবন দিয়া আমাকে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

হঠাৎ আমার মাথায় একটা ফন্দীর উদয় হইল। আমি অচঞ্চল স্বরে বলিলাম, "নিউ ইয়র্কে আমরা এক উপায়ে এরূপ সমস্যার মিমাংসা করি। দুইটির মধ্যে কোন্ উপায় অবলম্বন করা উচিত—তাহা স্থির করিতে হইলে আমরা এক প্যাক

তাস লইয়া তাহা ভাঁজিয়া সেই তাসগুলি বাটিয়া লই, তাহার উপর পরীক্ষা নির্ভর করে। সে কিরূপ তাহা তোমাদিগকে বুঝাইয়া দিতেছি। আমাকে এক প্যাক তাস আনিয়া দাও।”

সারনফ এক প্যাক তাস আনিয়া দিলে আমি তাহা ভাঁজিয়া লইয়া বলিলাম, “তাসগুলি কাটিয়া দাও সারনফ! যদি লাল রঙ্গ কাটিয়া দাও, তাহা হইলে আমার পিস্তলের গুলীতে রাজার প্রাণ যাইবে, যদি কাল রঙ্গ কাটা হয় তাহা হইলে বোমা।”

সকলে স্তব্ধভাবে সেই তাসের দিকে চাহিয়া রহিল; কেহ কোন শব্দ করিল না। সেই কক্ষে তখন গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজিত। সারনফ রুদ্ধনিশ্বাসে কম্পিত হস্তে তাসের প্যাক ধরিয়া কাটিয়া দিল। সে ইস্কাবনের আটা কাটিল।

ইস্কাবনের আটা কাল—সুতরাং বোমা! (black ! the bomb !)

বোমা! বোমা! শব্দে সেই কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইল। ড্রস্‌কি উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আমি দেখিতে পাইতেছি না, আমাকে তুলিয়া ধর।”

দুইজন বিপ্লববাদী তাহাকে তাহার আসন হইতে উঁচু করিয়া তুলিল, সে ইস্কাবনের আটাখানি দেখিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “হাঁ বোমাই বটে! বোমা মারিয়াই রাজাটাকে সাবাড় করিতে হইবে। বিধাতার ইচ্ছা। উত্তম, তাহাই হইবে। কিন্তু কে বোমা মারিবে?”

ড্রস্‌কি মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া বলিল, “এখানে আমরা তের জন উপস্থিত আছি, প্যাকের ৫২খানি তাস ভাঁজিয়া আমাদের তের জনের মধ্যে বাটিয়া দেওয়া হউক; যাহার হাতে ইস্কাবনের টেক্কা পাওয়া যাইবে, সে সারোভিয়া-রাজ্যকে যথেচ্ছাচারী রাজার কবল হইতে উদ্ধারের গৌরব লাভ করিবে।”

ড্রস্‌কির প্রস্তাব শুনিয়া আমরা তেরজন টেবিলের চতুর্দ্দিকে বসিলাম। আমি তাস ভাঁজিয়া বার জনের মধ্যে বাঁটিয়া দিলাম, অবশিষ্ট একভাগ নিজের জন্য রাখিলাম। রোজা তাহার হাতের তাসগুলি উল্টাইয়া দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। আমরা সকলেই তাহার হাতের তাসের দিকে চাহিলাম; কিন্তু

সে চিড়িতনের ঘিবি দেখাইল ; তবে ইস্কাবনের টেক্কা কোথায় ?—আমি তাসগুলি একত্র করিয়া পুনর্ব্বার ভাঁজিলাম, আবার তাহা সকলকে বাঁটিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সেবারও ইস্কাবনের টেক্কা পাওয়া গেল না !

হঠাৎ সারনফের মুখের উপর আমার দৃষ্টি পড়িল ; দেখিলাম তাহার কপাল ঘামিয়া উঠিয়াছে ; তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত বলিয়া মনে হইল। তাহার মুখ বিবর্ণ, চক্ষুতে উদ্বেগের ছায়া পরিস্ফুট। সে পকেট হইতে কাগজের মোড়ক বাহির করিল, এবং তাহা খুলিয়া এক টিপ কোকেন (a pinch of coke) মুখে পুরিল। মুহূর্ত্ত পরে তাহার সেই বিচলিত ভাব দূর হইল।

বার বার তিন বার ! আমি তাসগুলি লইয়া পুনর্ব্বার ভাঁজিলাম। সকলের মধ্যে তাহা বাঁটিয়া দেওয়া হইল। তাসগুলি খুলিয়া দেখিতে কাহারও যেন সাহস হইতেছিল না ; দুই তিন মিনিট পরে আমরা প্রত্যেকেই ধীরে ধীরে তাস উল্টাইয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম।

হঠাৎ টেবিলের অন্য প্রান্ত হইতে দীর্ঘ নিশ্বাসের শব্দ শুনিয়া সেই দিকে চাহিয়া দেখিলাম—রেড রোজার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার চক্ষু বিস্ফারিত, অস্বাভাবিক উজ্জ্বল ! শূন্য দৃষ্টিতে চাহিয়া সে যেন হাঁপাইতেছিল।

আমরা সকলেই বুঝিতে পারিলাম রেড রোজাই ইস্কাবনের টেক্কা পাইয়াছে। এক সঙ্গে সকলের দৃষ্টি তাহার হাতের উপর সন্নিবদ্ধ হইল ; দেখিলাম আমাদের অনুমান সত্য, ইস্কাবনের টেক্কা তাহারই হাতে রহিয়াছে।

* রাজাকে বোমা মারিয়া হত্যা করিবার ভার পড়িল রেড রোজার উপরে !—তাহার সম্মুখে কি ভীষণ পরীক্ষা উপস্থিত—রেড রোজা তাহা বুঝিতে পারিল। সে হো হো শব্দে হাসিয়া উঠিল ; হিষ্টিরিয়ায় আক্রান্ত হইলে নারী যে ভাবে হাসে, তাহার হাসিও ঠিক সেই রকম।—ড্রস্কি তাহার সেই হাসি দেখিয়া লোলুপদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল, আকুল স্বরে বলিল, "রোজা ! রোজা ! তুমি ? ধন্য তুমি। তোমার নারীজন্ম সফল হইবে। আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। স্বদেশকে তুমি অত্যাচারীর কবল হইতে উদ্ধার করিবে। পাপিষ্ঠের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।"

রেড রোজা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "যথেচ্ছাচারী রাজা বিধ্বস্ত হউক, রাষ্ট্রবিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হউক ; আমি যেন অকম্পিত হস্তে কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারি।"

যুবতী হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল, এবং অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া সংযতস্বরে বলিল, "ঠিক হইয়াছে। সাধারণতন্ত্র স্থায়ী হউক। (Vive la Republique !)"

সভ্যগণ পুনঃপুনঃ তাহার উক্তির প্রতিধ্বনি করিতে লাগিল। কিন্তু আমার সে দিকে লক্ষ্য ছিল না। আমি ভাবিতেছিলাম—এখন কি কর্ত্তব্য ? ব্লেক কোথায় ? কিরূপে তাঁহার সন্ধান পাইব ?—এই চিন্তায় আমি অধীর হইয়া উঠিয়াছিলাম।

সপ্তম তরঙ্গ

লৌহময়ী কুমারী

আর্লভ দুর্গ-প্রাকার নৈশ অন্ধকার-ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। দুর্গপ্রবেশের জন্য যে তিনটি সেতু ছিল, তাহার উপর নৈশ-প্রহরীর পদশব্দ ভিন্ন কোন দিকে অন্য কোন শব্দ ছিল না। কেবল দুর্গ-প্রাচীরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গবাক্ষে যে সকল বাদুড় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই এক একবার হুট্‌পাট্‌ শব্দে নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল। দুর্গের একটি কক্ষের বাতায়ন-পথে একটি মাত্র আলোক-রশ্মি বহুদূর হইতে লক্ষিত হইতেছিল; রাজা পঞ্চম কার্ল তখন সেই কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন। সেই কক্ষ ব্যতীত, সেই বিশাল দুর্গের কোন অংশে আলোকের চিহ্নমাত্র ছিল না। রাজার বিশ্রাম-কক্ষের আলোকটি যেন কোন ভীষণাকার একচক্ষু দানবের উজ্জ্বল চক্ষুর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল।

কিন্তু রাজা পঞ্চম কার্ল একাকী সেই কক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন না; তাঁহার সম্মুখে আরও পাঁচজন লোক উপবিষ্ট ছিল। এই ছয় জন চার-দুনো দলভুক্ত অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন দস্যু। বলবিক্রম ও চাতুর্য্যে তাহারা অপরাজেয়। তাহাদের সমকক্ষ দস্যু সমগ্র পৃথিবীতে আর এক জনও ছিল না। 'টেক্কা' এই ছদ্মনামধারী দস্যুদলপতি পঞ্চম কার্লের সম্মুখে যে কয় জন দস্যু উপবিষ্ট ছিল—তাহাদের নাম যথাক্রমে স্কারলেটি, ক্রু, সামসন, বামন টনি, এবং নারীর ছদ্মবেশ ধারণে অসাধারণ দক্ষ লু তারাঁ। লু তারাঁ তখন নারীর পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া তাহার স্বাভাবিক পরিচ্ছদেই সজ্জিত ছিল।

টেক্কা কিছুকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া মৃদুস্বরে শিষ্‌ দিল। তাহা শুনিয়া তাহার আর্দ্দালী রাইস নামক দস্যু একখানি পর্দ্দার অন্তরাল হইতে তাহার সম্মুখে আসিল, এবং আরো দুইজন সারোভিয়ান ভৃত্য তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান হইল। এই দুই জন ভৃত্য আজন্ম বোবা ও কালা। তাহারা বাল্যকাল হইতে এই দুর্গেই

বাস করিতেছিল; দুর্গের বাহিরে তাহাদিগকে কেহ কখন দেখিতে পায় নাই। টেক্কা এই দুর্গে আসিয়া যে সকল দুষ্কর্ম্ম করিত, তাহা এই ভৃত্যদ্বয়ের সাহায্যেই সম্পন্ন হইত। টেক্কার আদেশে কোন অপকর্ম্মেই তাহারা কুণ্ঠিত হইত না। বিশেষতঃ বোবা ও কালা বলিয়া তাহাদের দ্বারা কোন গুপ্ত কথা প্রকাশেরও আশঙ্কা ছিল না।

টেক্কা বলিল, "গোয়েন্দাটার মূর্চ্ছাভঙ্গ হইয়াছে কি ?"

রাইস বলিল, "হাঁ মহারাজ, তবে স্বাভাবিক জ্ঞান এখনও সম্পূর্ণ ভাবে ফিরিয়া আসে নাই। আমরা তাহার ঝুটা দাড়ি গোঁফ ও পরচুলা খুলিয়া লইয়া তাহাকে বাঁধিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছি। তাহার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছিল; না জানিলে সে যে ছদ্মবেশধারী গোয়েন্দা—ইহা বুঝিবার উপায় ছিল না।"

টেক্কা বলিল, "বেশ ভাল কথা। তাহার পাঁজরে লাথি মারিয়া এখানে হাজির কর। সে ত ঐখানেই আছে।"—টেক্কা মেঝের এক প্রান্তে সংস্থাপিত একখানি পাথরের দিকে অঙ্গুলি প্রসারিত করিল। সেই টালিখানির উপর একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ অঙ্কিত ছিল।

মুহূর্ত্তকাল পরে সেই গোলাপাঙ্কিত টালিখানি সশব্দে সরিয়া গেল; সেই স্থানে একটি গুপ্তদ্বার লক্ষিত হইল। রাইস ও বোবা কালা ভৃত্যদ্বয় সেই গুহার নিকট দণ্ডায়মান হইল। বামনটা সেই গুহার দিকে চাহিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল; অন্যান্য দস্যুদের চক্ষুতেও আতঙ্ক-চিহ্ন পরিস্ফুট হইল। তাহা লক্ষ্য করিয়া টেক্কা একটু হাসিয়া বলিল, "আমার পূর্ব্ব-পুরুষ আইভ্যান খুব চতুর লোক ছিলেন। এই গুহার ভিতর দিয়া 'মরণ-কামরায়' উপস্থিত হওয়া যায়। আইভ্যান যে সকল রাজদ্রোহী বা অবাধ্য ব্যক্তিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিবার ইচ্ছা করিতেন, তাহাদিগকে মরণ-কামরায় অপসারিত করিতেন।"

টেক্কার কথা শুনিয়া লু তারার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিল। টেক্কা বলিল, "রাইস, গুহার ভিতর নামিয়া যাও, মার্কো তোমাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবে।"

মার্কো নামক কালা বোবা একটি বিজলি-দীপ হাতে লইয়া গুহার ভিতর অবতরণ করিল। রাইস নিঃশব্দে তাহার অনুসরণ করিল।

টেক্কা লু তারাঁকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "লু, তুমি বিদ্রোহীদলের সেই ছুঁড়টার যে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলে, তাহাতে কোন রকম খুঁত ছিল না। ইহা তোমার অসাধারণ শক্তির পরিচায়ক—ইহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। তুমি তাহাকে না দেখিলেও পুলিশের নিকট তাহার যে ফটো ছিল—তাহাই দেখিয়া তাহার ছদ্মবেশে সজ্জিত হইয়াছিলে। এই বেশে তুমি যে গোয়েন্দাটাকে ভুলাইয়া আনিতে পারিবে—ইহা আশা করিতে পারি নাই।"

লু তারাঁ এই প্রশংসায় প্রীত হইয়া মস্তক অবনত করিল। আনন্দে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; সে অস্ফুট স্বরে বলিল, "হাঁ সর্দ্দার! সৌভাগ্য-ক্রমে আমি তাহাকে ভুলাইতে পারিয়াছিলাম! কিন্তু আমি এমোনিয়ার সাহায্যে তাহাকে অভিভূত করিয়া, তাহার উরুদেশে আরোকপূর্ণ পিচকিরি বিঁধাইয়া তাহার সংজ্ঞা হরণ করিবার পূর্ব্বেই সে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল। মনুষ্য-দেহে সে শয়তান। (He 's a devil incarnate.) এই জন্যই আমরা রবার্ট ব্লেককে ভয় করিতাম। সে মরিয়াও মরে নাই; কিন্তু তাহার পরমায়ু ফুরাইয়া আসিয়াছে বলিয়াই এখানে মরিতে আসিয়াছে। এবার সে নিশ্চয়ই মরিবে; কিন্তু আমার ছদ্মবেশ নিখুঁত হইলেও সে কিরূপে আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল—তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

টেক্কা হাসিয়া বলিল, "তাহা বুঝিতে না পারায় কোন ক্ষতি হয় নাই; তাহাকে এখানে আনিতে পারিয়াছ—ইহাই যথেষ্ট। আমি রাজা বলিয়া জীবনে আজ সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম। চার-জুনো দলের প্রধান আড্ডা এই অর্লভ দুর্গ অন্যের দুষ্প্রবেশ্য। ইহার অস্তিত্ব বাহিরের লোকের অজ্ঞাত। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের এই দুর্গম আড্ডাটি ইউরোপের অন্য কোন রাজধানীতে না থাকিয়া সারোভিয়ায় রহিয়াছে।—এখানে ইহার উপযোগিতা নিতান্তই অল্প। কারণ আমার রাজধানীতে আমাদের যে কোন আড্ডা অন্যের পক্ষে দুর্গম।"

হঠাৎ পূর্ব্বোক্ত গহ্বরের ভিতর হইতে রাইসের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শুনিতে পাওয়া গেল। রাইস বলিল, "তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া যাও। বিলম্ব করিলে আমি তোমাকে জুতা মারিতে মারিতে টানিয়া লইয়া যাইব শয়তান!"

কয়েক মিনিট পরে তাহারা সেই গুহার সিঁড়িতে পদশব্দ শুনিতে পাইল অবশেষে রাইস বোবা-কালাদ্বয়ের সাহায্যে বন্দীকে গুহার ভিতর হইতে টানিয়া তুলিল। রজ্জুবদ্ধ ব্লেক টেক্কার সম্মুখে নীত হইলে টেক্কা মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "কি চমৎকার! কাজটা বেশ স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইয়াছে। মিঃ ব্লেক মৃত্যুর পর তুমি সমাধিগহ্বর হইতে উত্থিত হইলে। ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান তোমার সম্বন্ধে চমৎকার খাটিয়া গেল!"

ক্ষুধিত ব্যাঘ্র শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িবার পূর্ব্বে যে ভাবে তাহার দিকে চাহিয়া থাকে, টেক্কা মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে সেই ভাবে চাহিয়া রহিল। তাহার চক্ষু দুটি যেন ক্রোধে জ্বলিতেছিল।

মিঃ ব্লেকের তখন সম্পূর্ণরূপ চেতনাসঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহার মুখ মলিন, দেহ সঙ্কুচিত, উভয় হস্ত রজ্জুবদ্ধ; কিন্তু তখনও তাঁহার দম্ভ ও তেজ বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা নির্গত হইতেছিল। টেক্কার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক সতেজে মাথা তুলিয়া সুস্পষ্টস্বরে বলিলেন, "তোমার কথা সত্য কার্ল! আমি সমাধি ভেদ করিয়াই উঠিয়াছি বটে; আমি জীবনে যে সকল কাজ করিয়াছি—তাহার ফলে নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিব—এইরূপই আশা করিয়াছিলাম; কিন্তু আমি সম্মুখে যাহাদিগকে দেখিতেছি—তাহাদের দেখিয়া আমার ধারণা হইয়াছে—স্বর্গের পরিবর্ত্তে আমি স্থানান্তরে নীত হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেকের কথাগুলি টেক্কাকে চাবুকের ন্যায় আঘাত করিল। মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়াও তিনি এরূপ বিদ্রূপপূর্ণ কঠোর ভাষা প্রয়োগ করিবেন, ইহা টেক্কা ধারণা করিতে পারে নাই। টেক্কা মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "চুপ কর, রাস্কেল! জুতা মারিয়া তোর মুখ ভাঙ্গিয়া দিব।"

রাজার মুখের মতই কথা বটে, কিন্তু টেক্কা এই কথা বলিয়াই ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিল না। সে লাফাইয়া উঠিয়া প্রচণ্ডবেগে মিঃ ব্লেকের মুখে চপেটাঘাত করিল। রজ্জুবদ্ধ আত্মরক্ষায় অসমর্থ শত্রুর প্রতি কাপুরুষের ন্যায়

ব্যবহার করিতে দেখিয়া মিঃ ব্লেকের চক্ষু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। উপায় থাকিলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই অপমানের প্রতিফল দিতেন; কিন্তু তিনি তখন নিরুপায়, অগত্যা ক্রোধ দমন করিয়া সংযত স্বরে বলিলেন, "আমি যে সত্য কথা বলিয়াছি, তোমার এই পৈশাচিক আচরণই তাহার প্রমাণ। অর্লভ দুর্গে কার্লের নিকট অতিথি-সৎকারের এইরূপ ব্যবস্থা ভিন্ন অন্য কিরূপ ব্যবস্থার আশা করা যাইতে পারে?"

টেক্কা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বিকৃতস্বরে বলিল, "চুপ কর সুয়ার! আবার যদি তোর ছোট মুখে বড় কথা শুনিতে পাই তাহা হইলে তোর ঘাড় মুচড়াইয়া ভাঙ্গিব।"

কিন্তু টেক্কার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক সেই সঙ্কটময় মুহূর্ত্তেও বিদ্রূপের লোভ সংবরণ করিতে পারিলেন না; তিনি অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "তোমার কীর্ত্তিমান পূর্ব্বপুরুষের অতিথি সৎকারের যে পদ্ধতির কথা পূর্ব্বে শুনিয়া আসিয়াছি, তোমাকে সেই অনিন্দসুন্দর পদ্ধতির অনুসরণ করিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হই নাই। এ বিষয়ে তুমি যে তাহাদের যোগ্য বংশধর, তাহা তোমার ব্যবহারেই প্রতিপন্ন হইতেছে। তুমি তাহাদের গৌরব ও প্রতিষ্ঠা রাখিতে পারিবে—ইহা তোমার প্রত্যেক কার্য্যে সপ্রমাণ হইতেছে।"

কার্ল সরোষে বলিল, "মরণ-কামরায় তোমাকে জীবন্ত সমাহিত করিব সুয়ার!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ, ইহাও তোমার আতিথেয়তার চূড়ান্ত নিদর্শন। তোমার পূর্ব্বপুরুষ শত্রুকবল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য যে কামরাটি নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার উদ্ভাবনী-শক্তির ও সুরুচির কি চমৎকার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে! শত্রুপক্ষের কোন প্রতিবাদ তাহাদের কর্ণগোচর হইবার আশঙ্কা নাই। স্যাক্সন ও গথিক শিল্প-কৌশলের সংমিশ্রণে এই মরণ-কামরাটি নির্ম্মিত। কিন্তু আমি তাহার সকল অংশ পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারি নাই। দস্যুবৃত্তি ও নরহত্যার অপরাধে যখন তোমার ফাঁসি হইবে, তাহার পর আমি সেই কামরাটি পরীক্ষা করিবার সুযোগ

পাইব, এবং আশা করি ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান পত্রিকায় তাহার ফটো প্রকাশেরও ব্যবস্থা করিতে পারিব।"

মিঃ ব্লেকের কথা কার্লের অসহ্য হইল; সে ক্ষুধিত নেকড়ের মত রজ্জুবদ্ধ আত্মরক্ষায় অসমর্থ শত্রুর উপর লাফাইয়া পড়িল, এবং পুনর্ব্বার তাঁহার গালে চড় মারিয়া বলিল, "চুপ কর স্থয়ার! এখনও বলিতেছি চুপ কর; নতুবা জুতা মারিয়া তোর মুখ ভাঙ্গিয়া দিব।"

মিঃ ব্লেক তাহাকে যে ভাবে সম্বোধন করিতেছিলেন, কার্ল জীবনে কখন কাহারও নিকট সেরূপ সম্বোধন শুনিতে পায় নাই; সে কোন রূপেই আত্মসম্বরণ করিতে পারিল না। তাহাকে এইরূপ উত্তেজিত দেখিয়া ক্রু নামক দস্যু উঠিয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি টেক্কার হাত ধরিল, এবং তাহাকে শান্ত করিবার জন্য বলিল, "স্থির হউন সর্দ্দার! আপনি এভাবে অধীরতা প্রকাশ করিবেন না। আপনার স্মরণ থাকা উচিত, কার্য্যোদ্ধারের জন্য এখন বিশ্বাসঘাতক রফ—"

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই টেক্কা কি মনে করিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর বিশৃঙ্খল পরিচ্ছদের শৃঙ্খলা বিধান করিয়া আরক্তনেত্রে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিলে সকলেরই হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে বিদীর্ণ হইত। তাঁহার ওষ্ঠ কাটিয়া গিয়া ক্ষতস্থান হইতে রক্ত ঝরিতেছিল; কার্লের প্রচণ্ড চপেটাঘাতে তাঁহার গাল ফুলিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার নাসিকায় আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। তাঁহার চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল; কিন্তু প্রহারজনিত বেদনায় তাঁহার মাথা ঘুরিতেছিল। তিনি কোন প্রকারে আত্মসংবরণ করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, এবং ক্রুর মুখের দিকে চাহিয়া, ম্লান হাসিয়া বলিলেন, "ক্রু, আমি তোমাকে চিনি; ভদ্রবংশে তোমার জন্ম, তাহাও আমার অজ্ঞাত নহে; তোমার বংশ যে শিষ্টাচারের জন্য প্রসিদ্ধ, নিদারুণ অধঃপতনের মধ্যেও সেই বংশগত শিষ্টাচার বিস্মৃত হইতে পার নাই দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া ক্রু লজ্জায় মস্তক অবনত করিল। তাঁহার কথাগুলি

বিষদিগ্ধ শল্যের ন্যায় তাহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল। সে অপরাধীর ন্যায় কুন্ঠিত ভাবে একবার মিঃ ব্লেকের ও পর মুহূর্ত্তে দলপতি টেক্কার মুখের দিকে চাহিল; কিন্তু তাহার মুখ হইতে কোন কথা বাহির হইল না।

টেক্কা কম্পিতস্বরে বলিল, "শোন ব্লেক! তোমার সহিত আমার বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই; স্কারলেটি তোমার দেহে বিষপ্রয়োগ করিয়াছিল—ইহা আমার অজ্ঞাত নহে। সেই বিষে মৃত্যুকবল হইতে তোমার নিষ্কৃতিলাভের উপায় ছিল না; কিন্তু দেখিতেছি তুমি মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছ! কি উপায়ে তুমি নিশ্চিত মৃত্যু হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলে—সে কথা আমি জানিতে চাহি না; কিম্বা তোমার মৃত-দেহ সমাহিত করিবার যে ব্যবস্থা হইয়াছিল, তোমার মত জীবিত ব্যক্তিকে সমাহিত না করিয়াই তোমার শব সমাধি-গহ্বরে স্থাপিত করা কিরূপে সম্ভবপর হইত, সমাধি-ক্ষেত্রে উপস্থিত সকল লোককে তুমি কি ভাবে প্রতারিত করিতে—তাহাও তোমাকে জিজ্ঞাসা করিব না। এখন তাহা জানিয়া লাভ নাই। এখন তুমি আমাদের মুঠার ভিতর আসিয়া পড়িয়াছ। ইহাই প্রধান কথা। যদি টনি গোপনে গিয়া তোমাদের গুপ্ত কথা শুনিতে না পাইত—"

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, "ঐ বামনটাই আবিষ্কার করিয়াছিল—আমার মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা? —উহার ঘটে অতটুকু বুদ্ধি আছে—ইহা আমি পূর্ব্বে বিশ্বাস করিতে পারি নাই।"

বামন টনি মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "ওরে বেটা গোয়েন্দা, তুই থাম্। তোর ঘটে কত বুদ্ধি আছে—তা তোর এখানে আসাতেই বুঝিতে পারিয়াছি। যে গোয়েন্দা বুদ্ধির বড়াই করিয়া পুরুষের নারীর ছদ্মবেশ বুঝিতে পারে না, অন্যের বুদ্ধির সমালোচনা করা তাহার পক্ষে বিড়ম্বনার বিষয়।"

টেক্কা বলিল, "তুমি থাম টনি। আমার সম্মুখে তোমার স্পর্দ্ধা প্রকাশ অমার্জ্জনীয় অপরাধ, একথা ভুলিও না। দেখ ব্লেক, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি। আশা করি সত্য কথা বলিতে তোমার সাহসের অভাব হইবে না।—রফ হ্যানসন এখন কোথায় আছে বলিবে কি?"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "যদি আমি তোমাকে সত্য কথা বলি—তাহা তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিতে পারিবে না। কিন্তু আমি মিথ্যা কথা বলিব না; সত্যই বলিতেছি—রফ এখন কোথায় আছে—তাহা আমি জানি না।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "বটে?—শুনিয়াছি তোমার দস্যুবৃত্তিরপ্রধান, সহযোগী সামসন—কনির হ্যার্কলিস্। সে নাকি পৃথিবীর সকল কারাগার ভাঙ্গিতে পারে; সে চেষ্টা করিলে কি তোমার পূর্ব্বপুরুষের নিৰ্ম্মিত সেই দুর্ভেদ্য কারা প্রকোষ্ঠ হইতে বাহির হইতে পারে না?"

টেক্কা হুঙ্কার দিয়া বলিল, "হুঁ, মৃত্যুকালেও বদমায়েসী ছাড়িবে না! কিন্তু তোমার একগুয়েমী দূর করিবার কৌশল আমার অজ্ঞাত নহে। আমি বুঝিয়াছি তুমি আমাদের গুপ্ত কথা জানিবার জন্য তোমার বন্ধু রফ্ হ্যান্সনকে আমাদের উপর লেলাইয়া দিয়াছিলে। সে কৌশলে আমার বিশ্বাসভাজন হইয়া আমাদের দলভুক্ত হইয়াছিল, আমাদের গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছিল; কিন্তু তোমার কৌশল সম্পূর্ণরূপ সফল হয় নাই; সে দীর্ঘকাল আমাদের চক্ষুতে ধূলা দিতে পারে নাই। তুমি নিজেকে যেরূপ চতুর মনে কর যদি প্রকৃত পক্ষে সেইরূপ চতুর হইতে, তাহা হইলে লু তারাঁ রেড রোজার ছদ্মবেশে আজ সকালে তোমাকে প্রতারিত করিয়া এখানে লইয়া আসিতে পারিত না। তুমি রফ হ্যান্সন ও তোমাদের দেশের একখানি খবরের কাগজের সংবাদদাতা পেজের সঙ্গে গোপনে যে পরামর্শ করিতেছিলে, টনি তাহা শুনিতে পাইয়াছিল; সুতরাং তোমাদের গুপ্ত ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে। টনি তোমাদের সকল সতর্কতা নিস্ফল করিয়াছে।"

মিঃ ব্লেক এ সকল সংবাদ জানিতেন না, কারণ রফ হ্যান্সনের সহিত তাঁহার সাক্ষাতের সুযোগ হয় নাই; টেক্কা তাঁহাদের গুপ্ত কথা কিরূপে জানিতে পারিল তাহা তিনি পূর্ব্বে বুঝিতে পারেন নাই, এতক্ষণ পরে তিনি তাহা জানিতে পারিলেন। লু তারাঁ কি কৌশলে তাঁহার সন্ধান পাইয়া কাফে রয়েলে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল—ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মনের ধাঁধা দূর হইল। কিন্তু তিনি যে লু তারাঁকে রেড রোজার ছদ্মবেশে চিনিতে পারিয়াছিলেন তাহা

জানাইবার আগ্রহ দমন করিতে পারিলেন না ; কারণ টেক্কা তাঁহাকে সদম্ভে বলিয়াছিল তিনি এতই নির্ব্বোধ যে, লু তারাঁর প্রতারণা বুঝিতে পারেন নাই ! টেক্কার এই ভ্রম দূর করিবার জন্য মিঃ ব্লেক লু তারাঁকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ লু ! তুমি নারীর ছদ্মবেশ ধারণে অসাধারণ দক্ষ তাহা আমার অজ্ঞাত নহে ; তুমি রেড রোজার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আমাকে প্রতারিত করিতে গিয়াছিলে ; সেই ছদ্মবেশ নিখুঁত হইয়াছিল ইহাও অস্বীকার করি না। তুমি হয় ত আমাকে প্রতারিত করিতে পারিতে, কিন্তু কি কারণে আমাকে প্রতারিত করা তোমার অসাধ্য হইয়াছিল তাহা তুমি জানিতে না। গত রাত্রে হঠাৎ এক স্থানে অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল, রেড রোজা কোন কারণে সেখানে উপস্থিত ছিল। সেই অগ্নিতে রেড রোজার বাম হস্তের অঙ্গুলিগুলি পুড়িয়া ফোস্কা উঠিয়াছিল ; এ জন্য তাহাকে সেই হাতে পটি বাঁধিতে হইয়াছে। এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ তোমার অজ্ঞাত কি না জানি না ; কিন্তু রেড রোজার বাঁ-হাতে পটি বাঁধা আছে এ সংবাদ তোমার অজ্ঞাত ; কারণ আমি তোমার বাঁ হাতখানি সম্পূর্ণ অক্ষত দেখিয়াছিলাম। এই জন্যই আমি তোমাকে দেখিবামাত্র বুঝিতে পারিয়াছিলাম তুমি রেড রোজা নহ, তুমি ছদ্মবেশী লু তারাঁ।—তুমি ছদ্মবেশে আমাকে প্রতারিত করিতে পার নাই ; তাহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছ। কিন্তু তোমাদের এতই অহঙ্কার যে, আমাকে প্রতারিত করিতে পারিয়াছ ভাবিয়া তুমি ও তোমাদের দলের সর্দ্দার-দস্যু আত্মপ্রসাদে ফুলিয়া উঠিয়াছে।"

লু তারাঁ মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া অধীর ভাবে অধর দংশন করিল, তাহার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি প্রতারিত না হইলে কি আমার সঙ্গে এখানে মরিতে আসিতে ? তুমি আসিয়াছ, ধরা পড়িয়াছ,—এখন জাঁক করিয়া মরণ কালে নিজের বুদ্ধির প্রশংসা করিতেছ। কর—তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই। আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে ইহাই যথেষ্ট।"

টেক্কা বলিল, "হাঁ, আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়াছে ; আমরা তোমাকে হাতে পাইয়াছি। আমাদের কবল হইতে আর নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। এই দুর্গ হইতে আর তোমার বাহিরে যাইবার আশা নাই। মরণ-কামরায় যে একবার

প্রবেশ করিয়াছে সে জীবন লইয়া সেই স্থান হইতে কখন বাহির হইতে পারে নাই। তুমি সেখানে জীবন্ত সমাহিত হইবে, তোমার অস্থি-কঙ্কাল সেইখানে ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে। বহির্জ্জগতের সহিত তোমার আর কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল তুমি একাকী নহ, তোমার বন্ধুদ্বয় হ্যান্‌সন ও পেজ তোমার সহিত একত্র সমাধিশয্যায় শয়ন করিবে। সারোভিয়া-রাজধানীর জনপ্রাণীও তাহাদের সন্ধান পাইবে না। সেই কারাগার দুর্ভেদ্য, কাহারও তাহা ভেদ করিবার সামর্থ্য নাই।"

মিঃ ব্লেকের বাক্যবাণ চার-দুনো দলের প্রত্যেক দস্যুর হৃদয় বিদ্ধ করিল। টেক্কা তাঁহার কঠোর বিদ্রূপ সহ্য করিতে না পারিয়া ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। অবশেষে সে চোখ-মুখ লাল করিয়া বলিল, "শোন ব্লেক, আমি স্বীকার করি তুমি সাহসী পুরুষ; কিন্তু স্বেচ্ছায় অনাবশ্যক কষ্ট সহ্য করিয়া লাভ কি? তোমার মৃত্যু অপরিহার্য্য, এবিষয়ে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু তুমি দীর্ঘকাল অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মরিবে, কি বিনা যন্ত্রণায় চক্ষুর নিমেষে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে—ইহাই বিবেচ্য। এই উভয় প্রকার মৃত্যুর যেটি ইচ্ছা তুমি লাভ করিতে পার—কিন্তু আমার প্রশ্নের যে রূপ উত্তর দিবে তাহারই উপর ইহা নির্ভর করিতেছে। যদি সরল ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দাও—তোমাকে যন্ত্রণা না দিয়া মুহূর্ত্তে হত্যা করা হইবে। যদি আমার প্রশ্নের উত্তর না দাও—তাহা হইলে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে করিতে তোমার প্রাণ বাহির হইবে। আমাদের দলের এই কয়জন ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন লোক জানে না তুমি কোথায় আনীত হইয়াছ। তোমার শোচনীয় পরিণামের কথাও অন্য কেহ জানিতে পারিবে না।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "ভুল, কার্ল। তোমার এ ধারণা সত্য নহে। বৃটিশ পররাষ্ট্র আফিস, স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড এবং 'ডেলি রেডিও'র সম্পাদক—সকলেই এতক্ষণ সংবাদ পাইয়াছে আমি পিশাচপ্রকৃতি রাজা কার্ল কর্ত্তৃক তাহার অর্লভ দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়াছি।"

টেক্কা ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মিথ্যা কথা!"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার যাহা ইচ্ছা মনে করিতে পার। তোমার স্মরণ থাকিতে পারে লু! কাফে রয়েল হইতে যখন তোমার অনুসরণ করি—সেই সময় আর্দ্দালীকে তাহাদের প্রাপ্য মিটাইয়া দিতে বিলম্ব করিতেছিলাম। তুমি আমার বিলম্ব দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিয়াছিলে। আমি সেই সময়ের মধ্যেই একখানি পত্র লিখিয়া আর্দ্দালীর হাতে দিয়াছিলাম; সে বক্‌শিস পাইয়া সেই পত্রখানি অবিলম্বে যথাস্থানে দিয়া আসিয়াছে। আমাকে কোথায় যাইতে হইতেছে, এবং আমার কিরূপ বিপদের আশঙ্কা আছে—তাহা সেই পত্রে যাঁহাকে জানাইয়াছি—তিনি তাহা জানিয়া নিশ্চয়ই নিশ্চেষ্ট ভাবে বসিয়া থাকেন নাই।"

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে টেক্কার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার মনের ভাব বুঝিবার চেষ্টা করিলেন। তাঁহার কথাগুলি সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও আংশিক ভাবে সত্য। তাঁহার আশা ছিল—তাঁহার সেই পত্র যথাসময়ে রফ্ হ্যান্‌সনের হস্তগত হইয়াছিল। তিনি লু তারাঁকে রেড রোজার ছদ্মবেশে চিনিতে পারিয়াও তাহার সঙ্গে আসিয়া কি ভুল করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া অনুতপ্ত হইলেন; কিন্তু তখন তিনি অন্যরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই তাহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল বিপদে তিনি আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন, এবং চার-হুনো দলের অনেক গোপনীয় সংবাদও সংগ্রহ করিতে পারিবেন। তাঁহাকে এরূপ সঙ্কটে পড়িতে হইবে, তাহা তখন বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু অতি ভীষণ সঙ্কটে পড়িয়া তিনি আত্মরক্ষায় হতাশ হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি টেক্কাকে ভয় প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অনিষ্টসাধনের চেষ্টায় বিরত করিবার আশায় বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতে না পার—কিন্তু আমার সেই পত্রের ফল তোমার কল্যাণপ্রদ হইবে না। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বৃটিশ নৌবহরের অধ্যক্ষ কোলা বন্দরে একখানি 'ডেষ্ট্রয়ার' পাঠাইবেন। গ্রেট ব্রিটেন তাঁহার জাতীর গৌরব রক্ষায় কোন দিন উদাসীন নহেন; বৃটিশ প্রজা শত্রুহস্তে লাঞ্ছিত হইলে সে লাঞ্ছনা তিনি নতশিরে সহ্য করেন না। শোন কার্ল! তুমি কোন বৃটিশ প্রজাকে কারাকক্ষে বন্দী করিলে জনবুল তাহা তোমার আতিথেয়তার নিদর্শন বলিয়া মনে করিবে না।"

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া টেক্কার চক্ষুতে ভয় ও উদ্বেগ মুহূর্ত্তের জন্য ঘনাইয়া আসিল; কিন্তু তাহার সেই ভাব স্থায়ী হইল না, সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "গোয়েন্দা ব্লেক, প্রাণভয়ে তুমি মিথ্যা কথা বলিতেছ। তোমার চালবাজিতে আমি ভয় পাইবার পাত্র নহি।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার যেরূপ ইচ্ছা করিতে পার কার্ল! তুমি স্বদেশে পলাইয়া আসিয়াছ, মনে করিয়াছ তুমি স্বাধীন রাজা, স্বরাজ্যে বৃটিশ প্রজাকে হত্যা করিয়া তুমি আত্মরক্ষা করিতে পারিবে; কিন্তু প্রয়োজন হইলে বৃটেন তোমার সহিত তোমার এই ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে তোপের মুখে উড়াইয়া দিতে পারে—সে শক্তি তাহার আছে।"

টেক্কা মাথা নাড়িয়া বলিল, "না সে ভয় নাই মূর্খ! বৃটেন কখন তাহা করিতে পারিবে না। জেনিভাতে "লিগ অফ নেসন্‌স" (League of Nations.) কি সিদ্ধান্ত করিয়াছে—তাহা কি তুমি ভুলিয়া গিয়াছ মূর্খ? না, ইচ্ছা থাকিলেও আমার বিরুদ্ধে কোন কারণে বৃটেন একাকী যুদ্ধ ঘোষণা করিতে পারে না। তদ্ভিন্ন তোমার উদ্দেশ্যটাও তাহারা কি ভাবিয়া দেখিবে না? তুমি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনেব দুরভিসন্ধিতে সারোভিয়ায় আসিয়াছ। তুমি এদেশের বিপ্লববাদীদের দলে যোগদান করিয়া রাজতন্ত্র বিধ্বস্ত করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিতেছিলে। এ অবস্থায় আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিয়া যথাযোগ্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিলে তোমার স্বদেশ কি আমার বিচার-কার্য্যে হস্তক্ষেপণ করিবে? তুমি স্বেচ্ছায় নিজের গলায় ফাঁস পরিয়াছ; সেই ফাঁস তোমার গলায় আঁটিয়া বসিলে কে তোমার মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করিবে?"

টেক্কা উভয় হস্ত পরস্পর ঘর্ষণ করিয়া একবার চোখে মুখে হাত বুলাইয়া লইল; তাহার পর অবিচলিত স্বরে বলিল, "ওহে চতুর রবার্ট ব্লেক! আমার কথা শুনিয়া তুমি বুঝিতে পারিয়াছ, তোমার এই চালবাজিতে তোমার কোন উপকারের আশা নাই, আমার তাহাতে ভয় পাইবারও কারণ নাই। তুমি প্রাণরক্ষার আশায় অনেক বাক্য ব্যয় করিয়াছ—এখন—এখন বল সেই বিশ্বাস-

ঘাতক কুকুর—তোমার বন্ধু রফ হ্যান্‌সন কোথায় আছে। সে রাজদ্রোহীর কবল হইতে আমার প্রাণরক্ষা করিয়া আমার বিশ্বাসভাজন হইয়াছিল। হাঁ, আমি তাহাকে বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়াছি; কিন্তু আমার ভ্রম-সংশোধনের সময় উত্তীর্ণ হয় নাই। আমি তোমাকে যে শাস্তি দিব, তাহার শাস্তি তাহা অপেক্ষা অল্প কঠোর হইবে না। তাহাকে তাহার বিশ্বাসঘাতকতার ফলভোগ করিতে হইবে। সে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিবে না; তথাপি সে কোথায় আছে তাহা তোমার নিকট জানিতে চাই। শীঘ্র বল সে এখন কোথায় আছে—নতুবা এই মুহূর্ত্তে তোমার দেহ খণ্ড খণ্ড করিব।"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তোমার বীররসের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলাম কার্ল! এখন তুমি এই অভিনয়ে বিরত হইলে ক্ষতি কি? দীর্ঘকাল বক্তৃতা করিয়া হাঁপাইয়া উঠিয়াছ যে!"

টেঙ্কা ক্রুদ্ধস্বরে বলিল, "কি বলিলে? আমি অভিনয় করিতেছি! তুমি কি মনে করিয়াছ আমার কথা কার্য্যে পরিণত করিতে কুণ্ঠিত হইব?—আমি এই মুহূর্ত্তেই তোমার ভ্রম দূর করিতেছি।—রাইস, এই কুকুরটাকে লইয়া আমার অনুসরণ কর। বন্ধুগণ, তোমরা সকলে আমার সঙ্গে চল। এই ইংরাজ স্যুয়োরটা (This English Pig) যাহাতে আমার পায়ে ধরিয়া দয়া প্রার্থনা করে—তাহার ব্যবস্থা না করিলে চলিতেছে না।"

টেঙ্কা একটি বিজলি-বাতি হাতে লইয়া পূর্ব্বোক্ত গহ্বরে নামিয়া পড়িল।—সেই গহ্বর হইতে মরণ-কামরায় যাইবার জন্য যে সোপানশ্রেণী ছিল, বিজলি-বাতির আলোকে সেই সোপানশ্রেণী আলোকিত করিয়া সে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইল। তাহার অনুচরবর্গ ব্লেককে সঙ্গে লইয়া আতঙ্ক-বিহ্বল চিত্তে তাহার অনুসরণ করিল। সেই মরণ-কামরাটি কিরূপ ভয়ানক স্থান তাহা তাহাদের অজ্ঞাত না থাকিলেও পূর্ব্বে তাহারা কোন দিন তাহা দর্শন করে নাই। টেঙ্কা তাহাদিগকে বলিয়াছিল—যে একবার সেখানে প্রবেশ করে—সে আর সেই ভীষণ স্থান হইতে প্রাণ লইয়া বাহিরে আসিতে পারে না। সেই অভিশপ্ত স্থানে প্রবেশ করিবার সময় ভয়ে সকলেরই গা ছম্‌-ছম্‌ করিতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক'ও চলিতে চলিতে বুঝিতে পারিলেন, শক্রকবল হইতে আত্মরক্ষার জন্ত চেষ্টা করিয়া কোন ফল নাই। তিনি টেক্কার অনুসরণে নিবৃত্ত হইলে সে তাঁহার প্রতি অধিকতর উৎপীড়ন করিবে, এবং তাহার আদেশে তাহার পরিচারকেরা তাঁহাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইবে। এইজন্ত তিনি উন্নত মস্তকে দৃঢ়পদে চলিতে লাগিলেন; কিন্তু শক্রকবলিত হইয়াও তিনি চিত্তের দৃঢ়তা, সংযম ও আত্মসম্ভ্রম ত্যাগ করিলেন না, প্রাণভয়ে তিনি বিহ্বল হইলেন না। তিনি ভাবিলেন মৃত্যু অনেকবার তাঁহার শিয়র-প্রান্তে আসিয়া শূন্ত হস্তে ফিরিয়া গিয়াছে, এবার সে হয় ত ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিবে না; কিন্তু সেজন্ত আক্ষেপ করিয়া ফল কি? তাহার কবল হইতে কাহারও নিস্তার নাই, দু'দিন আগে, না হয় দু'দিন পরে; তাহাতে এমন কি ক্ষতিবৃদ্ধি! সুখ দুঃখের ভিতর দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা ত মৃত্যু-পথেই অগ্রসর হইতেছি।—যদি হঠাৎ সেই পথের অবসান হইয়া থাকে—তাহা হইলে সেজন্ত প্রস্তুত হওয়াই কর্ত্তব্য।—এইরূপ চিন্তা করিয়া মিঃ ব্লেক মন স্থির করিলেন।

সেই দুর্গের ভূগর্ভস্থ কক্ষের কৃষ্ণবর্ণ প্রাচীরগুলি উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; যেন সেই আলোকে যুগব্যাপী জমাট অন্ধকাররাশি খণ্ড খণ্ড হইয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। টেক্কা সদলে সেই পাতাল ঘরের অভিমুখে প্রায় একশত গজ অগ্রসর হইলে তাহার অগ্রবর্ত্তী মুক ও বধির ভৃত্য মার্কো হঠাৎ হাত তুলিয়া তাহার অনুসরণকারীদের থামিবার জন্ত ইঙ্গিত করিল।

টেক্কার অনুচরগণ সভয়ে সম্মুখে চাহিয়া, উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে ওক কাঠের একটি বৃহৎ দ্বার দেখিতে পাইল। সেই দ্বার লৌহনির্ম্মিত 'বোল্ট' দ্বারা সমাচ্ছাদিত। সেই বোল্টগুলিতে মরিচা ধরায় সেগুলি বিবর্ণ হইয়াছিল।—সেই দ্বার না খুলিলে পাতাল ঘরে প্রবেশ করিবার উপায় নাই বুঝিয়া টেক্কা সদলে স্থির-ভাবে দাঁড়াইয়া সেই রুদ্ধ দ্বারের দিকে বিজলি-বাতি প্রসারিত করিল; এবং তাহার অনুচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মরণ-কামরার ইহাই প্রবেশ দ্বার। বর্ত্তমানের এই মানব-হিতৈষণার যুগে কোন দেশের নরপতি যে মধ্য যুগের উপযোগী যথেচ্ছাচারের খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবেন, তাহার সুযোগের একান্ত অভাব লক্ষিত

হয় ; কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ আমার পূর্ব্বপুরুষেরা আমার এই খেয়াল পরিতৃপ্তির সুব্যবস্থা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।”

কার্লের মুক বধির ভৃত্য মার্কো কোমরবন্দ হইতে একটি প্রকাণ্ড চাবি বাহির করিয়া, তাহা রুদ্ধ দ্বারের মরিচা-ধরা ও বিবর্ণ প্রকাণ্ড কুলুপে লাগাইয়া অতি কষ্টে ঘুরাইল। কড়-কড় শব্দে কুলুপটা খুলিয়া গেল। তখন মার্কো দ্বারে কাঁধ বাধাইয়া সজোরে ধাক্কা দিল। রুদ্ধ দ্বার সশব্দে খুলিয়া গেল।

কার্ল সদলে প্রস্তরময় বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষের সুপ্রশস্ত ছাদ সুবিশাল স্তম্ভশ্রেণীর উপর অবস্থিত। মেঝের উপর শ্রেণীবদ্ধ প্রস্তরনির্ম্মিত বেদীসমূহ সংস্থাপিত। সেই কক্ষে প্রবেশমাত্র একটা অপ্রীতিকর সোঁদা গন্ধ সকলের নাসরন্ধ্রে প্রবেশ করিল। দেওয়ালের উর্দ্ধস্থিত ঝরোকা দিয়া সিক্ত বায়ু-প্রবাহ আসিয়া সকলেরই বক্ষঃস্থল কাঁপাইয়া তুলিল।

টেক্কা মার্কোকে ইঙ্গিত করিলে মার্কো একটি স্তম্ভের নিকট উপস্থিত হইয়া একটি ‘সুইচ’ টিপিল ; তৎক্ষণাৎ একটি প্রকাণ্ড ল্যাম্প হইতে আলোকরাশি ধ্বক-ধ্বক করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সেই আলোকে প্রস্তর-বেদীগুলির ভীষণতা যেন দীপ্যমান হইয়া উঠিল। প্রত্যেক বেদীর মাথার দিকে এক একজোড়া লৌহ শৃঙ্খল ; তাহাদের একপ্রান্ত মেঝের সহিত সিমেণ্ট দ্বারা আবদ্ধ, অন্য প্রান্ত বেদীর উপর সংরক্ষিত। প্রায় সকল বেদীই খালি পড়িয়া ছিল ; কেবল একটি বেদীতে একটি নরকঙ্কাল লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহার মুখবিবর উন্মুক্ত, দন্তগুলি উদ্ঘাটিত করিয়া সেই কঙ্কাল নেত্রহীন অক্ষিকোটরদ্বয় উর্দ্ধে প্রসারিত করিয়াছিল। কতকাল পূর্ব্বে কোন্ ভাগ্যবিড়ম্বিত রাজ-দ্রোহীকে এই ভাবে শৃঙ্খলিত করিয়া জীবন্ত সমাহিত করা হইয়াছিল, সেই কঙ্কাল দেখিয়া তাহা জানিবার উপায় ছিল না। সেই ভীষণ দৃশ্য দেখিয়া সকলেরই দেহ রোমাঞ্চিত হইল ; কেহ কোন কথা না বলিয়া বিস্ফারিত নেত্রে সেই কঙ্কালের দিকে চাহিয়া রহিল।

টেক্কা বলিল, “রাজার আদেশের অবাধ্য হইলে পরিণাম কিরূপ শোচনীয় হয়, এই কঙ্কাল তাহারই জাজ্বল্যমান প্রমাণ। লোকটা যখন মরিয়াছিল, তখন ইহার মুখবিবর এত অধিক উন্মুক্ত ছিল না।”

বামন টনি পিশাচবৎ নিষ্ঠুর হইলেও এই দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে তাহার হৃৎকম্প হইল; সে তাড়াতাড়ি সামসনের পাশে গিয়া আতঙ্ক-বিহ্বল ভাবে তাহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিল। টনির সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া উঠিল, এবং তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল।

টেক্কা মিঃ ব্লেককে সম্বোধন করিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, মধ্যযুগে ইউরোপে যে সকল কক্ষে অপরাধীদের নির্য্যাতন করা হইত, এই কক্ষটি সেই সকল কক্ষের আদর্শ স্বরূপ বিরাজিত রহিয়াছে। কঠোর নির্য্যাতনে হত্যা করিবার জন্য একালে নুরেনবার্গে যে সকল সুব্যবস্থা বর্ত্তমান, তাহা এই নির্য্যাতনের ব্যবস্থা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর। অসহ্য যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবার যে সকল উপকরণ নুরেনবর্গে দেখিতে পাওয়া যায় আধুনিক যুগে নরহত্যার সেই সকল সুমার্জ্জিত উপকরণের আদর্শ এই কক্ষ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল।"

টেক্কার কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক একটু হাসিলেন; সেই ভীষণ সঙ্কট কালেও তাঁহার মুখে হাসি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত হইল। আসন্ন মৃত্যুর করাল ছায়া যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। তিনি অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "এগুলি ব্যতীত ঐধারে যে লৌহকুমারী দাঁড়াইয়া আছে—সেটিও আমার দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই। নুরেনবার্গেও আমি এই রূপ লৌহকুমারী দেখিয়াছি, কিন্তু তাহা ইহা অপেক্ষা উন্নত প্রণালীতে নির্ম্মিত, এবং অধিকতর সতর্কতার সহিত সুরক্ষিত; তাহা এরূপ অযত্নে ও উপেক্ষিত ভাবে ফেলিয়া রাখা হয় নাই।"

টেক্কা বলিল, "লৌহকুমারীর (Iron-maid) প্রতি তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে? তোমার পর্য্যবেক্ষণ শক্তি প্রসংশনীয়; কিন্তু তুমি লৌহকুমারীর অন্তর্দ্দেশ পরীক্ষার সুযোগ এখন পর্য্যন্ত লাভ করিতে পার নাই। সেই সুযোগ শীঘ্রই লাভ করিতে পারিবে।"

অতঃপর টেক্কা বিপুল বলশালী 'কলির ভীম' সামসনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "সামসন, এই লৌহকুমারীর মাথার দিকে ও পায়ের দিকে দু'খানি লোহার কব্জার উপর লোহার দরজা সংস্থাপিত আছে; এই দরজা খুলিবার জন্য দুই পাশে দুইটি হাতল আছে দেখিতেছ? এই হাতল দুইটি টানিয়া দ্বার খুলিতে পারিবে কি?

আমার আশঙ্কা হইতেছে তোমার মত বলবান পুরুষের হাত দু'খানিও সেই বেগে ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। ইহার মাথার কাছে একটু গাঢ় বাদামী রঙ্গের দাগ দেখিতে পাইতেছ? ইহা বোধ হয় কোন হতভাগ্য রাজদ্রোহীর শোণিত-চিহ্ন। সে আত্মরক্ষার জন্ম এই নিস্ফল চেষ্টার প্রমাণ কোন্ যুগান্ত পূর্ব্বে রাখিয়া গিয়াছে কে বলিতে পারে?”

এই কথা শেষ করিয়া টেক্কা মার্ব্বল পাথরের একটি ভাঙ্গা বেদীর দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল। তাহার সহিত মরিচা-ধরা ব্রোঞ্জ ধাতুর একটি অনতিবৃহৎ চোঙ সংযুক্ত ছিল, সেই চোঙে পিত্তলের মরিচাধরা শিকল ঝুলিতেছিল। টেক্কা বলিল. “ইহা যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবার আর একটি যন্ত্র; সুকৌশলে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আমার কোন কীর্ত্তিমান পূর্ব্ব-পুরুষ চীন সাম্রাজ্য-প্রচলিত এই প্রকার ভীষণ যন্ত্রের আদর্শে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যে হতভাগ্য ব্যক্তিকে এই যন্ত্রের সাহায্যে নিগৃহীত করা হইত, তাহাকে ঐ পাথরের বেদীতে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়া রাখা হইত। তাহার পর ঐ চোঙটি জলপূর্ণ করিয়া মুখ-নলটি তাহার দেহের উপর এ ভাবে ঘুরাইয়া দেওয়া হইত যে, তাহার ঘাড়ের নীচে (on the back of his neck) প্রতি অর্দ্ধ মিনিট অন্তর এক এক ফোঁটা জল টপ্ টপ্ করিয়া পড়িতে থাকিত। হাঁ, অর্দ্ধ মিনিট অতীত হইত, আর এক ফোঁটা জল পড়িত; এক ফোঁটার অধিক না পড়ে তাহার ব্যবস্থা ছিল। তোমাদের বোধ হয় মনে হইতেছে আধ মিনিট অন্তর এক ফোঁটা জল পড়িত, ইহাতে আর কি ক্ষতি? ইহাকে নির্য্যাতন বলিয়া অভিহিত করিবারই বা কারণ কি?—কিন্তু এই ভাবে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল জল পড়িবার পর সেই হতভাগ্য বন্দীর মনে হইত—তাহার দেহে কে যেন গলিত সীসা ঢালিয়া দিতেছে! প্রতি বিন্দু জল তাহার দেহের ত্বক দগ্ধ করিতে থাকিত, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সে ক্ষেপিয়া উঠিত! তাহার সেই উন্মত্ততা কি শোচনীয়, তাহা না দেখিলে কেহই বুঝিতে পারিত না। আমার কোন বন্ধু দণ্ডিত হতভাগ্যের যন্ত্রণা অল্প কালেই অধিকতর অসহনীয় করিবার উদ্দেশ্যে জলের পরিবর্ত্তে রেনিস মদ্য ব্যবহারের প্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়াছিল। তাহার ধারণা ছিল উৎপীড়নের এই প্রণালী পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "হাঁ কার্ল, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বীদের চূর্ণ করিবার ইহা অনিন্দ্যসুন্দর উপায়, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে?"

টেক্কা কঠোর স্বরে বলিল, "ব্লেক, তুমি এখনও আমাকে বিদ্রূপ করিতে সাহস করিতেছ? কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যেই তুমি বুঝিতে পারিবে এই প্রকার তাচ্ছিল্যের ফল কিরূপ শোচনীয়! সামসন, ঐ লৌহকুমারীর নিকটে যাও, আমি উহার কার্য্য-প্রণালী তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি।"

সামসন কম্পিত বক্ষে পূর্ব্বোক্ত লৌহনির্ম্মিত- নারী-মূর্ত্তির সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই নারী-মূর্ত্তির দেহ দীর্ঘ, সরু হাত দুইখানি বক্র। তাহার দেহ লৌহবর্ম্ম মণ্ডিত। তাহার মুখাকৃতি অতি ভীষণ, যেন রাক্ষসীর মুখ; নাকটি খাঁদা, এবং আরক্ত নেত্রের দৃষ্টিতে যেন শোণিত-লোলুপতা ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

টেক্কা বলিল, "শোন সামসন! মনে করিও না এরূপ নারী-মূর্ত্তি আর কোথাও নাই; 'ন্যুরেনবার্গের লৌহকুমারী-মূর্ত্তিটি এই আদর্শেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। ন্যুরেনবার্গের সেই লৌহকুমারীর আলিঙ্গন-পাশ* হইতে এ পর্য্যন্ত কেহই জীবিত অবস্থায় মুক্তিলাভ করিতে পারে নাই। এমন কি, তুমিও সামসন! এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। —ইহার আলিঙ্গন কিরূপ ভয়াবহ—তাহা তোমাকে বুঝাইয়া দিতেছি; হাঁ, তুমি তাহা দেখিয়া বুঝিবে—আর মিঃ ব্লেক তাহার মাধুর্য্য উপভোগ করিবে।"

টেক্কা সেই নারী-মূর্ত্তির সম্মুখীন হইয়া তাহার পঞ্জরস্থিত একটি লোহার স্প্রীং আঙ্গুল দিয়া টিপিয়া ধরিবামাত্র তাহার দেহ গলা হইতে তলপেট পর্য্যন্ত দুই অংশে বিভক্ত হইয়া দুইটি দ্বারে পরিণত হইল, এবং সেই দ্বার দুইখানি লোহার কব্জার উপর দুই পাশে সরিয়া গেল; আলমারি খুলিলে তাহার অভ্যন্তর ভাগ যেরূপ দেখায়, এই নারী-মূর্ত্তির অভ্যন্তরও সেইরূপ। তাহার উদর-গহ্বরে একজন লোক অনায়াসে দাঁড়াইতে পারিত।

লু তারা সেই নারী-মূর্ত্তির উদর-গহ্বরে দৃষ্টিপাত করিয়া আতঙ্কে চক্ষু মুদিত করিল। সামসন দেখিল সেই দরজা জোড়াটার ভিতরের দিকে ছয়টি লোহার

গঁজাল প্রোথিত রহিয়াছে ; তাহাদের অগ্রভাগ সম্মুখের দিকে প্রসারিত। কিন্তু গঁজালগুলি বহু-পুরাতন বলিয়া মরিচা ধরিয়া বিবর্ণ হইয়াছিল ; এতদ্ভিন্ন তাহাদের অগ্রভাগ ভোঁতা হইয়া গিয়াছিল। তথাপি তাহা কিরূপ সাংঘাতিক অস্ত্র—তাহা দেখিয়াই হৃদয়ঙ্গম হইল। সেই সকল গঁজালের মধ্যে দুইটি গঁজাল কপাটের এরূপ স্থলে সন্নিবিষ্ট ছিল যে, তাহার ভিতর মানুষ পুরিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলে সেই গঁজাল দুইটি তাহার চক্ষুতে বিদ্ধ হইত ; আর দুইটি গঁজাল তাহার বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইত, এবং অবশিষ্ট গঁজালদ্বয় তাহার উরু বিদীর্ণ করিত। এইরূপে ছয়টি গঁজাল দেহের বিভিন্ন অংশে বিদ্ধ হইলে সেই হতভাগ্য ব্যক্তিকে দীর্ঘকাল যন্ত্রণা ভোগের পর মৃত্যুকবলে নিপতিত হইতে হইত। সে যন্ত্রণা কিরূপ ভীষণ তাহা কল্পনা করিলেও শিহরিয়া উঠিতে হয়।

টেক্কা মিঃ ব্লেককে সেই লৌহ-নারীর সম্মুখে টানিয়া আনিয়া বলিল, "মিঃ ব্লেক, এখনও বল রফ্ হ্যান্সন কোথায় ? আমি আরও জানিতে চাই তোমাদের দেশের গবর্মেণ্ট চাব-দুনো দলের কার্য্য বিবরণ কতদূর জানিতে পারিয়াছে ?"

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "আমি ত তোমাকে বলিয়াছি আমার তাহা অজ্ঞাত। আমাকে এই মিউজিয়মে টানিয়া আনিয়া এ ভাবে ভয় প্রদর্শন করিয়া কোন ফল নাই। বিশেষতঃ, যদি আমি ঐ সকল কথা জানিতাম—তাহা হইলেও নিশ্চয়ই তোমাকে বলিতাম না।"

টেক্কা ক্রোধে ওষ্ঠ দংশন করিতে লাগিল। মিঃ ব্লেক তখনও তাহাকে উপেক্ষা করিতেছেন দেখিয়া তাহার আর আত্ম-সংযমের শক্তি রহিল না ; সে কঠোর স্বরে বলিল, "কি ? তুমি সে কথা বলিবে না ? হাঁ, তোমাকে বলিতেই হইবে। তুমি আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমার ধ্বংসের চেষ্টা করিতেছ, এত দিন পরে তোমাকে হাতে পাইয়াছি ; আজ আর তোমার পরিত্রাণ নাই। আমি তোমাকে ঐ লোহার খাঁচায় পুরিয়া দ্বার বন্ধ করিব, তোমার দুই চোখে যখন গঁজাল বিঁধিবে, তখন যন্ত্রণায় ছটফট্ করিবে, আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ব্যাকুল হইবে। এই লৌহকুমারীর আলিঙ্গনে আবদ্ধ হওয়া কিরূপ আনন্দ-দায়ক তাহা আমি তোমাকে এখনই বুঝাইয়া দিতেছি।—কিন্তু তৎপূর্ব্বে আমি

জানিতে চাই এই ভাবে মৃত্যুই তোমার প্রার্থনীয়, কি তুমি বিনাকষ্টে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে (a painless death) ইচ্ছা কর ?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "কার্ল, তোমার ন্যায় দস্যুর সহবাস অপেক্ষা এই লৌহ-কুমারীর আলিঙ্গন সহস্রগুণ অধিক প্রার্থনীয়।"

এই অপমানে টেক্কা উন্মাদের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল, তাহার মুখে নেকড়ে বাঘের ক্রুদ্ধ মুখভঙ্গির ন্যায় হিংস্র ভাব (wolfish brutality) পরিস্ফুট হইল। সে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "মার্কো, রাইস, এই ইঁদুরটাকে ঐ লোহার জাঁতার ভিতর ফেলিয়া দে।"

টেক্কার কথা শুনিয়া তাহার মূক ও বধির ভৃত্যদ্বয় মিঃ ব্লেকের দুই পাশে আসিয়া তাঁহার উভয় বাহু চাপিয়া ধরিল। চার-দুনো দলের অন্যান্য দস্যু সভয়ে দুই হাত দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। টেক্কার ভৃত্যদ্বয় মিঃ ব্লেককে টানিতে টানিতে লৌহ-কুমারীর নিকট অগ্রসর হইয়া তাহাদের মনিবের মুখের দিকে চাহিল।

টেক্কা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া তীব্রস্বরে বলিল, "এখনও বিলম্ব করিতেছিস্! গোয়েন্দাটাকে শীঘ্র এই মুহূর্ত্তে লোহার জাঁতায় পুরিয়া দে।"

মিঃ ব্লেক মুখ ফিরাইয়া, নির্ভীক দৃষ্টিতে টেক্কার মুখের দিকে চাহিয়া অচঞ্চল স্বরে বলিলেন, "আমার প্রতি তোমার এই ব্যবহার ইংলণ্ডের স্মরণ থাকিবে। পরমেশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন কার্ল! আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি।"

মিঃ ব্লেকের কথাগুলি যেন ইস্পাতের চাবুকের মত টেক্কাকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করিল; কিন্তু তখন তাহার মাথায় খুন চাপিয়াছিল, সে বিকৃত স্বরে বলিল, "দরজা বন্ধ কর—ধীরে ধীরে, ক্রমে; গঁজালগুলা উহার শরীরে আস্তে আস্তে বিঁধিতে থাক।"

মিঃ ব্লেক সেই লৌহ নারী-মূর্ত্তির উদর-গহ্বরে সবেগে নিক্ষিপ্ত হইলেন; কিন্তু তাহার দ্বার রুদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কারফাক্স ক্রু এক লম্ফে টেক্কার সম্মুখে আসিয়া তাহার দুই হাত জড়াইয়া ধরিল, এবং ব্যাকুল স্বরে বলিল, "না, না, এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য আর আমি দেখিতে পারিতেছি না। সর্দ্দার, লৌহদ্বার রুদ্ধ করিবার আদেশ প্রত্যাহার করুন; উহাকে দয়া করুন।"

টেক্কা এক ধাক্কায় ক্রুকে দূরে সরাইয়া দিয়া সক্রোধে বলিল, "তফাৎ যা মূর্খ! আমার আদেশের প্রতিবাদ ? তোর এত স্পর্দ্ধা !"

মিঃ ব্লেক সেই লৌহ-মূর্ত্তির উদর-গহ্বরে কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় অসাড় ভাবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। লৌহদ্বার ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হইল। মিঃ ব্লেক বুঝিলেন লৌহকপাট-সংলগ্ন গঁজালগুলি মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার উভয় চক্ষুতে, বক্ষঃস্থলে ও উরুদ্বয়ে বিদ্ধ হইবে, এবং নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে তাঁহাকে ইহলোক হইতে অপসৃত হইতে হইবে। সেই লৌহ-পিঞ্জরই তাঁহার সমাধি। তিনি চক্ষু মুদিত করিলেন, তাঁহার শ্বাসরোধের উপক্রম হইল। তাঁহার অন্তর ও বাহির নিবিড় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল।

ক্রু ভগ্নস্বরে বলিল, "সর্দ্দার, সর্দ্দার, আপনি কি মানুষ ?—না, না, এ পিশাচের কাজ! শীঘ্র উহাকে হত্যা করুন, চক্ষুর নিমেষে উহার প্রাণ বিনাশ করুন, ও ভাবে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করিবেন না। এই পৈশাচিক প্রবৃত্তি দমন করুন সর্দ্দার !"

টেক্কা এক লম্ফে ক্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিলেন, সেই ধাক্কায় ক্রু পূর্ব্বোক্ত লৌহ-নারীমূর্ত্তির পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার পর সে কাতর কণ্ঠে এরূপ হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ করিল যে, তাহার ব্যথিত আর্ত্তস্বর সেই পাষাণময় স্তব্ধ কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

বামন টনি, লু তারাঁ, সামসন প্রভৃতি দস্যু স্তম্ভিত হৃদয়ে কারফাক্স ক্রুর ধরালুণ্ঠিত দেহের দিকে চাহিয়া রহিল। লৌহ-নারীমূর্ত্তির পদতলে ভ্রূকুটি-কুটিল নেত্রের ক্রুর দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া টেক্কা ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। তাহার চক্ষুতারকা জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতেছিল।

সকলে বুঝিল হতভাগ্য ক্রু দলপতির ক্রোধানলে ক্ষুদ্র পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইবে।

অষ্টম তরঙ্গ

আগুন জ্বলিল

সারোভিয়া-রাজধানী ক্রাকভের বলিভার্ড রুজ নামক রাজপথ-প্রান্তস্থ একটি ক্ষুদ্র হোটেলের একটি কক্ষে একখানি চেয়ারে বসিয়া মিঃ পেজ 'রেডিও'র জন্য একটি প্রবন্ধ লিখিতেছিলেন। তখন রাত্রি প্রায় বারটা। সেই দিনই মিঃ রফ্ হ্যান্সন ক্রাকভের রাজদ্রোহী দলে যোগদান করিয়াছিলেন। তিনি কাফে রয়েলে মিঃ ব্লেকের পত্র পাইবার পর তাঁহার সন্ধানের জন্য বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আশা পূর্ণ হয় নাই। বলা বাহুল্য, লু তারাঁ তাঁহাকে অর্লভ দুর্গে গিয়া টেক্কার সহিত সাক্ষাত করিতে টেলিফোনে আদেশ করিলে তিনি সেই আদেশ পালন করেন নাই। তিনি টেক্কার সম্মুখীন হইলে তাঁহার প্রাণ রক্ষার আশা নাই—তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনিও সেই রাত্রে মিঃ পেজের সম্মুখে বসিয়া ছিলেন।

মিঃ পেজকে নিবিষ্ট চিত্তে লেখনি চালনা করিতে দেখিয়া মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "আজ আমি রাজদ্রোহী। কাল সকালে রাজার বিবাহ, আমাকে কাল সকালে বিদ্রোহীদলে যোগ দান করিয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইবে।—আমাদের বন্ধু ব্লেক নিরুদ্দিষ্ট, দুর্ভাগ্যক্রমে আজ তাঁহার সন্ধান করিতে পারিলাম না। সে দিকে তোমার খেয়াল নাই। তুমি ভবিষ্যৎ রাজমহিষীর রূপ ও পরিচ্ছদের বর্ণনায় দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরিয়া ফেলিয়াছ! কিন্তু এই বর্ণনা নিতান্তই অনর্থক, অতএব বন্ধু লেখনী সংবরণ কর।"

মিঃ পেজ মুখ তুলিয়া বলিলেন, "আমার বর্ণনা অনর্থক, এ কথা তোমাকে কে বলিল? আমি কি কেবল ভবিষ্যৎ রাণীর রূপ ও পরিচ্ছদের বর্ণনা লইয়াই ব্যস্ত আছি? আমি কি জানি না আজ ক্রাকভের অবস্থা ধূমায়মান আগ্নেয়গিরির অবস্থার অনুরূপ? আমি আজ সারাদিন রাজধানীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছি।

প্রজাবর্গ বিদ্রোহ ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। রাজা কার্ল রাজকুমারী সোনিয়ার দুই চক্ষের বিষ। রাজদ্রোহীরা সমগ্র দেশে বিদ্রোহের বীজ ছড়াইয়া দিয়াছে। কাল রাজার বিবাহ, কি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া তাহা কে বলিতে পারে? আমার চিন্তার ধারা তুমি ঠিক বুঝিতে পারিবে না রফ্!"

মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "তোমার চিন্তার ধারা বুঝিবার জন্য আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নাই। এখানে তোমার অস্ত্র অপেক্ষা আমার অস্ত্রই অধিকতর ফল-প্রদ। ব্লেকের খবর পাইবার জন্য আমার প্রাণ ছট্ফট্ করিতেছে; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সঠিক কোন কথাই সারা দিনের মধ্যে জানিতে পারিলাম না। তুমি বলিতেছিলে তিনি যে গাড়ীতে গিয়াছেন সেই গাড়ীর নম্বর দেখিয়া জানিতে পারা গিয়াছে—তাহা রাজার অনুচরবর্গের ব্যবহৃত গাড়ী।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমি পুলিশের অধ্যক্ষের নিকট সন্ধান লইয়া জানিতে পারিয়াছি, সেই নম্বরের গাড়ী রাজবাড়ীর গাড়ী, এবং রাজার অনুচরেরা সেই গাড়ী ব্যবহার করে। সে আমাকে মিথ্যা কথা বলে নাই রফ্! আমি তোমার পত্র পাইয়াই সেই গাড়ীর সন্ধানে বাহির হইয়াছিলাম, অবশেষে জানিতে পারি তাহা অর্লভ দুর্গে গিয়াছে। অর্লভ দুর্গ হইতে সেই গাড়ী নগরে ফিরিয়া আসে নাই, এ সংবাদও আমার অজ্ঞাত নহে।"

মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "এ সংবাদে দুশ্চিন্তা বাড়িয়াছে মাত্র। তুমি অর্লভ দুর্গে গিয়া রাজার সহিত দেখা করিবার চেষ্টা করিলেই ভাল করিতে।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "আমি সে চেষ্টাও করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হয় নাই। আমার চেষ্টা বিফল হইবার কারণ কি বুঝিতে পার নাই মূর্খ! আমি যে মিঃ ব্লেকের বন্ধু, এ সংবাদ কি টেক্কার অজ্ঞাত? আমি রাজ-সরকার হইতে পাস-পোর্ট সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম বলিয়াই ক্রাকভে প্রবেশ করিতে পারিয়াছি; সাধারণ ভদ্রলোকের ন্যায় আসিলে আমি এ নগরে প্রবেশ করিতে পারিতাম না। আমার বিশ্বাস, ব্লেক কার্লের কবলে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার অর্লভ দুর্গ হইতে উদ্ধারের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই।"

মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "কিন্তু আমার বিশ্বাস মিঃ ব্লেক সে ভাবে বিপন্ন হইয়া

থাকিলে নিশ্চয়ই আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন। তিনি বাহিরে যাইবার পূর্ব্বে আমার জন্ত যে পত্রখানি লিখিয়া গিয়াছিলেন, সেই পত্র পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম তাঁহাকে কোথায় যাইতে হইবে তাহা তিনি জানিতে পারিয়া ছিলেন। যদি তিনি রাজার নিকট গমন করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি রাজদর্শনের জন্ত প্রস্তুত হইয়াই গিয়াছেন। কিন্তু তিনি কি উদ্দেশ্যে এইরূপ অসমসাহসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার জন্ত আমার আগ্রহ হইয়াছে, অথচ তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। সে কথাটিও তিনি লিখিয়া যাইলে আমি তাঁহার জন্ত এত দূর উৎকণ্ঠিত হইতাম না।”

মিঃ পেজ মিঃ হ্যান্‌সনকে কি বলিতে উন্থত হইয়াছেন, এমন সময় বজ্রগম্ভীর ধ্বনিতে বোমা ফাটিবার শব্দ হইল। সেই শব্দ সেই গভীর রাত্রে সমগ্র রাজধানী যেন প্রকম্পিত করিয়া তুলিল। শব্দ শুনিয়া মিঃ হ্যান্‌সন ও পেজ এক সঙ্গে লাফাইয়া উঠিলেন।

মিঃ হ্যান্‌সন সবিস্ময়ে বলিলেন, “গোলা চলিতে আরম্ভ হইল কি? এখন ত মধ্য রাত্রি; এ সময় ত বিদ্রোহারম্ভের কথা নয়! কিন্তু ঐ আওয়াজ যদি কলের কামানের (Machine-gun) শব্দ না হয়, তাহা হইলে আমার নামই মিথ্যা।”

মিঃ পেজ বলিলেন, “হাঁ, কলের কামানের শব্দ বলিয়াই সন্দেহ হয় বটে। এই রাত্রিকালে কামান চালাইবার কারণ আমিও বুঝিতে পারিতেছিনা।”—তিনি জানালার নিকট উপস্থিত হইয়া পথের দিকে চাহিলেন। রাজপথ নিস্তব্ধ, নির্জ্জন।

মিঃ পেজ সেই বাতায়ন-পথে পূর্ব্ব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন; পূর্ব্ব দিকে কতকগুলি সুদীর্ঘ বৃক্ষ ছিল, তাহাদের পত্ররাশির ফাঁক দিয়া অগণ্য নক্ষত্রখচিত পূর্ব্বাকাশ তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল; তিনি সেই দিকে বহুদূর ব্যাপিয়া রক্ত-লোহিত আভা দেখিতে পাইলেন। তিনি পশ্চাতে মুখ ফিরাইয়া মিঃ হ্যান্‌সনকে বলিলেন, “পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া দেখ, বোধ হয় ঐ দিকে বহু দূরে কোথাও আগুন লাগিয়াছে। অগ্নিকাণ্ড হইলে রাত্রিকালে আকাশে ঐরূপ আভা দেখা যায় না?”

মিঃ হ্যান্‌সন মিঃ পেজের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া, তাঁহার কাঁধের পাশ দিয়া পূর্ব্বাকাশের সেই রক্তিমাভা দেখিতে পাইলেন।

হঠাৎ সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ হইল। মিঃ পেজ বলিলেন, "শোন! কেহ বোধ হয় সিঁড়ি দিয়া এদিকে আসিতেছে। এই গভীর রাত্রে কে কি উদ্দেশ্যে—"

মিঃ পেজের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সেই কক্ষের রুদ্ধদ্বারে করাঘাতের শব্দ হইল।

মিঃ পেজ বলিলেন, "ভিতরে এস, দরজা খোলা আছে।"

সারনফ দ্বার ঠেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে সেই কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার চক্ষু নিদারুণ মানসিক উত্তেজনায় বিস্ফারিত। ললাট ঘর্ম্মাক্ত, পরিচ্ছদ বিশৃঙ্খল। সে স্খলিত পদে মিঃ হ্যানসনের সম্মুখে আসিয়া বলিল, "বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব দিকের বারিকের ফৌজ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। হুসার সৈন্যেরা রাজার নিকট সুবিচার প্রার্থনায় ক্রাকভে যাত্রা করিয়াছে।"

মিঃ হ্যান্‌সন মিঃ পেজকে কি ইঙ্গিত করিয়া সারনফের জন্য একখানি চেয়ার সরাইয়া আনিলেন, তাহাকে বলিলেন, "বন্ধু, আপনি বসিয়া এক পাত্র মদ্য পান করুন। আমার এই বন্ধুটির সহিত আপনার পরিচয় নাই; উনি ইংলণ্ডের একখানি প্রধান সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা। উনি অনেক যুদ্ধে সমর-সংবাদ দাতার কাজ করিয়াছেন। সাধারণতন্ত্রের প্রতি উঁহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে, এজন্য আপনি উঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে পারেন। মিঃ পেজ উঁহাদের দৈনিক পত্রিকায় আপনাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন সন্দেহ নাই। আপনি আমাকে এই হোটেলে বাস করিতে বলিয়াছিলেন, ইহাতে আপনার দূরদর্শিতার পরিচয় পাইয়াছি; তবে স্থানটি বড়ই নির্জ্জন।"

সারনফ বিদ্রোহের ঘোষণায় এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিল যে, অন্য কোন দিকে তাহার লক্ষ্য ছিল না, এজন্য মিঃ পেজের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার জন্য তাহার আগ্রহ হইল না; মিঃ হ্যান্‌সন মিঃ পেজের পরিচয় সম্বন্ধে যে কথা বলিলেন—সে কথাগুলি বোধ হয় তাহার কর্ণে প্রবেশ করে নাই। সে মিঃ পেজকে নিঃশব্দে অভিবাদন করিয়া মদের গ্লাস মুখে তুলিল; এমন কি, জলের জগটা সেখানে লইয়া আসিবার বিলম্বও তাহার সহ্য হইল না! সে সেই নির্জ্জলা হুইস্কি এক নিশ্বাসে গলাধঃকরণ করিল; অবশেষে গ্লাসটা নামাইয়া রাখিয়া

বলিল, "বন্ধু, আপনি বোধ হয় প্রজাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহারা যে এত শীঘ্র ক্ষেপিয়া উঠিবে, ইহা আমরা আশা করিতে পারি নাই; কিন্তু ইহা আমাদের প্রচার কার্য্যেরই সুফল। প্রজাবর্গের অধিকাংশ বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছে, এতদ্ভিন্ন অর্দ্ধেক সৈন্য আমাদের পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। এ অবস্থায় যথেচ্ছাচারী রাজা কার্ল মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া—"

রফ হ্যান্সন তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, "আর বিলম্ব করা অনুচিত; চলুন, এখনই আমরা যাই। আমি ত আপনাদের দলে যোগদান করিয়াছি, কিন্তু পেজ তুমি কি করিবে? আমাদের সঙ্গে আসিবে কি?"

সারনফ লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "ড্রসকি আমাকে আপনার কাছে পাঠাইয়াছেন, তিনি আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন। বোরিসকে তিনি সংবাদ পাঠাইয়াছেন, বোরিসই সৈন্যদলকে বিদ্রোহের জন্য ক্ষেপাইয়া তুলিয়াছে। আমি ক্রাকভে থাকিয়া সম্মিলিত শ্রমজীবি বর্গকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিবার ভার লইয়াছি।

রফ্ হ্যান্সন মিঃ পেজকে বলিলেন, "উপযুক্ত ব্যক্তির উপর এই কাজের ভার পড়িয়াছে—ইহাই ত চাই; কিন্তু পেজ, তোমার কলম রাখিয়া উঠিয়া এস। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলে চলিবে না। কর্ত্তব্যের আহ্বান শুনিতেছি—এখন কাজ আরম্ভ হইয়াছে। এবার আমার কলম চলিবে—তাহা হইতে সীসার অব্যর্থ অক্ষর বাহির হইবে।"—তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার টুপীটা তুলিয়া লইলেন সারনফ উঠিয়া পূর্ব্বেই সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল; মিঃ হ্যান্সন দ্রুতপদে তাহার অনুসরণ করিলেন। মিঃ পেজও নির্ব্বাক ভাবে তাঁহার সঙ্গে চলিলেন।

বলিভার্ড রুজের এই হোটেল হইতে বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডার দূরত্ব অধিক নহে। মিঃ হ্যান্সন ক্রাকভে আসিয়া হোটেল ওরিয়েন্টালে বেশ আরামেই বাস করিতেছিলেন; কিন্তু তিনি বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিয়া এতই উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, হোটেল ওরিয়েন্টালের সুখ স্বচ্ছন্দতার ও বিলাসিতার লোভ ত্যাগ করিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ তিনি জানিতেন বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করিয়া হোটেল ওরিয়েন্টালে বাস করায় যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা ছিল। টেক্কা তাহার মনের কথা জানিতে

পারিয়াছিল, সুতরাং তাহাকে চার দুনো দলের আড্ডায় লইয়া যাইবার জন্য তাহার যথেষ্ট আগ্রহ থাকিলেও প্রকাশ্য ভাবে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার উপায় ছিল না, কিন্তু রাজা কোন কৌশলে তাহাকে সেখানে লইয়া যাইতে পারে এরূপ আশঙ্কার কারণ ছিল। এ জন্য তিনি হোটেল ওরিয়েণ্টাল হইতে বিদায় লইয়া এই ক্ষুদ্র হোটেলে গোপনে বাস করিতেছিলেন।

তাঁহারা তিন জনে জন সমাগমহীন পথে আসিলেন। তাঁহারা কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বন্দুকের দুমদাম শব্দ শুনিতে পাইলেন। তাঁহারা দেখিলেন পথ-প্রান্তবর্ত্তী অট্টালিকা সমূহের পূর্ব্বদিকের বাতায়ন খুলিয়া অট্টালিকাবাসী নর-নারীগণ নিদ্রালস নেত্রে পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া আছে, এবং সেই দিকের লোহিতাভা দেখিয়া তাহার কারণ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিতেছে।—তাহাদের আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা মিশ্রিত কণ্ঠস্বর তাঁহারা শুনিতে শুনিতে রাজপথে অগ্রসর হইলেন।

বিদ্রোহীদলের নেতা ড্রসকির বাসভবন যে গলির ভিতর সংস্থাপিত সারনফ সেই গলির মোড়ে আসিয়া মিঃ হ্যান্সন ও পেজকে বলিল, "বন্ধু, আমাদিগকে এই গলিতে প্রবেশ করিতে হইবে। আপনারা আমার অনুসরণ করুন।"

তাঁহারা কয়েক গজ অগ্রসর হইয়া ড্রসকির অট্টালিকার বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। সারনফ রুদ্ধদ্বারে করাঘাত করিবামাত্র দ্বার খুলিয়া গেল। তাঁহারা তিন জনে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করিয়া সম্মুখে এক ভুবনমোহিনী নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। এই যুবতী রেড রোজা। উৎসাহে তাহার চক্ষু দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় জ্বলিতেছিল, এবং তাহার বক্ষঃস্থল আবেগ ভরে কম্পিত হইতেছিল।

রেড রোজা উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আজ আমাদের কি আনন্দ, কি গৌরবের দিন!—বন্ধুগণ আসুন। ড্রসকি যুদ্ধে যোগদানের জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছেন; কিন্তু কি ক্ষোভের বিষয়, তাঁহার অশ্ব পরিচালনের শক্তি নাই, তিনি বিকলাঙ্গ। তিনি কিরূপে বিদ্রোহী সৈন্য পরিচালিত করিবেন?"

মিঃ রফ্ হ্যান্সন সংক্ষেপে মিঃ পেজকে রেড রোজার সহিত পরিচিত

করিলেন। মিঃ পেজ রেড রোজার রূপমাধুরী দেখিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন; কিন্তু সেই যুবতী তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিল না। সে তাঁহাদের তিন জনকে সঙ্গে লইয়া একটি প্রকাণ্ড কক্ষে প্রবেশ করিল। সেই কক্ষে তখন পরামর্শ সভার অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছিল। বহু সংখ্যক বিদ্রোহী সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদের সকলেই উৎসাহ ও উদ্দীপনায় অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।

ড্রস্‌কি একখানি ঠেলা গাড়ীতে বসিয়া বিদ্রোহীগণকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালিত করিবার জন্য উত্তেজনা পূর্ণ ভাষায় বক্তৃতা করিতেছিল; মিঃ হ্যান্‌সনকে সেই কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সে বক্তৃতা বন্ধ করিয়া তাঁহার অভ্যার্থনা করিল, এবং উত্তেজিত স্বরে বলিল, "আসুন বন্ধু, আজ মহানন্দে আপনার অভিনন্দন করিতেছি। আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া যে সময়ের—যে সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম—তাহা আসিয়াছে। সৈন্যগণ পর্য্যন্ত যখন আমাদের দলে যোগদান করিয়াছে—তখন কি আর আমাদের জয় সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিতে পারে? আর কি আমাদের পরাজয়ের আশঙ্কা আছে? আমরা ভোট লইয়া স্থির করিয়াছি আপনাকে পেট্রোভিচ রোডে বিদ্রোহীগণের সহিত যোগদান করিতে হইবে। আপনি তাহাদিগকে লইয়া ক্রাকভের শ্রমজীবীদলের সম্মুখীন হইবেন। তাহারা আপনাদিগের অভ্যার্থনার জন্য প্রস্তুত থাকিবে। সারনফ আপনাদের সঙ্গে যাইবেন। আপনাকে এই দলের দলপতি করা হইয়াছে, কারণ আপনার সাহসের তুলনা নাই, এতদ্ভিন্ন আপনার ন্যায় অদ্ভুত লক্ষ্যভেদের শক্তি বিদ্রোহীদলের আর কাহারও নাই।—বন্ধুগণ এখন প্রাসাদ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হও, আমার বন্ধু ষ্ট্রাগফ্‌ আমাকে তাঁহার ঘোড়ায় তুলিযা লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন। কারণ বিদ্রোহীরা আমাকে দেখিয়া অধিকতর উৎসাহিত হইবে, আমারও বহুদিনের কামনা পূর্ণ হইবে। আমাদের সকলেই অস্ত্র ধারণ করিয়াছে। আমাদের গুলী বারুদ প্রভৃতিরও অভাব হইবে না, কারণ নগরের গোলাগুলীর গুদামের (town arsenal) চাবি বন্ধু ষ্ট্রগফের হস্তগত হইয়াছে।"

ষ্ট্রগফ্‌ সারোভিয়ার একটি বিশালদেহ সাহসী পালোয়ান, সে সেই সভাস্থলে

বেদীর এক প্রান্তে উপবিষ্ট ছিল। সে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "আমাদের দলপতির আদেশ শিরোধার্য্য।"

ড্রস্‌কি বক্তৃতা করিতে করিতে ঘর্ম্মধারায় সিক্ত হইল; সে অতঃপর পকেট হইতে গালা মোহর করা এক খানি পুরু লেফাপা বাহির করিয়া সারনফের হস্তে প্রদান করিল; তাহাকে বলিল, "সারনফ, তুমি ও মিঃ হ্যান্‌সন এই পত্রখানি বোরিসের হস্তে প্রদান করিবে। রাজার বিবাহের দিন যে প্রণালীতে যে যে স্থান আক্রমণ করিতে হইবে, এই পত্রে তাহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আমরা যদিও নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছি, তথাপি এই বিবরণ অনুসারেই কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। গোলাগুলীর বারুদের গুদাম যখন আমাদের হস্তগত হইয়াছে—তখন আর কোন চিন্তা নাই। ষ্ট্রাগফ্‌ তাহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন।"

একজন বিদ্রোহী উৎসাহ ভরে চিৎকার করিল, "ড্রস্‌কি দীর্ঘজীবি হউন, বিদ্রোহ দীর্ঘস্থায়ী হউক।"—সেই কক্ষের অন্যান্য লোক উচ্চৈঃস্বরে তাহার প্রতিধ্বনি করিল। ড্রস্‌কি আনন্দে উত্তেজনায় ক্ষিপ্তবৎ হইল। তাহার বহু-কালের স্বপ্ন সফল হওয়ায় তাহার চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। বিদ্রোহীরা সভাভঙ্গ করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। তাহাদের সকলেই উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল, "রাজতন্ত্র বিধ্বস্ত হউক, প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হউক, জয়, সাধারণ-তন্ত্রের জয়!"

রফ হ্যান্‌সন সোৎসাহে বলিলেন, "কি আনন্দ, কি স্ফূর্ত্তি! এতদিন পরে জীবনের একটু আস্বাদন পাওয়া গেল। বিদ্রোহী প্রজারা ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে।—যাই, যাই, অদূরে সমর সাগরের হুঙ্কার শুনিতেছি।"—তিনি কয়েকপদ অগ্রসর হইতেই রেড রোজা তাঁহার আস্তিন আকর্ষণ করিল, তাহার হাতে পিস্তলের টোটার দুইটি মালা ছিল। সে তাহা হ্যান্‌সনের হাতে দিয়া বলিল, "ইহা আপনার জন্যই আনিয়াছি বন্ধু!—আপনি ইহার সাহায্যে যুদ্ধে জয়ী হউন—ইহাই প্রার্থনা।" —রেড রোজা মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইল।

রফ হ্যান্‌সম সেই টোটার মালা পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন; তাহা

তিনি কোমরে বাঁধিয়া রাখিয়া বলিলেন, "এখন আমার আর কোন অসুবিধা হইবে না।"

সারনফ্ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "শীঘ্র চলুন বন্ধু! ঘোড়া প্রস্তুত, বোরিসের নিকট অবিলম্বে উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিতে হইবে গোলাগুলির কারখানা আমাদের জন্ত উন্মুক্ত হইয়াছে।

রফ হ্যান্‌সন বলিলেন, "চল পেজ, ঘোড়া প্রস্তুত। যুদ্ধের এরূপ সুযোগ জীবনে আর কখন পাইব না। ঐ দেখ সমুদ্র স্রোতের মত নরমুণ্ডের স্রোত আসিতেছে, উহাদিগকে পশ্চাতে রাখিয়া চল অগ্রসর হই।"

মিঃ পেজ পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাঁহার মনে হইল তিনি সেই স্রোতে পড়িয়া শুষ্ক তৃনের ন্তায় মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া যাইবেন।

সারনফ মিঃ হ্যান্‌সন ও পেজকে সঙ্গে লইয়া একটি সুদীর্ঘ অট্টালিকার প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইল; সেখানে চারিটি আরবী অশ্ব সজ্জিত ভাবে দাঁড়াইয়া ছিল। মিঃ হ্যানসন একটি কৃষ্ণকায় তেজস্বী তুরঙ্গ বাছিয়া লইলেন; এবং চক্ষুর নিমেষে তাহার পিঠে উঠিয়া বল্গা ধরিতেই ঘোড়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "আমি চলিলাম; সারনফ, আমার অনুসরণ করুন।"—তিনি গম্ভীরস্বরে একটি যুদ্ধ সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

মিঃ পেজ একটি সুসজ্জিত ঘোটকী-পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। একজন আমেরিকান সারোভিয়া বাসীদের বিদ্রোহে পরিচালিত করিতেছে—ইহার শেষফল কি, এবং তিনি 'রেডিও'তে কি ভাবে যুদ্ধের বর্ণনা লিখিবেন, এবং তাহা লিখিবার সুযোগ পাইবেন কি না—এই চিন্তায় তিনি মুহূর্ত্তের জন্ত বিচলিত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু সহসা সম্মুখে রফ হ্যান্‌সনকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আজ কি আনন্দের দিন রফ! কিন্তু শীঘ্রই আমরা বোধ হয় বিচ্ছিন্ন হইব; সকল দিকে যুদ্ধের সংবাদ আমাকে সংগ্রহ করিতে হইবে। আশা করি তোমার সঙ্গে আবার—" সেই জন-সমুদ্রের ভৈরব গর্জ্জনে মিঃ পেজের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল। রফ দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন।

পথের দুইপাশে যে সকল অট্টালিকা ছিল—সেই সকল অট্টালিকা হইতে দলে

দলে লোক বাহির হইতে লাগিল; জনতা ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হইল। স্ত্রীলোকেরা উন্মত্তবৎ হইয়া চিৎকার করিতে লাগিল; পুরুষেরা হৃদয়োন্মাদক বিদ্রোহ সঙ্গিতে গগন পবন প্রতি ধ্বনিত করিয়া তুলিল। তাহারা সকলেই রাজশাসনের বন্ধন-পাশ ছিন্ন করিবার জন্য অধীর হইয়া উঠিয়াছিল।—তাহারা সকল নিয়ম, শৃঙ্খলা ভঙ্গ করিয়া অন্ধ আবেগে বিদ্রোহী দলের অনুসরণ করিল। সকলেই ভাবিল বিপ্লবের বিপুল বন্যায় সকলেই ভাসিয়া যাইবে।

কলের কামানের ভৈরব গৰ্জ্জন ক্রমেই অধিকতর সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল, এবং পূর্ব্বাকাশে যে লোহিত আভা লক্ষিত হইতেছিল, তাহা, পরিস্ফুট হইয়া দিক্‌দাহী দাবানলের আকার ধারণ করিল। মনে হইল যেন শোণিতরাশি লোহিত বাষ্পে পরিণত হইয়া পূর্ব্বাকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে।

"চল, শীঘ্র অস্ত্রাগারে চল"—বলিয়া একজন উচৈচঃস্বরে গৰ্জ্জন করিয়া উঠিল; মিঃ পেজ সেই আদেশ শুনিয়া সম্মুখে চাহিলেন, দেখিলেন বিরাট বপু ষ্ট্রাগফ্ একটি বিশালাকার তেজস্বী অশ্বে বসিয়া নিস্কাষিত সুদীর্ঘ তরবারি উৰ্দ্ধে প্রসারিত করিয়াছে, তাহার বাম হস্তে অশ্বরশ্মি এবং সম্মুখে বিকলাঙ্গ ড্রস্‌কি উপবিষ্ট; ষ্ট্রাগফ্ বামহস্তে ক্রোড়স্থ ড্রস্‌কি চাপিয়া ধরিয়া অশ্বচালন করিতেছিল।

ষ্ট্রগফ্‌কে সেই অবস্থায় দেখিয়া জন সাধারণ সহস্র কণ্ঠে 'হুর্‌রে হুর্‌রে' শব্দে গৰ্জ্জন করিয়া উঠিল। আকাশ খণ্ড খণ্ড মেঘে আচ্ছাদিত ছিল, সহসা বিচ্ছিন্ন মেঘস্তর অপসারিত হইল, এবং উজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ ষ্ট্রগফে্‌র উন্মুক্ত তরবারিতে প্রতি-ফলিত হইয়া বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় ঝকমক করিতে লাগিল।—বহু কণ্ঠ হইতে ধ্বনি উঠিল, "এই ষ্ট্রগফ্ সাহসী ও তেজস্বী বীরপুরুষ, আমাদের জন্য যুদ্ধ করিবেন, আমাদের জয় সুনিশ্চিত!" অস্ত্রাগার কিরূপে বিদ্রোহীদের হস্তগত হইল, মিঃ পেজ প্রথমে তাহা বুঝিতে পারেন নাই; অবশেষে শুনিতে পাইলেন, ক্রাকভের প্রধান রাজপুরুষ (the official headman of krakov) বিদ্রোহীদলে যোগদান করিয়া অস্ত্রাগার তাহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া ছিলেন।

মিঃ পেজ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিলেন, "উঃ, কি বিরাট জনতা!"

হঠাৎ বহু দূরে "হুড়ুম দুম্" শব্দ হইল। সেই শব্দে মিঃ পেজের শ্রবণ পটাহ যেন বিদীর্ণ হইল। মিঃ পেজ ইহার কারণানুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, বিদ্রোহীরা দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে।—তিনি ক্ষুব্ধ স্বরে সারনফ্‌কে বলিলেন, "যুদ্ধে অনভ্যস্ত, অশিক্ষিত, অনিয়ন্ত্রিত প্রজাপুঞ্জ—চারি দিক হইতে রাজসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে—"

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই পথপ্রান্তবর্ত্তী একটি অরণ্যের অন্তরাল হইতে 'মেসিন গণে'র গুলি বৃষ্টি আরম্ভ হইল। মিঃ পেজ সেই অরণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অরণ্যের অন্তরালবর্ত্তী কোন কোন যোদ্ধার কোটের পিতলের বোতাম চন্দ্রালোকে চিক্ চিক্ করিতে দেখিলেন।

ষ্ট্রাগফ্ উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "বন্ধুগণ, শীঘ্র অস্ত্রাগারের দিকে চল।"—কিন্তু তাহার কণ্ঠস্বর নীরব হইতে না হইতে পুনর্ব্বার 'মেসিন গণের এক ঝাক গুলী সবেগে বিদ্রোহীদিগের উপর নিক্ষিপ্ত হইল।—সেই গুলীর আঘাতে বহুসংখ্যক নগরবাসী হত ও আহত হইল। ষ্ট্রাগফ্ বিকৃত স্বরে বলিল, "ওরে স্বদেশদ্রোহী কুকুরের দল, আমাদের সম্মুখের পথ ছাড়িয়া দে। সারোভিয়ার জনসাধারণ আজ তাহাদের মাতৃভূমিকে যথেচ্ছাচারী রাজার কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে।"

কিন্তু কে সেই কথায় কর্ণপাত করিবে?—আবার এক ঝাক গুলী আসিয়া বিদ্রোহোন্মুখ নগরবাসীগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিল। আর একদল লোক ধরাশায়ী হইল।

মিঃ পেজ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "এ যে হত্যাকাণ্ড! নিরস্ত্র লোকগুলা রাজপথে কুকুরের মত মরিতেছে! তাহাদের লুণ্ঠিত দেহ পদদলিত করিয়া দলে দলে লোক দৌড়াইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাহারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ। কে উহাদিগকে এই গুলী বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবে?"—তিনি মিঃ হ্যান্সনকে কিছু দূরে দেখিয়া বলিলেন, রফ, রফ, শীঘ্র ফিরিয়া এস। অনর্থক কেন আততায়ীর গুলীতে নিহত হইবে?"

কিন্তু রফ হ্যান্সন মিঃ পেজের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই অশ্রান্ত গুলী-

বৃষ্টির ভিতর দিয়া সবেগে অগ্রসর হইলেন। আবার 'দুড়ুম দুড়ুম' শব্দ হইল, মিঃ পেজের গালের পাশ দিয়া গুলী চলিয়া গেল; তিনি অবনত মস্তকে সম্মুখে অশ্ব পরিচালিত করিলেন। সারনফ্ দুই হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া জনতা ভেদ করিয়া অস্ত্রাগার অভিমুখে ধাবিত হইল।

মিঃ হ্যান্সনের প্রতি মুহূর্ত্তেই আহত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ধরাশায়ী হইবার আশঙ্কা ছিল। কিন্তু দৈবের অনুকূলতায় তাঁহার প্রাণরক্ষা হইল। অস্ত্রাগারই তাঁহার লক্ষ্য স্থল।

*　　*　　*　　*

রাজধানীর যখন এই অবস্থা, সেই সময় রাজা কার্ল অর্লভ দুর্গের মরণ-কামরায় দাঁড়াইয়া কারফাক্স ক্রুর মুখের দিকে চাহিয়া ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষু হইতে যেন অগ্নিশিখা নিঃসারিত হইতেছিল। তিনি ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া, ক্রুকে লক্ষ্য করিয়া ক্রোধ বিকম্পিত স্বরে বলিলেন, "ওরে বিশ্বাসঘাতক কুকুর! তুই আমার কাজে বাধা দিতে সাহস করিয়াছিস্? তোর আদেশে আমি ব্লেককে যন্ত্রণা না দিয়া শীঘ্র হত্যা করিব? এখন তোর সেই—"

'দুড়ুম, শব্দে কোথায় কামান গর্জ্জিয়া উঠিল; রাজা সেই শব্দে চমকিয়া উঠিয়া তাঁহার সঙ্গীদের বলিলেন, "ব্যাপার কি?"

কেহ কোন উত্তর দিল না, কারণ ব্যাপার কি তাহা তাহারা জানিত না। মুহূর্ত্ত পরে পুনর্ব্বার সেই রূপ সুগম্ভীর কামান গর্জ্জন; কামানের মুহুর্ম্মুহু গর্জ্জন ধ্বনিতে সেই ভূগর্ভস্থ গৃহ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, এবং ভূমিকম্পের মত তাহা কাঁপিতে কাঁপিতে দুলিয়া উঠিল।—রাজা কি করিবেন ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না, তিনি কম্পিত পদে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইতেই একজন কর্ম্মচারী সুড়ঙ্গ পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মহারাজ, সর্ব্বনাশ, প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। এতক্ষণ বোধহয় তাহারা রাজধানী অধিকার করিল!"

রাজার মুখমণ্ডল পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। তিনি তাঁহার অনুচরবর্গকে বলিলেন, শীঘ্র বাহিরে চল। ব্লেক ও ক্রু এখানে তাহাদের ভাগ্য ফল ভোগ করুক।"

রাজা অনুচর বর্গ সহ সুড়ঙ্গ দ্বারে উপস্থিত হইলেন, এবং সিঁড়ি দিয়া দ্রুত বেগে তাঁহার বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে সামসনকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন, "সামসন গুহামুখ শীঘ্র বন্ধ করিয়া দাও।" অনন্তর তিনি বাহিরের দ্বার খুলিয়া টাউয়ারের বহির্ভাগে পদার্পণ করিবামাত্র একজন সৈনিক যুবক শোণিত রঞ্জিত পরিচ্ছদে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ব্যাকুলস্বরে বলিল, "মহারাজ, বিদ্রোহী নগর বাসীরা দুর্গ আক্রমণ করিয়াছে, আমাদের ফৌজ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে, আর—আর—"

তাহার কথা শেষ না হইতেই সে মূর্চ্ছিত হইয়া রাজার পদপ্রান্তে নিপতিত হইল; রাজা তাহাকে তুলিবার চেষ্টায় দুই বাহু প্রসারিত করিয়াছেন এমন সময় পুনর্ব্বার কামানের গম্ভীর গর্জ্জনে সেই বিশাল শৌধ কাঁপিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রজ্জ্বলিত ডামাসিন ল্যাম্প মেঝের উপর পড়িয়া শতখণ্ডে চূর্ণ হইল। রাজা স্তম্ভিত ভাবে সেই বিচূর্ণিত আলোকাধারের দিকে চাহিয়া আবেগ কম্পিত স্বরে বলিলেন, "ষ্টুজ্ আমাকে সতর্ক করিয়াছিল। আমি তাহা গ্রাহ্য করি নাই। সামসন, লু আমার সঙ্গে চল। এই যুবক প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"—তিনি লেফ্-টেনাণ্টের মৃত দেহ এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া দুর্গের বহিঃপ্রাঙ্গনে ধাবিত হইলেন।

তখন উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে সেই বিরাট দুর্গের বহির্দ্দেশ সমুজ্জ্বল। রাজা চন্দ্রালোকে দেখিলেন—তিন জন সৈনিকের মৃতদেহ সাঁকোর প্রান্ত ভাগে পড়িয়া রহিয়াছে; সাঁকো উত্তোলিত, তাহার অপর প্রান্তে পরিখা মুখে সহস্র সহস্র নগরবাসী দণ্ডায়মান; তাহারা তখন সক্রোধে গর্জ্জন করিতেছিল। রাজার বিশ্বাসী সৈন্যগণ রাইফেল ও মেসিনগন হইতে তাহাদের উপর অগ্নি বর্ষণ করিতেছিল। কিন্তু বিদ্রোহীরা তাহাতে ভীত বা ছত্রভঙ্গ না হইয়া পুনঃ পুনঃ গর্জ্জন করিতে লাগিল, "কার্লকে হত্যা কর, যথেচ্ছাচারী রাজার মুণ্ডপাত কর, সাধারণতন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হউক।"

রাজা ক্ষিপ্তপ্রায় প্রজামণ্ডলীর গম্ভীর হুঙ্কার শুনিতে পাইলেন, চন্দ্রালোকে সেই বিপুল জনস্রোত দেখিতে পাইলেন। তিনি স্তম্ভিত হইলেন, যেন তাঁহার

মোহ উপস্থিত হইল। তিনি যেন আহত হইয়াছেন এই ভাবে কয়েক পদ পশ্চাতে হঠিয়া গিয়া ভগ্নস্বরে লু তারাঁ ও সামসনকে বলিলেন, "কি সর্ব্বনাশ! উহাদের কথা শুনিয়াছ কি? তোমরা দুই জনে দুর্গের অস্ত্রাগারে এই মুহূর্ত্তেই প্রবেশ কর। আশঙ্কার কোন কারণ নাই; ছয়মাস পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকিলেও অর্লভ দুর্গ শত্রুহস্তে পতিত হইবে না।"

রাজা সেই স্থানে ক্ষণ কাল দাঁড়াইয়া রহিলেন, পরিখার অপর প্রান্ত হইতে রাইফেলের গুলী আসিয়া তাহার আশে পাশে পড়িতে লাগিল। তিনি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া সোপানশ্রেণী দিয়া দুর্গ শিরে উঠিবার সময় সম্মুখে একজন প্রাচীন সেনানায়ককে দেখিতে পাইলেন; তাহার মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত, আহত ললাটে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "মহারাজ, পূর্ব্ব বারিকের ফৌজ বিদ্রোহী হইয়াছে। আমি বে-তারে ক্রাকভের সংবাদ লইয়া জানিতে পারিয়াছি—রাজধানীর প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। সেনা-বারিকে বিশ্বাসী সৈন্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। যদি আমরা যথেষ্ট পরিমাণে সৈন্য সংগ্রহ করিতে না পারি—"

রাজা কর্কশ স্বরে বলিলেন, "চুপকর গাধা। আমাদের গুলী গোলা বারুদের অভাব নাই। মেসিনগন হইতে দ্বিগুণ পরিমাণ গোলা বর্ষণ কর।"

রাজা কার্লের সহস্র দোষ সত্ত্বেও বিপদের সময় ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেন। তিনি অল্পকাল চিন্তা করিয়া টাউয়ারের উত্তর দিকে উপস্থিত হইলেন, এবং সেই দিকের ব্যাটারীতে যে সকল গোলন্দাজ ছিল, তাহাদের পরিচলন ভার গ্রহণ করিয়া সাঁকোর অপর পারে প্রচণ্ড বেগে গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিলেন। বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার অধিকার করিয়াছিল, তাহারা গোলাবর্ষণে রাজ-প্রাসাদ সমূহ চূর্ণ করিতে লাগিল; কামানের গম্ভীর শব্দ জনকোলাহলের সহিত মিশ্রিত হইয়া সমগ্র নগর প্রকম্পিত করিয়া তুলিল, প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকার বিভিন্ন অংশ মহাশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে একটা বিরাট গোলা মহাশব্দে সেই দুর্গের উপর নিপতিত

হইল, মুহূর্ত্তপরে আর একটা। এই ভাবে পুনঃ পুনঃ গোলাবর্ষণে দুর্গের কাষ্ঠ-নির্ম্মিত বিভিন্ন অংশ উন্মুলীত ও বিধ্বস্ত হইল।

একজন সেনাপতি চিৎকার করিয়া বলিল, "মহারাজ বিদ্রোহীরা হাউইজার সংগ্রহ করিয়াছে, আর বুঝি পরিত্রাণ নাই!—দেখুন, দেখুন!—তাহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই একটা প্রকাণ্ড অগ্নিগোলক শতবজ্র নির্ঘোষে দুর্গের উপর নিপতিত হইল সবুজ টাউয়ার যেন বিশাল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। রাজা পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একজন শান্ত্রী মরিয়া চিত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহার শূন্য দৃষ্টি ঊর্দ্ধে প্রসারিত, চন্দ্রালোকে তাহার মুখের ভাব অতি ভীষণ দেখাইতেছিল। তাহার রাইফেল তখন পর্য্যন্ত তাহার হস্তচ্যুত হয় নাই। রাজা সেই রাইফেলটি তুলিয়া লইয়া পশ্চাতে ফিরিতেই দেখিলেন একটা সেল মহাশব্দে ফাটিয়া বে-তারের উন্নত স্তম্ভ চূর্ণ করিল।

রাজা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "সামসন, তুমি এই 'মেসিন গন' চালাইবার ভার গ্রহণ কর। অগ্নিরাশি উদ্গিরণ করিয়া উহা বিদ্রোহীদের বিধ্বস্ত করুক।"

লু তারা রাজার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। সে হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল, "আমি আহত হইয়াছি; উঃ, মরিলাম।"—রাজা তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, তাহার বাঁ হাত ক্ষতবিক্ষত হইয়া রক্তের স্রোত বহিতেছে! রাজা তখন প্রায় ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, "চুপকর গাধা! ঐ খানে শুইয়া পড়।"—তাহার পর তিনি রাইফেল স্কন্ধে লইয়া সাঁকোর অপর দিকে সমাগত জনতার উপর গুলী বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন।

নবম তরঙ্গ

মৃত্যু-গহ্বরের দ্বারে

অর্ল´ভ দুর্গের অভ্যন্তরস্থিত ভগ্ন কক্ষের নিম্নভাগে যে কক্ষ ছিল—সেই মরণ কামরার প্রকাণ্ড খিলনের নীচে মিঃ ব্লেক সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া ছিলেন; কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল। তাঁহার মনে হইল—কেহ অগ্নিবৎ উত্তপ্ত লোহার তার দিয়া তাঁহার ললাট বাঁধিয়া দিয়াছে। তিনি শুষ্ক জিহ্বা দ্বারা অধরোষ্ঠ লেহন করিলেন। তাহার পর পাশ ফিরিয়া শয়ন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সর্ব্বাঙ্গে বেদনা, অতি কষ্টে পাশ ফিরিয়া মুদিত নেত্রে ভাবিলেন, "এ কোথায় আসিয়াছি, কেন আসিয়াছি? আমার এ অবস্থার কারণ কি?"

প্রথমে কোন কথাই তাঁহার স্মরণ হইল না। অনেকক্ষণ পরে তাহার মনে পড়িল—তিনি অর্ল´ভ দুর্গে আসিয়া টেক্কার কবলে পড়িয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাকে লৌহকুমারীর উদর গহ্বরে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল; তাহার ভিতর যে সকল লোহার গঁজাল ছিল—তাহা তাঁহার চক্ষুতে, বক্ষে ও উরুদেশে বিদ্ধ হইবে বুঝিয়া তিনি সেই লৌহ পিঞ্জরের দ্বার রুদ্ধ হইবামাত্র সভয়ে চক্ষু মুদিয়া ছিলেন, এবং প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহার পর—"

মিঃ ব্লেক আর চিন্তা করিতে পারিলেন না; তিনি একখানি জানু প্রসারিত করিলেন; তাঁহার অসাড় দেহ কাঁপিয়া উঠিল। তিনি কয়েক মিনিট চেষ্টা করিয়া অতি কষ্টে উঠিয়া বসিলেন, চক্ষু মেলিয়া দেখিলেন, তিনি যে স্থানে পড়িয়া আছেন—তাহা সেই লৌহ কুমারীর উদর গহ্বর নহে, লৌহ দ্বার নাই, লোহার সে সকল গঁজালের চিহ্নমাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন না।

হটাৎ 'দুড়ম' 'দুড়ম' শব্দ তাঁহার শ্রবণ বিবরে প্রবেশ করায় তিনি চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল বহুদূরে কামান গর্জ্জন হইতেছে। কিন্তু তাহা কামান গর্জ্জন কি মেঘ গর্জ্জন তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বসিয়া

ছিলেন, যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চতুর্দ্দিক গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন, তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু তাঁহার উভয় হস্তে তখনও হাতকড়ি ছিল; ইচ্ছানুযায়ী হাত সরাইতে পারিলেন না।

বারুদের ধুমের গন্ধ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিল, তাহা তিনি অসহ্য মনে করিলেন; হঠাৎ একটা লোহিত আলোকের তীব্র প্রভা মুহূর্ত্তের জন্য সেই সুপ্রশস্ত গুহ আলোকিত করিল। সেই আলোকে তিনি সেই মরণ কামরার যে দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে স্তম্ভিত হইলেন। তাহা দৈব ঘটনার ন্যায় অদ্ভুত।

তাঁহার মনে হইল ভীষণ ভূমিকম্পে সেই কক্ষ বিধ্বস্ত প্রায়। সেই কক্ষস্থিত শ্রেণীবদ্ধ মার্ব্বেল বেদীগুলি উৎপাটিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়াছিল। লৌহ-নির্ম্মিত কুমারীমূর্ত্তি যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, সেই স্থান হইতে তাহা দশ হাত দূরে চূর্ণ হইয়া পড়িয়া ছিল, তাহার দ্বার উন্মুক্ত, তাহার দ্বার দুই খানি কব্জা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। মিঃ ব্লেক সেই লৌহ মূর্ত্তির উদর হইতে বহির্গত হইয়া কিরূপে দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা বুঝিতে পারিলেন। সেই স্থানে জানু অবনত করিয়া তাঁহার জীবন দানের জন্য ভগবানের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ভিন্ন কেহই এ ভাবে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। মুহূর্ত্ত পরে তিনি সেই গহ্বরের ঊর্দ্ধস্থিত কক্ষে কামানের গোলার দুম্‌দাম্ শব্দ শুনিতে পাইলেন।

মিঃ ব্লেক ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বিদ্রোহীরা দুর্গের উপর গোলা বর্ষণ করিতেছে; এবার চার-দুনো দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে।"—তিনি তাঁহার দুই হাতের হাতকড়ি টানিতে টানিতে মণিবন্ধের নীচে আনিয়া ফেলিলেন, তাহার পর দুই হাত উর্দ্ধে তুলিয়া সেই লৌহময়ী নারীমূর্ত্তির উপর তাহা সবেগে নিক্ষেপ করিলেন; সেই আঘাতে হাতকড়ির ঘর্ষণে তাঁহার হাতের মাংস কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু হাতকড়ির মুখ সশব্দে আলগা হইয়া তাহা তাঁহার মণিবন্ধ হইতে খসিয়া পড়িল। সাধারণ হাতকড়ি হাত হইতে খুলিয়া ফেলিবার এই ফন্দিটি তিনি বহু দিন পূর্ব্বে এক জন পাকা চোরের নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন; এত দিন পরে তিনি তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন।

অতঃপর মিঃ ব্লেক পকেটে হাত পুরিয়া তাঁহার বিজলি-বাতি বাহির করিয়া লইলেন। তিনি তাহা জ্বালিয়া সেই কক্ষের সকল অংশ দেখিয়া লইলেন, সেই কক্ষের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মনে হইল কোন ক্রুদ্ধ দানব সেখানে সবেগে প্রবেশ করিয়া হাতুড়ির আঘাতে সকল সামগ্রী চূর্ণ করিয়াছে। কিন্তু তিনি লৌহময়ী নারীর উদরে প্রবিষ্ট হইবার পর তাহার লৌহদ্বার রুদ্ধ হইলেও কি উপায়ে তাঁহার দেহ অক্ষত রহিল তাহা বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; তাহার পর তিনি সেই লোহার গঁজালগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পাইলেন কালপ্রভাবে সেগুলি মরিচা ধরিয়া কেবল যে ভঙ্গুর হইয়াছিল এরূপ নহে, তাহাদের অগ্রভাগও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্য দ্বার রুদ্ধ হইলেও সেগুলি তাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই; সকল গঁজালই তাঁহার দেহ হইতে এক চুল দূরে থাকায় তিনি আহত হন নাই। তিনি দুইটি গঁজালে বুড়া আঙ্গুলের অল্প চাপ দিতেই তাহা ভাঙ্গিয়া গুঁড়া হইল।

বিদ্রোহী প্রজাগণের নিক্ষিপ্ত গোলার আঘাতে দুর্গের কিয়দংশ চূর্ণ হওয়ায় তিনি লৌহ-পিঞ্জরের বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে আঘাতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরবেদী স্থানভ্রষ্ট হইয়া চূর্ণ হইয়াছিল, সেই আঘাতে তাঁহার দেহ কিরূপে অক্ষত রহিল তাহা তিনি স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু যে নর-কঙ্কালটি শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় একটি প্রস্তর-বেদীর উপর সংস্থাপিত ছিল, সেই বেদী স্থানভ্রষ্ট ও দ্বিখণ্ডিত হইলেও নরকঙ্কালটি অক্ষুণ্ণ ছিল দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন এই একই কারণে তাঁহারও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ চূর্ণ হয় নাই।

ক্রমে তাঁহার অসাড় দেহের শিরা উপশিরায় শোণিতের স্রোত বহিল। মিঃ ব্লেক সেই ভগ্নস্তূপের ভিতর দিয়া রাজার বিশ্রাম-কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। ক্রমেই কামানের গর্জ্জন-ধ্বনি সুস্পষ্টতর হইয়া উঠিল, অবশেষে চারি দিকে সেল-গোলা মহাশব্দে বর্ষিত হইতে লাগিল। মিঃ ব্লেক আহত হইবার আশঙ্কায় উপুড় হইয়া বুকে ভর দিয়া চলিতে চলিতে দেখিলেন এক সময় যাহা সারোভিয়া-রাজের বিলাস-কক্ষ ছিল—গোলার আঘাতে তাহার ছাদ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কড়ি বরগা সহ ছাদ স্থানভ্রষ্ট হওয়ায় উন্মুক্ত আকাশ দেখা যাইতেছে! অতঃপর তিনি কি

করিবেন—তাহা স্থির করিতে না পারিলেও বিদ্রোহী দলে যোগদানের জন্ম তাঁহার আগ্রহ হইল। চলিতে চলিতে কি একটা জিনিসে তাঁহার হাত পড়িল, মনে হইল তাহা মনুষ্য দেহ। তিনি তৎক্ষণাৎ সোজা হইয়া বসিয়া বিজলি-বাতি জ্বালিলেন; উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে দেখিলেন—তাহা ক্রুর মৃতদেহ!

মিঃ ব্লেক দেখিলেন ক্রু মরিয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহার চক্ষু উন্মিলিত।—তিনি তাহার দৃষ্টিহীন চক্ষু নিমিলিত করিয়া অস্ফুট স্বরে বলিলেন, "আহা! বেচারা নিতান্ত মন্দ লোক ছিল না!" (he was not utterly bad.)

তিনি ক্রুর মৃতদেহের পাশ দিয়া বাহিরের দিকে যাইতেই অদূরে অস্ফুট আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। সেই শব্দে চমকিত হইয়া মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতি উর্দ্ধে তুলিয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, দেখিলেন, বামন টনি একটি কড়িকাঠ চাপা পড়িয়া—তাহার নীচে ছটফট্ করিতেছে। সেই বৃহৎ কড়িকাঠ অপসারিত করিয়া তাহার উদ্ধার লাভের উপায় ছিল না। সে শিশুর ন্যায় রোদন করিতে করিতে বলিল, "আমার পিঠ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, কে আছ—আমাকে বাঁচাও।"

মিঃ ব্লেক তাহার শত্রুতা ভুলিলেন, তাহার শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল; তিনি গুলীবৃষ্টি অগ্রাহ্য করিয়া বামন টনির দেহের উপর হইতে কড়ি কাঠটি অপসারিত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বৃথা চেষ্টা! টনির মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। বিদ্যুতালোকে সে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া ভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল; আড়ষ্ট স্বরে বলিল, "তুমি গোয়েন্দা ব্লেক! তুমি ত মরিয়া গিয়াছ; তুমি কি ব্লেকের ভূত?"

মিঃ ব্লেক তাহাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "চুপ কর! আমি মরি নাই। আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি, কড়িকাঠ সরাইয়া তোকে বাঁচাইতে পারি কি না।"

বামন টনি মিঃ ব্লেকের হাত ধরিয়া বলিল, "আমি উঠিতে পারিব না, আমার পিঠের হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমাকে মারিয়া ফেল, এ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না।"—টনি হা করিয়া হাঁপাইতে লাগিল; তাহার নাক দিয়া এক ঝলক রক্ত বাহির হইল।

মিঃ ব্লেক পুনর্ব্বার সেই প্রকাণ্ড কড়ি কাঠটা সরাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা এক ইঞ্চিও নড়াইতে পারিলেন না। টনির প্রাণ তখন ওষ্ঠাগত ; সে অস্ফুটস্বরে বলিল, "ব্লেক, আমি মরিলাম। মৃত্যুকালে আমি তোমাকে একটা কথা বলিয়া যাই। জানিয়া রাখ রাজা কার্ল সত্যই সে নয়।"

মিঃ ব্লেক ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, "কে নয় টনি ? শীঘ্র বল।"

কিন্তু টনি আর কোন কথা বলিতে পারিল না। তাহার কণ্ঠ হইতে ঘড়ঘড় শব্দ উত্থিত হইল ; পরমুহূর্ত্তেই সে প্রাণত্যাগ করিল।

মিঃ ব্লেক সহানুভূতি ভরে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মাথা নাড়িলেন। টনি মৃত্যুকালে তাঁহাকে কি গুপ্ত কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া আর বলিতে পারিল না, কিংবা ইহা অর্থহীন প্রলাপ মাত্র, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না।

ক্রমে গোলা গুলী বর্ষণ বন্ধ হইল ; কিন্তু পরিখার অপর পার হইতে বিদ্রোহীদের চিৎকার মিঃ ব্লেকের কর্ণগোচর হইল। তিনি মাথা হেট করিয়া কুব্জ ভাবে ধীরে ধীরে টাউয়ারের বাহিরে আসিলেন এবং তোলা সাঁকোর অভিমুখে সতর্ক ভাবে অগ্রসর হইলেন।

হঠাৎ একজন শান্ত্রীর মৃতদেহে তাঁহার পদস্পর্শ হইল ; তিনি সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িয়া চন্দ্রালোকে তাহার পাশে একটি রিভলবার ও একটি মিলের বোমা (mills bomb) দেখিতে পাইলেন। তিনি সেই উভয় দ্রব্যই তুলিয়া লইলেন।

পূর্ব্বাকাশ তখন ঊষালোকে উজ্জ্বল হইয়াছিল ; যেন তাহা সারোভিয়ার দুঃখ-নিশার অবসানের সূচনা করিতেছিল।

মিঃ ব্লেক তোলা-সাঁকোর নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যদি আমি এই সাঁকো নামাইয়া দিতে পারিতাম, তাহা হইলে বিদ্রোহীরা এই পথে অবাধে—"

"তবে রে বিশ্বাসঘাতক ! এখনই তোর আশা পূর্ণ করিতেছি"—বলিয়া একজন রাজ-সৈনিক সঙ্গীন উদ্যত করিল। সেই সৈনিক যুবক সাঁকোর পাশে লুকাইয়া ছিল, মিঃ ব্লেক তাহাকে পূর্ব্বে দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাহার সঙ্গীন তাঁহার কণ্ঠলগ্ন হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার পিস্তলের গুলী তাহার ললাট বিদীর্ণ করিল ; মুহূর্ত্তমধ্যে সৈনিক যুবকের মৃতদেহ তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

মিঃ ব্লেক ললাটে ঘর্ম্ম অপসারিত করিয়া পরিখার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন পরিখার অন্য দিক হইতে কামানের গোলা ও সেল তখনও দুর্গের উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছিল। মিঃ ব্লেক পিস্তল উদ্যত করিয়া তোলা সাঁকোর মঞ্চে (draw bridge tower) আরোহণ করিলেন। যে যন্ত্রের সাহায্যে সাঁকো নামাইতে পারা যাইত—সেই যন্ত্রটির নিকট একজন শান্ত্রী পাহারায় নিযুক্ত ছিল। মিঃ ব্লেক নিঃশব্দে তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে গুলী করিলেন; তাহার মৃতদেহ সেই যন্ত্রের পার্শ্বে পতিত হইল। অনন্তর মিঃ ব্লেক সাঁকোর লৌহনির্ম্মিত পরিচালন দণ্ড (iron lever) টানিতে লাগিলেন, তাঁহার হাতের শিরাগুলি দড়ার মত ফুলিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি শ্রমে বিরত হইলেন না। অবশেষে সাঁকোর ইঞ্জিন সশব্দে চলিতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে শিকলগুলি ঝন্-ঝন্ শব্দে ঘুরিতে লাগিল। টেক্কা দূর হইতে এই শব্দ শুনিয়া প্রমাদ গণিল, তাহার মুখ শুকাইয়া গেল।

টেক্কা তখন গোলন্দাজের স্থান অধিকার করিয়া কামান দাগিতেছিল, তাহার দুই হাত বারুদে কাল হইয়া গিয়াছিল, ললাট হইতে ঘর্ম্মধারা ঝরিতেছিল। সামসন তাহাকে সাহায্য করিতেছিল। টেক্কা সাঁকো নামাইবার শব্দ শুনিয়া চিৎকার করিয়া বলিল, "সর্ব্বনাশ হইল সামসন! কোন বিশ্বাসঘাতক সাঁকো নামাইয়া দিয়াছে। তুমি লুকে সঙ্গে লইয়া শীঘ্র আমার অনুসরণ কর।"

মাইকেল নামক গোলন্দাজ আহত অবস্থায় টেক্কার পাশে বসিয়া আহত উরুতে পটি বাঁধিতেছিল। টেক্কা তাহাকে বলিল, "মাইকেল, তুমি গোলা চালাও। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব।"

টেক্কা গুলীবৃষ্টির ভিতর দিয়া মিঃ ব্লেকের নিকট চলিল। সামসন সাঁকোর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সভয়ে বলিল, "সাঁকো ত প্রায় নামিয়া পড়িয়াছে।" (it's nearly down.)

টেক্কা ভগ্নস্বরে বলিল, "হাঁ, আমরা এখন নিরুপায়। বিদ্রোহীরা অবিলম্বে দুর্গে প্রবেশ করিবে। তথাপি চেষ্টা করিয়া দেখি—সাঁকোর অপরপ্রান্ত ভূমিস্পর্শ করিবার পূর্ব্বে যদি কোন উপায়ে তাহার গতিরোধ করিতে পারি। এই সাঁকোর তলা দিয়া একটি গুপ্ত সুড়ঙ্গ-পথে পরিখা পার হওয়া যায় আমি ভিন্ন অন্য

কেহ সেই পথের সন্ধান জানে না। যদি বিদ্রোহীরা সাঁকো দিয়া দুর্গে উপস্থিত হয়—তাহা হইলে আমরা তিনজনে সেই গুপ্ত পথে পলায়ন করিতে পারিব।"

সামসন বলিল, "টনি ও ক্রুকে সঙ্গে লইবেন না?"

টেক্কা কঠোরস্বরে বলিল, "আগে আমরা বাঁচি; তাঁহারা বাঁচিবে কি মরিবে সে চিন্তা করিবার আর সময় নাই। হয় ত তাহারা দুর্গের ভিতর ছাদ চাপা পড়িয়া মরিয়া গিয়াছে।"

টেক্কা সামসন ও লু-তারাকে লইয়া সাঁকোর মঞ্চের নিকট উপস্থিত হইল। তখন সাঁকোর অপরপ্রান্ত ভূমি স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া বিদ্রোহীরা জয়ধ্বনি করিয়া সাঁকোর দিকে ধাবিত হইতেছিল।—পূর্ব্বাকাশ নবরাগে উদ্ভাসিত হইল।

টেক্কা সামসন ও লু-তারাঁকে বলিল, "ঐ মৃত শাস্ত্রীর দেহের পাশে একটি গুপ্তদ্বার আছে; সেই দ্বার দিয়া সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিতে হইবে। পরিখার তলা দিয়া এই সুড়ঙ্গ সাঁকোর অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত। চল সেই পথে পলায়ন করি; বিদ্রোহীরা দুর্গ অধিকার করুক। সারোভিয়ায় আমার রাজাগিরি শেষ হইয়াছে; চার-দুনো দল দীর্ঘজীবি হউক।"

হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে ব্লেক গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "যদি বিদ্রোহীরা গোলা-বর্ষণ বন্ধ না করে তাহা হইলে অবিলম্বে তোমাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত। দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া দাঁড়াও কার্ল!"

"কি সর্ব্বনাশ! রবার্ট ব্লেক জীবিত? যমালয় হইতে ফিরিয়া আসিল না কি?" —বলিয়া টেক্কা দুই হাত সরিয়া দাঁড়াইল।—তাহার অসাড় হাত হইতে পিস্তল খসিয়া পড়িল। সে সেই প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁপিতে লাগিল। টেক্কা জীবনে আর কখন এরূপ আতঙ্কাভিভূত হয় নাই।

মিঃ ব্লেক তাঁহার হাতের বোমা উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "শীঘ্র দুই হাত মাথার উপর উচু কর। লু, সামসন তোমরাও। যদি তোমরা এক পা সরিয়া যাও—তাহা হইলে এই বোমা ফাটাইয়া তোমাদিগকে উড়াইয়া দিব।"

টেক্কা ও তাহার অনুচরদ্বয় বুঝিতে পারিল, মিঃ ব্লেক তাঁহার কথা নিশ্চয়ই কার্য্যে পরিণত করিবেন।

দশম তরঙ্গ

'ডেলি রেডিও'তে মিঃ পেজের প্রেরিত পত্র

"সমর-সংবাদদাতার কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়া আমাকে অনেক যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিতে হইয়াছে। কিন্তু সারোভিয়ার নেতৃহীন বিপ্লববাদীরা শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যেরূপ দায়িত্বহীনভাবে স্বদেশীয় রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা দেখিয়া মুহূর্ত্তের জন্যও আশা করিতে পারি নাই তাহারা অদ্ভুত তৎপরতার সহিত অর্লভ দুর্গ অধিকার করিয়া সারোভিয়া রাজ্যে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদসাধনে সমর্থ হইবে।

"পূর্ব্ব-সেনানিবাসের ফৌজ বিদ্রোহ প্রচার করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট কর্ণেল বোরিস্ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়াছিল। ক্রাকভে তাহাদের যুদ্ধযাত্রার সেই দৃশ্য হৃদয়োন্মাদক। সাজি ড্রস্‌কির পরিচালিত মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীদল বহুদিন হইতে সৈন্যদলে ও জনসাধারণের মধ্যে সাধারণ তন্ত্রের বীজ বপন করিয়া বিদ্রোহ প্রচারের জন্য সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

"রাজকুমারী সোনিয়া পেট্রোভার সহিত রাজা কার্লের যে দিন বিবাহ স্থির হইয়াছিল, সেই দিন প্রভাতে বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ প্রচারের সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্ব-সেনানিবাসের ফৌজ গবর্মেণ্টের অবিচার ও উপেক্ষা অসহনীয় মনে করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই বিদ্রোহ প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিল, এবং রাজধানীতে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিল।

"ক্রাকভের বিদ্রোহীরা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি মন্ত্রণাসভা আহুত করিয়া স্থির করিয়াছিল তাহারা অবিলম্বে বিদ্রোহী সৈন্যগণের সহিত যোগদান করিয়া রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ আক্রমণ করিবে। বিদ্রোহীরা রাজধানীর অস্ত্রাগার পূর্ব্বেই অধিকার করিয়াছিল; পরে জানিতে পারা গিয়াছে—রাজকীয় অস্ত্রাগারের রক্ষক ষ্ট্রগফ্

বিদ্রোহীদলের প্রধান সুহৃদ। তাহার সাহায্যেই অস্ত্রাগার বিদ্রোহীদলের হস্তগত হইয়াছিল।

"রাত্রি বারটার অল্পকাল পরে বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছিল। বিদ্রোহীরা অগ্নি-শিখার ন্যায় নগরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। পুরুষ রমণী, এমন কি, বালকবালিকাগণ পর্য্যন্ত বিদ্রোহ-সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে বিদ্রোহী-দলের সহিত ধাবিত হইয়াছিল। নগরবাসীগণের অধিকাংশের হস্তে লাঠী ও প্রস্তর খণ্ড ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। অনেকে সেই সুযোগে বহুগৃহস্থের গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছিল।

"ষ্ট্রগফের অধীনে পরিচালিত প্রায় দুই সহস্র অর্দ্ধশিক্ষিত সৈন্য রাজকীয় অস্ত্রাগার অধিকার করিয়াছিল; রাজসৈন্যগণ তাহাদের কার্য্যে বাধা দিয়াছিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বিদ্রোহীরা অস্ত্রাগার হইতে সহস্র সহস্র রাইফেল ও তাহা ব্যবহারোপযোগী টোটা হস্তগত করিয়াছিল।

"রাত্রি তিনটার সময় স্থানীয় রক্ষীসৈন্য পেট্রোভিচ রোডে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিয়া বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; তাহারা একটি অরণ্যের অন্তরালে লুকাইয়া থাকিয়া মুষলধারে গুলী বর্ষণ করিতেছিল, এবং তাহাতে বহুসংখ্যক নগরবাসী আহত ও নিহত হইয়াছিল। তাহারা আর সম্মুখে অগ্রসর হইতে পারে নাই।"

* * * * *

অবশেষে বিদ্রোহীরা পরিখার অপর প্রান্ত হইতে অর্লভ দুর্গ আক্রমণ করিল। অগ্নিময়ী জিহ্বা প্রসারিত করিয়া, সেল গোলা সমূহ মেঘ গর্জ্জনবৎ গম্ভীর গর্জ্জনে বায়ুতরঙ্গ ভেদ করিয়া অর্লভ দুর্গশিরে নিপতিত হইতে লাগিল।—মিঃ পেজ একটি পেট্রল-টিনে বসিয়া বিজলি-বাতির আলোকে উক্ত উদ্ধৃত বিবরণ লিখিতে-ছিলেন; সেই সময় অদূরবর্ত্তী পরিখার কর্দ্দমরাশি গোলার আঘাতে বিক্ষিপ্ত হইয়া তাঁহার নোটবহি আচ্ছন্ন করিল।

মিঃ পেজ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "কি বিপদ! কাদা ছুটিয়া-পড়িয়া আমার নোটবহি ঢাকিয়া ফেলিল! আমার চিন্তা সূত্র নষ্ট হইল।"

তিনি একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, বিদ্রোহীদের নিক্ষিপ্ত গোলা মহাবেগে মৃত্যুস্রোত বিকীর্ণ করিতেছিল। অর্লভ দুর্গ হইতে মুহুর্ম্মুহু জ্বলন্ত গোলাগুলী তাঁহার মাথার উপর দিয়া বিদ্রোহী সৈন্য দলের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। চতুর্দ্দিকে আহত সৈনিকগণের আর্ত্তনাদ, বিদ্রোহীগণের রণহুঙ্কার; তাহা উপেক্ষা করিয়া তিনি প্রশান্ত চিত্তে যুদ্ধ কাহিনী লিখিতে লাগিলেন।— তখন তাঁহার মনে হইতেছিল 'রেডিও'র কুড়ি লক্ষ পাঠক যদি সেই যুদ্ধ বিবরণ পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করে—তাহা হইলে গোলার আঘাতে তাঁহার মৃত্যুও সার্থক হইবে। তিনি ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তখন পাঁচটা বাজিয়াছে, রাত্রি অবসান প্রায়; পূর্ব্বগগন তখন উষালোকে সুরঞ্জিত হইয়াছিল। তাঁহার দক্ষিণাংশে তখন অস্ত্রের ঝণঝণা ও মেসিন গানের গর্জ্জন ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল।

মিঃ পেজ পেট্রল-টিন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং অবশিষ্ট সংবাদ পরে লিখিবেন স্থির করিয়া, বিদ্রোহীগণের সহিত পরিখা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন; পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলেন অসংখ্য বিদ্রোহী সৈন্য তাঁহাদিগকে ঠেলিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিল।

দুর্গ হইতে ক্রমাগত গোলা গুলী বর্ষিত হইতেছিল। বামদিকের বিদ্রোহী সৈন্যদল রাজসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। বিদ্রোহী সৈন্যেরা দলে দলে আহত ও নিহত হইয়া ধরাতল আচ্ছন্ন করিতেছিল; কিন্তু তাহারা যুদ্ধে বিরত হইল না।

সহসা মিঃ হ্যান্‌সন অশ্বারোহণে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল ধূমে কৃষ্ণবর্ণ, তাঁহার টুপির কয়েক স্থল গুলীর আঘাতে সছিদ্র; তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া সম্মুখবর্ত্তী পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িলেন।

মিঃ পেজ উষালোকে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ফিরিয়া এস, শীঘ্র ফিরিয়া এস! তুমি কি ক্ষেপিয়াছ? ও রকম পাগলামি করিও না।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "মৃত্যু-তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই। হয় জয় লাভ, না হয় মৃত্যু।"

দুর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত একটি সেল-গোলা পরিখা-সন্নিহিত অলিভ গাছের উপর পড়িল। গাছটা জ্বলিয়া উঠিল; কিন্তু বিদ্রোহীদের কেহ নিহত হইল না।

মিঃ পেজ মিঃ হ্যান্‌সনকে ফিরাইতে না পারিয়া ব্যগ্রভাবে পরিখার ধারে আসিলেন; সেই সময় দুর্গের তোলা-সাঁকো কড়-কড় ঝন্‌-ঝন্‌ শব্দে নামিতে লাগিল। ইহার কারণ কেহই বুঝিতে পারিল না; কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্য এই দৃশ্য দেখিয়া উল্লাসে জয়ধ্বনি করিল। তাহারা সমবেত কণ্ঠে বলিল, "শত্রুরা আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। জয় সাধারণ তন্ত্রের জয়!"

মিঃ হ্যান্‌সন তোলা সাঁকো ভূতলসংলগ্ন হইতে দেখিয়া ফিরিলেন এবং সর্ব্বাগ্রে সাঁকোর উপর উঠিলেন। তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে অপর পারে ধাবিত হইতে দেখিয়া বিদ্রোহীরা আনন্দে গর্জ্জন করিয়া বলিল, "ঐ আমেরিকান দীর্ঘজীবী হউন।"

দুড়ুম দুড়ুম শব্দে দুর্গের 'মেসিন গন' গর্জ্জন করিয়া উঠিল। তোলা-সাঁকোর উপর দিয়া যে সকল বিদ্রোহী দুর্গের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল, তাহাদের প্রথম দল সেই সকল গোলার আঘাতে সাঁকোর উপর আহত ও নিহত হইল; কিন্তু মিঃ হ্যান্‌সনের দেহ যেন মন্ত্রবলে সুরক্ষিত! তিনি দুই হাতে গুলী বর্ষণ করিতে করিতে দুর্গ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইলেন; তাহা দেখিয়া বহু সংখ্যক বিদ্রোহী সৈন্য মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। নিহত বিদ্রোহী সৈন্যগণের মৃতদেহ তাহাদের পদভরে পিষ্ট হইল।

একটি বিরাটদেহ সৈনিক পুরুষ তেজস্বী অশ্বে আরোহণ করিয়া উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মিঃ হ্যান্‌সনের পশ্চাতে উপস্থিত হইল; সে বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিল, "জয় সাধারণ তন্ত্রের! আমরা দুর্গ অধিকার করিয়াছি।"

বিদ্রোহী সৈন্যের উপর পুনঃ পুনঃ গোলা গুলী বর্ষিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাহারা সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় মহাবেগে সাঁকোর সাহায্যে পরিখা অতিক্রম করিল। রফ্‌ হ্যান্‌সন তাহাদিগকে দুর্গাভিমুখে পরিচালিত করিলেন।

সহসা একটা গুলী আসিয়া অশ্বারোহী ষ্ট্রগফের মস্তকে বিদ্ধ হইল, ষ্ট্রগফ তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে সাঁকোর উপর নিক্ষিপ্ত হইল। আরোহীহীন অশ্ব ভীত হইয়া পলায়নের চেষ্টা করিতেই মিঃ হ্যান্‌সন তাহার বল্গা ধরিয়া ফেলিলেন, এবং চক্ষুর নিমিষে তাহাতে আরোহণ করিয়া সাঁকো পার হইলেন। প্রায় পাঁচ শত বিদ্রোহী দ্রুতবেগে তাঁহার অনুসরণ করিয়া দুর্গের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সমাগত হইল।

মিঃ হ্যান্‌সন ঘোড়ার মুখ ফিরাইয়া, তাঁহার হাতের পিস্তল ঊর্দ্ধে তুলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "আমরা জয়লাভ করিয়াছি; দুর্গ অধিকার করিয়াছি। দুর্গবাসীরা পরাজয় স্বীকার করিয়াছে।"

"এই আমেরিকান দীর্ঘজীবী হউন, সাধারণ তন্ত্রের জয় হউক!"—অসংখ্য কণ্ঠ-নিঃসৃত এই ধ্বনি পুনঃ পুনঃ গগনে পবনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক রেকাবদলে ভর দিয়া তাঁহার ঘোড়ার উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইলেন, (standing in his stirrups) এবং তাঁহার উভয় পিস্তল ঊর্দ্ধে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "আমরা জয় লাভ করিয়াছি; রাজ্যে যথেচ্ছাচারের অবসান হইল। সাধারণ তন্ত্র স্থায়ী হউক।"

সেই জনতা হইতে একজন গম্ভীর স্বরে বলিল, "আপনার কথা সত্য। আমি দেশে ফিরিয়া বলিতে পারিব—এ দেশে আমরা রাজার সিংহাসন ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি। আমরা আমেরিকার মুক্তিমন্ত্র প্রচার করিয়াছি। প্রভু ধন্য আপনি! আপনার জয় হউক, আপনি দীর্ঘজীবী হউন।"

ব্যাং এই কথা বলিয়া দ্রুতবেগে অগ্রসর হইল, এবং মিঃ হ্যান্‌সনের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া প্রশংসমান নেত্রে তাহার প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। তাহার হাতের সুদীর্ঘ ছোরা প্রাতঃসূর্য্য-কিরণে ঝক্‌মক্ করিয়া উঠিল।

মিঃ হ্যান্‌সন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কে ব্যাং! তুমি কোথা হইতে এখানে আসিলে?"

ব্যাং মিঃ হ্যান্‌সনকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "যেখানে প্রভু, ভৃত্যও সেইখানে।"

ব্যাংএর কণ্ঠস্বর ডুবাইয়া উন্মত্তপ্রায় প্রজাপুঞ্জ গর্জ্জন করিয়া বলিল, "রাজা কোথায়? তাহাকে ধরিয়া আন, যথেচ্ছাচারী নিষ্ঠুর রাজাকে ফাঁসিতে লট্‌কাও। ইনি আমাদের প্রজাসভার সভাপতি। হাঁ, উঁহাকেই আমরা সভাপতি করিব। উনি আমাদের ওয়াসিংটন। সভাপতি দীর্ঘজীবী হউন।"

মিঃ হ্যান্‌সন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কাহার কথা বলিতেছ? কাহাকে তোমরা সভাপতি মনোনীত করিতে উৎসুক? কৈ, আমি ত এখানে সেরূপ কোন লোক দেখিতেছি না!"

একটি নারী উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমাদের প্রথম প্রেসিডেণ্ট মিঃ রফ্ হ্যান্সন দীর্ঘজীবী হউন।"

মিঃ হ্যান্সন দেখিলেন—সে রেড রোজা। রেড রোজার পরিচ্ছদ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, তাহার কেশরাশি বিশৃঙ্খল, তাহার চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল।

মিঃ হ্যান্সন তাহাকে তাঁহার অশ্বপার্শ্বে দণ্ডায়মান দেখিয়া, তাহার হাত ধরিয়া ঘোড়ার উপর তুলিয়া লইলেন। রেড রোজা মিঃ হ্যান্সনের সম্মুখে বসিয়া পুনর্ব্বার উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "সার্জি ভ্রস্কি শত্রুপক্ষের গুলীর আঘাতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন—তাঁহার অন্তিমআদেশ মিঃ রফ্ হ্যান্সনকে নব সাধারণ তন্ত্রের সভাপতি মনোনীত করিতে হইবে। উনি সার্জি অপেক্ষা সাহসী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বন্ধুগণ, তোমরা আমাদের নিহত নায়কের অন্তিম আদেশের সম্মান রক্ষা করিবে না কি?"

সহস্র কণ্ঠে ঝঙ্কার উঠিল, "এই আমেরিকান দীর্ঘজীবী হউন। প্রেসিডেণ্ট রফ্ দীর্ঘজীবী হউন। রাজাকে ধরিয়া হত্যা কর। সেই কাপুরুষ কোথায় লুকাইল? বিশ্বাসঘাতক যথেচ্ছাচারী কার্ল কোথায়?"

সহসা সাঁকোর দিক হইতে একজন দীর্ঘদেহ পুরুষ টলিতে টলিতে রফ্ হ্যান্সনের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "আমার প্রীতিপূর্ণ অভিবাদন গ্রহণ কর প্রেসিডেণ্ট! যদি তুমি রাজাকে অর্থাৎ দস্যুসর্দ্দার টেক্কাকে গ্রেপ্তার করিতে চাও—তাহা হইলে আমি তাহাকে তোমার সম্মুখে আনিয়া দিতে পারি।"

মিঃ হ্যান্সন সবিস্ময়ে বলিলেন, "কি আশ্চর্য্য! রবার্ট ব্লেক, তুমি এখানে? তুমি পুনর্ব্বার আমাকে জয় করিয়াছ! আমাদের আগমনের পূর্ব্বেই তুমি দুর্গ অধিকার করিয়াছ। ধন্য তুমি।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "তোমার সাহায্য ব্যতীত আমার চেষ্টা সফল হইত না। এই সঙ্কটে তুমি আমাদের প্রাণ ও মান রক্ষা করিয়াছ। তোমার সাহসে আজ আমরা জয়ী। এস বন্ধু, এই আনন্দের দিন আমরা আলিঙ্গনে আবদ্ধ হই।"

প্রজাপুঞ্জের জয়ধ্বনির মধ্যে মিঃ হ্যান্সন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মিঃ ব্লেককে প্রেমালিঙ্গন দান করিলেন।—রেড রোজা সবিস্ময়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

মিঃ হ্যান্‌সন হাসিয়া বলিলেন, "ইহা মসিয়ে বন্‌টেমের আসল মূর্ত্তি।"

পরদিন প্রভাতে ক্রাকভ নগরে রাজতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হইল। নগরবাসীগণ পথে পথে বিজয় সঙ্গীত গাহিতে লাগিল। তাহাদের দুঃখ কষ্টের তামসী রজনীর অবসানে নবীন উষা সুখশান্তি বহন করিয়া আনিয়াছে।

সেই দিন ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স ও স্মিথ এরোপ্লেনে ক্রাকভ নগরে উপস্থিত হইলেন। স্মিথ রাজার পরাজয় কাহিনী শুনিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, "কর্ত্তা, আপনি অসাধ্য সাধন করিয়াছেন! আপনি জীবনে অনেক অদ্ভুত কাজ করিয়াছেন, কিন্তু এখানে যাহা করিলেন তাহার তুলনা নাই।"

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, "কারণ এরূপ বিরাট ব্যাপারে পূর্ব্বে কোন দিন হস্তক্ষেপণ করি নাই। চার-দুনো দলের মধ্যে এখন তিন জন মাত্র দস্যু অবশিষ্ট আছে। কার্ল এখন আর রাজা নহে—সে সাধারণ লোক। প্রজা সাধারণ তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে; সুতরাং এখন সাধারণ অপরাধীর ন্যায় তাহার বিচার হইবে। আমি তাহাকে অনায়াসে বিচারকের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "আপনি একাকী কিরূপে তিনজনকে আয়ত্ত করিলেন? বিশেষতঃ, সামসনের ন্যায় বলবান ব্যক্তিকে সামলাইয়া উঠা—"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "তাহার বল যতই অধিক হউক, মিল্‌সের বোমার নিকট তাহার পরাজয় স্বীকার না করিয়া উপায় ছিল না। আমি তাহাদের তিনজনকে বোমাটা দেখাইয়া বলিয়াছিলাম—তাহারা আমার অধীনতা স্বীকার না করিলে বোমা ফাটাইয়া তাহাদিগকে উড়াইয়া দিব। টাউয়ারে দড়ির অভাব ছিল না। আমি সেই দড়ি দিয়া তিন জনকেই দৃঢ় রূপে বাঁধিয়া ফেলিলাম। আমি সামসনকে বাঁধিবার পুর্ব্বে তাহার গলায় দড়ির এক ফাঁস দিলাম, এবং সেই ফাঁসের দড়ির অন্য প্রান্ত একটা কড়ি কাঠের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলাম। তখন আর তাহার হাত পা বাঁধিবার অসুবিধা হইল না, কারণ সে একটু টানাটানি করিলেই সেই ফাঁস তাহার গলায় আঁটিয়া বসিত।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "হ্যাণ্ডফোর্থের কারাগারে সে যে কাণ্ড করিয়াছিল, তাহা সেই কারাগারের জল্লাদ এখনও বিস্মৃত হয় নাই। সামসনের প্রাণদণ্ডের

মাদেশ হইলে জল্লাদ অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে তাহাকে ফাঁসিকাঠে লট্‌কাইয়া দিবে।"

মিঃ ব্লেক রফ্‌ হ্যান্‌সনকে বলিলেন, "হুজুরের আদেশ হইলে এই তিনজন আসামীকে আমি ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে পারি।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "হুজুর টা কে?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "মিঃ হ্যান্‌সন, নবপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ তন্ত্রের মুকুটহীন রাজা অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "মুকুটহীন রাজা নির্ব্বংশ হউক। আমি রফ্‌ হ্যান্‌সন, গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা। আমি কি দুঃখে এই সাধারণ তন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট-গিরি করিব?—আমার কাজ শেষ হইয়াছে। আমি এখন দেশে ফিরিতে পারিলে বাঁচি। প্রজা সাধারণের গোলামী করা কি আমার সাধ্য?"

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "না রফ, তুমি খুব ভাল প্রেসিডেণ্ট হইতে পারিবে। সারোভিয়া রাজ্যে একজন প্রকৃত পুরুষ মানুষ ও খাঁটী সাধারণতন্ত্রী একান্তই অপরিহার্য্য। কিন্তু সে কথা থাক, তুমি কারাগারে প্রহরী-সংখ্যা তিনগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছ ত? সামসনকে কারাগারে কেহ আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না।"

মিঃ হ্যান্‌সন বলিলেন, "তাহাদের প্রত্যেকের হাতে হাতকড়ি ও পায়ে বেড়ি দিয়া কারাগারে শৃঙ্খলিত করা হইয়াছে, এবং প্রত্যেকের দুই পাশে দুইজন প্রহরী মোতায়েন রহিয়াছে। তাহাদের কাহারও পলায়নের উপায় নাই।"

মিঃ ব্লেক একটি সিগারেট ধরাইয়া বলিলেন, "আমরা এ দেশে অনেক দুঃখ কষ্ট ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছি; কিন্তু আমাদের কাজ এখনও শেষ হয় নাই, আমাদের আরও কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। রফ্‌কে এখানে থাকিয়া বিস্তর ঝঞ্ঝাট ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু আমাদের প্রধান লক্ষ্য—চার-দুনো দলের অবশিষ্ট তিনজনকে ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া ফাঁসিতে লট্‌কাই-বার ব্যবস্থা করা। তাহাদের মৃত্যু না হইলে আমরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।"

ইন্‌স্পেক্টর কুট্‌স বলিলেন, "না তাহাদের মৃত্যুভিন্ন আমাদের নিশ্চিন্ত হইবার উপায় নাই।"

মিঃ পেজ বলিলেন, "রাজকুমারী সোনিয়াকে লইয়াই আমাদিগকে কিছু বিপদে পড়িতে হইবে না কি মিঃ ব্লেক ?

মিঃ ব্লেক বলিলেন, "বিপদ ! বিপদের আশঙ্কা কি থাকিতে পারে ? আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি রাজকুমারী সোনিয়া প্রেসিডেন্টের নিকট পাস-পোর্টের প্রার্থনা করিবেন, এবং তাহা পাইলেই তিনি ফিলিপ কারুকে বিবাহ করিবাব জন্য ইংলণ্ডে যাত্রা করিবেন।"

স্মিথ বলিল, "হাঁ, একাজ তিনি নিশ্চযই করিবেন। ফিলিপ কারু নরহত্যা না করিয়াও নরহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত হইয়াছিল ; কিন্তু সে নিরপরাধ প্রতিপন্ন হওয়ায় মার্জ্জনা লাভ কবিযাছে।"

এই সময় একজন সুবেশধাবী কর্ম্মচারী রফ্ হ্যান্সনেব সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, "হুজুর, সারোভিয়ার প্রজাপুঞ্জ তাহাদেব নূতন প্রেসিডেন্টের অভ্যর্থনার জন্য বাহিবে অপেক্ষা করিতেছে।"

মিঃ হ্যান্সন বলিলেন, "আমাব অভ্যর্থনার জন্য তাহাবা অপেক্ষা করিতেছে ? আমার অভ্যর্থনার জন্য তাহারা কেন উৎসুক হইয়াছে ? আব আমি তাহাদিগকে কি কথাই বা বলিব ? আমি ত এদেশের ভাষা জানি না। না, আমি কাহারও অভ্যর্থনা চাহি না।"

মিঃ ব্লেকেব অনুরোধে মিঃ হ্যান্সন সারোভিয়ার প্রজাপুঞ্জেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাহারা তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "আমাদের সাধারণ তন্ত্র দীর্ঘস্থায়ী হউক। প্রেসিডেন্ট রফ্ দীর্ঘজীবী হউন।"

মিঃ হ্যান্সন ঘর্ম্মাক্ত দেহে মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, "আমি বক্তৃতা করিতে জানি না। গোয়েন্দাগিরি আমার পেশা, এবং আমি লক্ষ্যভেদে সিদ্ধহস্ত এই দুইটি গুণ প্রেসিডেন্টের পক্ষে অপরিহার্য্য নহে, এবং প্রেসিডেন্টের কো। শক্তি আমার নাই ; অতএব এই সম্মান হইতে আমাকে তোমরা নিষ্কৃতি দান কর। তোমরা কোন স্বদেশপ্রেমিক সুনিপুণ রাজনীতিককে এই সম্মানজনক পদে নির্ব্বাচিত কর।"

সমাপ্ত